ইরানের শিল্প ও সংস্কৃতি

(প্রাক্ মুসলিম যুগ)

গুরুদাস সরকার

ইরানের শিল্প ও সংস্কৃতি

(প্রাক্ মুসলিম যুগে)

গুরুদাস সরকার

রত্নসাগর গ্রন্থমালা

প্রথম সংস্করণ
১৫ই ভাদ্র ১৩৬২

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদপট
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বর্ণলিপি
চারু খাঁ

মুদ্রক
কার্তিকচন্দ্র পাল
যোগমায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০-বি, ভুবন সরকার লেন, কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ডি. সি. বোস এণ্ড কোং
৬৫ বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

বাঁধিয়েছেন
ঈস্ট এণ্ড টেডার্স
২০, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

পরিবেশক
গ্রন্থজগৎ
৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯

—তিন টাকা—

বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন। বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 'রত্নসাগর গ্রন্থমালার' উদ্দেশ্য। সকলই রত্ন যাহা মন ও জীবনকে সারবান করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
সুশীল মজুমদার
মনোজ ভট্টাচার্য্য
দেবকুমার বসু

পিতৃভক্তিতে ও মাতৃসেবায় অতুলনীয় স্নেহ দয়া ও মমতার আধার ভিষকপ্রবর **শ্রীকুলচন্দ্র ভৌমিক** এম্, বি, মহাশয়ের করকমলে, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সাদরে অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার

চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পর, হুগলী মোহসীন কলেজের পুস্তকাগারে, পারসীক শিল্প বিষয়ক একখানি পুস্তক দেখিয়া আমার কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। স্বল্প পরিসর গ্রন্থখানিতে যাহা দেওয়া ছিল তাহা পড়িয়া তৃপ্তি হইল না। দেখিলাম, ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, শিল্পের যে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি, তাহার সহিতও পরিচয় আবশ্যক। নিজের অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য, এবং সত্য কথা বলিতে কি, হঠাৎলব্ধ বিপুল অবসর কাটাইবার জন্য, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিয়াছিলাম। আমি বিশেষজ্ঞ নই, এবং পণ্ডিতগণ সমর্থিত আধুনিক গবেষনা প্রণালীর সহিতও আমার পরিচয় নাই, সুতরাং গ্রন্থনিহিত বিষয়বস্তুর আলোচনায় ভ্রম প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। গ্রন্থের কোনও কোনও অংশ দেশ, বঙ্গশ্রী ও উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

একিমিনিয় নামগুলি বঙ্গভাষায় অক্ষরান্তরিত করা সম্বন্ধে আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বুঝিবার ভুলে, স্থানে স্থানে হয়তো ত্রুটি বিচ্যুতি হইয়াছে। প্রুফ দেখার দোষে, কয়েকটি ছাপার ভুলও হইয়াছে।

শ্রীমান দেবকুমার বসুর উৎসাহে, পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। যদি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সাসানীয় যুগের কথা সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রাক্‌মুশ্লিম ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতির বিবরণ সম্পূর্ণ করা হইবে। বিষয়বস্তুর বোধ সৌকর্য্যার্থে, চিত্রের বিশেষ প্রয়োজন। সামান্য যে কয়খানি চিত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা পুস্তকের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

ইতিহাসের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, রসবোধের সহিত প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ না করিলে, কোনও দেশের সংস্কৃতি ও তদ্দেশীয় চারুশিল্প কিম্বা কারুশিল্প কি করিয়া গড়িয়া উঠিল, তাহা ভালরূপ উপলব্ধি করা যায় না। ঐতিহাসিক পটভূমির প্রয়োজনীয়তা প্রধানতঃ এই কারণেই। শুধু ইতিহাস নয়, এতৎ সম্পর্কে ভৌগলিক সংস্থানও পর্য্যালোচিত হওয়া প্রয়োজন। ভৌগলিক আবেষ্টন সম্পর্কে বিবেচনা করিলে, প্রাচীন পারস্যের প্রান্তিক দেশগুলির মধ্যে ; আমরা দেখিতে পাই, মেসোপটেমিয়া আনান্, দক্ষিণ ককেসস্ ও সিন্ধু নদের উপত্যকা। পূর্ব্বে পরে মহাচীন, আর দক্ষিণ-পশ্চিমে নীলনদ বিধৌত মিশরের মধ্যাংশ। এই সকল দেশের মধ্যে কোন কোনটির অতীত সভ্যতা খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পর্য্যন্ত গিয়া পৌছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখিলে পারস্যের নিজস্ব সভ্যতা প্রতিষ্ঠা হয় ৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে, মহানুভব দ্বিতীয় কুরুষ (Cyrus the great) নামক সম্রাট কর্তৃক একিমিনিয় সাম্রাজ্যের পত্তন হইতে। যাঁহার নামানুসারে এই বংশের নামকরণ হইয়াছে, সেই হখামনিষ্ অথবা একিমনিস (Achemenes), বিচ্ছিন্ন কৌম কিম্বা ফির্‌কা (Tribes), গুলি একত্র সম্বদ্ধ করিয়া, এক অখণ্ড জাতি সংগঠন করেন। ইহা অনুমিত হইবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার স্মৃতি দেশবাসীর চিত্তে এখনও শ্রদ্ধার্হরূপে জাগরূক রহিয়াছে। শুধু জনপ্রবাদ নির্ভরযোগ্য নয় তাই একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা, কুরুষ কতৃক একবাতানা (Ecbatana) অধিকার, এই নূতন যুগের গোড়ার তারিখ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইয়াছে। বস্তুতঃ একবাতানা অধিকার হইতেই একিমিনিয় সাম্রাজ্যের ভিত্তিসংস্থাপন ঘটে। সম্রাট দারয়বহুষের (Darius-এর) রাজত্বকালে গান্ধারের কতকাংশ ইরাণীয় প্রভাবে হয়তো স্বল্পাধিক প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবে। গান্ধার যে তৎকালে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহার সাক্ষ দিতেছে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদের—আনুমানিক ৫১৬ খৃঃ পূঃ অব্দের বেহিস্তনলিপি।

তক্ষশীলায় প্রাপ্ত একখানি লিপি হইতেও গান্ধার ও ইরাণের যোগাযোগ অনুমান করা যায়। গান্ধার, পশ্চিম পাঞ্জাবের কিয়দংশ ও সিন্ধুপ্রদেশ, দারয়বহুষের রাজ্যাধিকারে বিংশতিতম ক্ষত্রপশাসিত প্রদেশ (Satrapy) বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইহার ফলে সংস্কৃতির দিক দিয়া ভারতীয়দিগের যে বিশেষ কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, এরূপ ধারণা জন্মে না।

বীরশ্রেষ্ঠ আলেক্সান্দর (Alexander the great) কর্তৃক খৃঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে একিমিনিয় সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হয়। তখন হইতে সাসানীয় যুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, ইরাণীয় সংস্কৃতির ইতিহাস অনেকাংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ অংশের লুপ্ত ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিবার মত যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই।

গোড়ায়, একিমিনিয় যুগের বলিষ্ঠ শিল্পে, মিশরীয় (Egyptian) ঢঙ্গের বাঁধাছাঁচের (Motif-এর) ছোঁয়াচ যে লাগে নাই তাহা বলা যায় না। আর যত ক্ষীণভাবেই হউক না কেন, এই মিশরীয় ধারার সহিত আসিয়া মিলিয়াছিল মেসোপটেমিয়ার শৈলী। এছাড়া য়ুনানী-শিল্পের মৌলিক নমুনাগুলিও তখনকার দিনে অপরিজ্ঞাত ছিল না। বাহির হইতে যাহা আসিছিল, পারস্যের শিল্পী তাহা শুধু গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু উহা অদ্ভূত ক্ষমতার সহিত নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। পার্সিপোলিসে প্রাপ্ত প্রাচীন শিল্পের টুকরা টাকরাগুলি আজিও এ কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে।

একিমিনিয় যুগে শিল্পের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছিল উহার সুষ্ঠুতায় ও সমৃদ্ধিতে। এ শিল্প ছিল প্রকৃতই ভদ্র অভিধার। আলেক্সান্দরের বিজয়-অভিযান, একিমিনিয় সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেও, পারস্যের তৎকালীন শিল্পের, কোনও অনিষ্টসাধন করিতে পারে নাই। সে শিল্প নিজ ধাতুগত প্রকৃতির কিছুই হারায় নাই। পরবর্ত্তীকালে, আর্সিকিদিয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর, যোন-রোমক (Greaco-Roman) প্রভাব ইরাণে প্রবর্ত্তিত হয়। তবুও, পারদাধিকারকালে, রোমের সহিত যতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপিত হউক না কেন, পারস্যের শিল্পি সংঘ একিমিনিয় ও মেসোপটেমিয় বাঁধা ছাঁচগুলি, নিজেদের রক্ষণশীলতাগুণে সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেগুলির ব্যবহার পদ্ধতি

বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হয় নাই। শক (Seythian) প্রভাব আসিয়া জান্তব মূর্তিসমূহের পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করে এবং শক প্রভাবেই এই জাতীয় পরিকল্পনায় নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়। সাসানীয় যুগে পূর্ব্বাগত শিল্পধারার শুধু শক শৈলী নয়, ভারতের বৌদ্ধ শৈলীও সম্মিলিত হয়। ভারত ও পারস্যের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আজিকার নয়। বিভিন্ন যুগে—পারসীক ও ভারতীয় কৃষ্টির সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। নবজাগ্রত এসিয়ায় স্বাধীন ভারত তাহার নিতান্ত নিকট প্রতিবেশী ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নিকট-জ্ঞাতি ইরাণের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতে পারে না। বাঙ্গালীকে এখন মাতৃভাষার মাধ্যমেই এ সকল বিষয় জানিতে হইবে। আধুনিক ইরাণের অন্যতম প্রমুখ কবি, বাহার, যথার্থই বলিয়াছেন,—

"হিন্দ ও ঈরাঁ আশ্‌নায়নে হম্ অন্দ্।
গর্ নঃ হমরঙ্গ্ অন্দ্ অজ্ য়ক আলম্ অন্দ্॥"

"ভারত ও ইরাণ পরস্পরের সহিত প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ; দেহের বর্ণ এক না হইলেও মুখে উহারা অভিন্ন।"

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

মানবজাতির ইতিহাসের প্রারম্ভ এখনও অনেকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। পারস্যের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার পূর্ব্বতন সীমা পণ্ডিতগণ খৃঃ পূঃ পাঁচ হাজার বছর পর্য্যন্ত পিছাইয়া যাইতে পশ্চাৎপদ নহেন। কাহারও কাহারও মতে 'প্রস্তর-যুগ' নামে অভিহিত প্রাচীনতম যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগের ব্যবধান ৬৯৪৯ বৎসর, মোটামুটি ধরিলে সাত হাজার বৎসরের কাছাকাছি হইবে। চাল্‌কোলিথিক (Chalcolithic) অর্থাৎ তাম্রযুগ ও ব্রোঞ্জযুগ যথাক্রমে চারিসহস্র এবং তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বকালীন বলিয়া অনুমিত (১)। এরূপ অনুমানমূলক যুগনির্দ্ধারণে বৎসর সংখ্যায় এক আধ সহস্রের এদিক ওদিক হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

প্রাক্‌ ঐতিহাসিক সভ্যতার তিনটি স্তর।

খৃঃ পূঃ চতুর্থসহস্রকে (B. C. 4th Millenium-এ) চাল্‌কোলিথিক যুগের যে কয়প্রকার বিভিন্ন সংস্কৃতির (culture) পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তৎকালে মৃত্তিকানির্মিত পাত্রাদির ব্যবহারের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু নাগরিক সভ্যতার পথে সে যুগের মানব যে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকিয়া যায় না।

---

(১) R. E. N, Wheeler, Iran and India in pre-Islamic times, Ancient India, No. 4. Page 87, 1947-48.

গিরিপর্ব্বতে খণ্ডীকৃত ইরাণের প্রস্তরময় পর্ব্বতসঙ্কুল অংশে জনসংখ্যা যে কোথাও তখন বিশেষ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল এরূপ অনুমানের কারণ পাওয়া যায় না, তাই নাগরিক সভ্যতা গড়িয়া উঠার সুযোগ যে তখনও ঘটে নাই, এইরূপই ধরিয়া লইতে হয়। সম্ভবতঃ এই চতুর্থ সহস্রকেই ফার্স (Fars) সন্নিহিত উপত্যকার পশ্চিমাংশে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, এবং যে ভূভাগ এক্ষণে টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্-বিধৌত উপত্যকারূপে পরিচিত, তাহা গঠিত হয় সমুদ্রের একটি অংশ পলিমাটিতে ভরাট হইয়া (২)। লবণের আধিক্য দূর হইয়া যাইতেই ভরাট-হওয়া এই সমগ্র অংশটি উর্ব্বর শস্যোৎপাদক ভূমিতে পরিণত হয় এবং অধিত্যকাবাসী জনগণের কিয়দংশ এই বাঞ্ছিত ভূখণ্ডে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। সুসা, উর (Ur), ও অল-উ-বেইদে, ধ্বংসাবশেষগুলির নিম্নতমস্তরে, এই নবাগতদের নানা নিদর্শন দৃষ্ট হয়। ইহাদের বসতি স্থাপনের ফলে নাগরিক সভ্যতা ক্রমেই দেখা দিতে থাকে। উর্ব্বর ভূমি, জল সরবরাহের ও নদীপথে গমনের যথেষ্ট সুবিধা, কাফিলা (Caravan) যাতায়াতের বিঘ্নবিহীন পথ, এবং শ্রমসহিষ্ণু জনসমাজ একত্র সম্মিলিত হইলে দ্রুত উন্নতির আর বাধা থাকে না, আপনা হইতেই নগর ও নাগরিক জীবনের উদ্ভব হয়।

নাগরিক সভ্যতা।

নাগরিক সভ্যতার প্রসার তাই বলিয়া যে সকল ক্ষেত্রেই নিতান্ত সহজভাবে ঘটিয়াছিল এরূপ অনুমান যাতসহ হইবে না। সম্ভবতঃ ইরাণের বাহির হইতেই নূতন প্রভাব হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তাহার বিস্তৃতি ফলেই অবশ্যম্ভাবী সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তন

নাগরিক সভ্যতার প্রসার।

(২) Ibid, page 89.

না ঘটিয়া পারে নাই। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তনের নিদর্শনগুলি আধুনিক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই।

প্রাচীন ইরাণের সভ্যতার যুগ, ভারতীয় সভ্যতার যুগভেদের সহিত সম্পর্কশূন্য ছিল, এ-কথা সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না। প্রত্নানুশীলনে প্রাচীন মৃৎপাত্রাদির সাক্ষ্য নিতান্ত তুচ্ছ নয়।

দুই বর্ণের মৃৎপাত্র।

ইরাণ ও ভারতের ধ্বংসস্তূপসমূহে যে সকল চিত্রিত বা কারুকার্য্য-সম্বলিত মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে—তাহার কতকগুলির রং হরিদ্রাভ আর কতকগুলি লাল রঙের। এই দুই বর্ণের জমিনের উপর নক্সা অলঙ্কার প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। লাল রঙের বিচিত্র মৃৎপাত্রগুলির প্রাপ্তিস্থান মধ্য ও উত্তর ইরাণ হইতে কাস্পিয়ান হ্রদের তটদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, আর হরিদ্রাভ অথবা বাদামী রঙের মৃৎপাত্রনিচয় দক্ষিণ বেলুচিস্তান হইতে পারস্যের সীমা ছাড়াইয়া ইরাক পর্য্যন্ত, এমন কি ইরাক সীমান্ত অতিক্রম করিয়াও বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এদিকে সিন্ধু উপত্যকায় ও বেলুচিস্তানের উত্তরাংশেও লাল মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু সভ্যতার সহিত মেসোপটেমীয় সভ্যতার সংস্পর্শের যে প্রমাণ শেষোক্ত স্থানের নির্ণীতকাল-ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা হইতেই ইহা জানা গিয়াছে যে, প্রভু যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের অল্লাধিক ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বেও এ সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি বড় কম হয় নাই।

প্রাচীন মৃৎপাত্র ও আধুনিক পণ্ডিতের অভিমত।

মৃৎপাত্রের পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার রঙের সাদৃশ্য ধরিয়া মার্কিণ পণ্ডিত অধ্যাপক ষ্টুয়ার্ট-পিগট্ প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করিয়াছেন যে, মোটামুটি ইরাণের উত্তরাংশে ও দক্ষিণভাগে দুইটি বিভিন্ন সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল (৩)। অধ্যাপক পিগট্ শুধু রঙের সাদৃশ্যের উপরই

(৩) Ibid, page 89.

জোর দিয়াছেন। পারসীক প্রাগৈতিহাসিক মৃন্ময় পাত্রগুলির সহিত রঙের সাদৃশ্য থাকিলেও ইরাণের বহিঃসীমায় প্রাপ্ত পাত্রগুলিতে যে অলঙ্করণ ও নক্সাদিতে সেরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না —এ বিষয়টিও অনুধাবনযোগ্য।

পশ্চিমের দিকে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ই রা ণে র সাংস্কৃতিক স্রোতোবহা ভারত-সীমান্তের দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল কি না তাহা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। মাক্রাণ ও বেলুচিস্তানে এ অনুমানের স্বপক্ষে যে প্রমাণ দৃষ্ট হয় তাহা খণ্ডীকৃত ও নিতান্ত বিছিন্ন। সুসার এলেমাইট ও উরের সুমেরীয় সভ্যতার সহিত নিকটতর সম্পর্ক পশ্চিম ইরাণের মালভূমিতেই দৃষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে "মানব যুগের সীমা আঁকা হয়েছে ছোটো মাপে, আলোক আঁধারের পর্য্যায়ে···বড়ো সীমানার মধ্যে ছোটো ছোটো কালের পরিমণ্ডল আঁকা হচ্ছে, মোছা হচ্ছে।······সুমেরিয়া, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, দেখা দিল বিপুল বলে, কালের ছোটো বেড়া দেওয়া ইতিহাসের রঙ্গস্থলীতে, কাঁচা কালির লিখনের মতো লুপ্ত হয়ে গেল অস্পষ্ট কিছু চিহ্ন রেখে (৪)।" দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার (Near East) অপর একটি লুপ্তজাতি যাঁহারা ইরাণ দেশে সুপ্রাচীন সভ্যতার এইরূপ অল্প কিছু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ইতিহাসে এলামাইট (Elamite) নামে আখ্যাত।

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই এলামাইট জাতি টাইগ্রিস্ (Tigris) নদীর তীরসংলগ্ন সমতল ভূভাগের পূর্ব্বাংশে যে পার্ব্বত্য প্রদেশ বিদ্যমান তাহারই মধ্যে বাস করিতেন।

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ অব্দ।

'এলামাইট' শব্দের অর্থ উচ্চ দেশবাসী। ইহারা ছিলেন সেমিটিক

(৪) শেষ সপ্তক, ২১, পৃঃ ৬৯

বংশোদ্ভব। ইঁহাদিগকে 'এলামাইট' এই আখ্যাটি দিয়াছিলেন ইঁহাদেরই প্রতিবেশী আসীরিয় ও ব্যাবিলোনিয়গণ। এলামাইট শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে কয়েকখানি 'ষ্টেলি' (Stele) অর্থাৎ চিত্র- সমন্বিত মৃৎফলকে এবং কতকগুলি চিত্র-বিচিত্র করা মৃৎ ভাণ্ডাদিতে। এই সকল মৃৎপাত্রের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সেগুলি পাওয়া গিয়াছিল সুসা (Susa) নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে। এ পাত্রগুলিতে জল রাখিলে জল দাঁড়ায় না চুঁয়াইয়া বাহির হইয়া যায়। নিতান্ত পাতলা বলিয়া ডিমের খোলার সহিত তুলনা করিয়া এগুলিকে 'এগ্‌ শেল্‌ পটারি' (egg-shell pottery) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এগুলি যে কত প্রাচীন তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, তবে কেহ কেহ ইহার নির্ম্মাণকাল খৃঃ পূঃ ৪৫০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৩৮০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহার গায়ে কালো রঙের অথবা বাদামী রঙের জ্যামিতিক অলঙ্করণ এবং কোথাও বা নিতান্ত সরাসরিভাবে আঁকা মানব, বিহঙ্গম ও বৃক্ষাদির নক্সা আছে। আদিম মানব ঘটের বুকে যে আঁকা বাঁকা রেখা আঁকিয়া রাখিয়াছে তাহা যে, যে-নদী হইতে জল ভরিয়া আনা হইত সেই নদীরই লহরী লীলা বা সেই নদীরই প্রতীক নয় তাহাই বা কে বলিবে (৫)?

অপর এক শ্রেণীর মৃৎপাত্রের গড়ন-পিটন বেশ শক্ত রকমের, কোনও কোনওটি বা নল সংযুক্ত। কতকগুলি পাত্রে গৃধ্র বা ঈগলজাতীয় পক্ষীর আর কতকগুলিতে কুক্কুটের চিত্র। ইহার মধ্যে একটি কৌতুকজনক নক্সা ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই নক্সায় একসারি কুক্কুট বেশ 'গ্রামভারি' চালে সদম্ভে বুক ফুলাইয়া চলিয়াছে, তাহাদের হাঁটিবার ভঙ্গী দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা কঠিন (৬)। অন্য অলঙ্করণের মধ্যে

(৫) অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবাসী চৈত্র, ১৩৫০, পৃ ৪০৭
(৬) A. U. Pope, Introduction to persian Art, 1930. Fig 22.

জ্যামিতিক নক্সা ব্যতীত অনেকটা স্বাভাবিকভাবে পরিকল্পিত ছাগ প্রভৃতির চিত্রও দেখা যায়। বলাবাহুল্য এইসব জীবজন্তুই ছিল সেকেলে মানুষের জীবনের সহায় ও সহচর। এই প্রকার মৃৎপাত্র, হামাদানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, নিহ্‌বন্দে পাওয়া গিয়াছে, আর কতকগুলি মিলিয়াছে প্রাচীন সামারায়। হামাদানে প্রাপ্ত ভাণ্ডাদির মধ্যে আধুনিক ভাস্ (vase) ও জার (jar) প্রভৃতির ন্যায় পাত্রও পাওয়া গিয়াছে। এগুলি আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ২৭০০ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত (৭)।

এলামীয় ও মিদীয় যুগ—আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৭৫০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ অব্দ।

এলামবাসীদিগের নিজেদের একটা সভ্যতা ছিল। ইঁহারা গৃহশিল্পে অভ্যস্থ ছিলেন এবং ইঁহাদের বসনভূষণাদিও যে সভাজনোচিত ছিল তাহা মৃত্তিকা-ফলকে উৎকীর্ণ একখানি চিত্রের প্রতিলিপি হইতেই বুঝা যাইবে। গৃহস্বামিনী পায়া সংযুক্ত চৌকির ন্যায় একটি আসনে বসিয়া সূতা কাটিতেছেন। ইনি যে ধনীর ঘরণী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহার বীজনরতা পরিচারিকা। মৃৎফলক-নিহিত এ চিত্রখানি সম্ভবতঃ এলামাইট যুগেরই ঘরোয়া জীবনের চিত্র হইবে। প্রাগৈতিহাসিক ইরাণের মানবমূর্ত্তি সম্বলিত চিত্রাদির নিদর্শন প্রত্নানুসন্ধিৎসুর নিকট একবারে নূতন কথা নয়।

পাহাড়ে খোদাই করা চিত্র, অনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ অব্দ।

অধ্যাপক হের্টস্-ফেলড্ (Herzfeld) দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা যে একখানি সুবৃহৎ চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা তাঁহার অনুমান মতে খৃঃ পূঃ ২৭০০ অব্দের কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব। এ চিত্রে, অনেকটা পরীর আকারে পরিকল্পিত, পক্ষধারিনী বিজয়শ্রী (Victory), শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যদলসহ নরপতিকে

(৭) See 6.

আহ্বান করিয়া লইতেছেন। স্মারক ভাস্কর্য্য পদ্ধতির (Monumental style) এই আদর্শ যে খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পারসীক শিল্পে প্রচলিত ছিল, একজন অভিজ্ঞ সমালোচক তাহা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই (৮)।

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ২৬০০ বৎসর পূর্ব্বে, সার্গন নামক সুমেদ ও আক্কাদের এক নরপতি এলামাইটদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের দেশ ব্যাবিলনীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ল'ন। তখন হইতে ব্যাবিলনীয় সভ্যতাই এই পরাজিত জাতি কর্ত্তৃক অনেকাংশে অনুস্রিত ও অনুকৃত হইয়াছিল। আত্মরক্ষার উপায় সম্বন্ধে অবহিত না হইলে কেবলমাত্র কৃষ্টির অর্চ্চনা করিয়া কোন জাতিই শক্তিশালী আততায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। ধর্ম্মের নামে রাজশক্তি কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের উপর উৎপীড়ন জগতের সুপ্রাচীন ইতিহাসেও দুর্লভ নয়। এলামাইটরাও কম নির্যাতীত ও পর্য্যুদস্ত হয় নাই। যাহারা তাহাদের জাতীয় দেবতার বিরোধী হইত; আসীরিয়ার অধিপতিগণ তাহাদিগের প্রতি বড়ই নৃশংস আচরণ করিতেন। কেবল ব্যাপক হত্যাকাণ্ড বলিয়া নয়, শূলদণ্ড, গাত্রত্বক্ উন্মোচন প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু দণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল; তাহা ছাড়া তাহাদের সমৃদ্ধ জনপদগুলি একবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা হইত। ফলবান বৃক্ষ কাটিয়া, বাগ-বাগিচা সেচের খাল প্রভৃতি নষ্ট করিয়া বহু জনসমাকীর্ণ প্রদেশ মনুষ্য বাসের অযোগ্য করিয়া ফেলা হইত। এলামবাসীরা আসীরিয়দিগের অস্সুর (Assur) দেবতাকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই তাই অনুমিত হইয়াছে যে, যাহাদিগের বাসভূমি "বন্যগর্দ্দভ, গেজেল (Gazelle) ও নানাবিধ বন্যজন্তুর আবাসে" পরিণত

এলামাইটদিগের পরাজয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার প্রভাব।

---

(৮) A. U. Pope. op. cit. page 3, chapter 1.

করা হইয়াছিল তাহারা এলাম রাজ্যের অধিবাসীই হইবে। এলামাইট সভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্তির ইহাই প্রধানতম কারণ বলিয়া ধারণা জন্মে।

আসীরিয়ার এই আসুরিক শক্তি কিন্তু দীর্ঘকাল বজায় থাকে নাই। যে আসীরিয়া রাজ্য আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে মিশরের নীলনদ হইতে ভূমধ্য সাগরের তীরভূমি এবং টাইগ্রিস্ নদীর উত্তর ও পূর্ব্ব দেশস্থ পার্ব্বত্য অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, নবতিবর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতেই তাহা সমগ্রভাবে হস্তান্তরিত হইয়া কতকাংশে নবজাগ্রত ব্যাবিলোনিয়ার ও কতকাংশে মিদীয়দিগের অধিকারভুক্ত হইল। মিদীয়গণ ইরাণেই বাস করিত। তাহারা ছিল আর্য্যবংশজাত। ইরাণের অন্তর্গত তাহাদিগের আদি বাসভূমির সহিত জেতৃরূপে লব্ধ এই নব অধিকৃত আসীরিয়া রাজ্যের অংশটুকু তাহারা যে জুড়িয়া দিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে (৯)।

আর্য্যগণের অভিযান।

কোনও অজ্ঞাত কারণে পারস্যবাসী জনসমূহের মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। আনুমানিক ১৪০০ খৃঃ পূঃ অব্দে আর্য্যবংশীয় প্রাচীন পারসীকেরা ইরাণের আধিত্যকা আক্রমণ করেন। এলামাইট সভ্যতা তখন পতনোন্মুখ হইলেও সেমিটিক (Semitic) বংশজাত এলামাইটদিগের সংস্কৃতি আর্য্য পারসীকদিগের নিকট উপেক্ষণীয় ছিল না। নবাগতেরা ইহাদের শিল্পধারা পুরাপুরি না হউক অনেকাংশেই যে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত কোনও সুলেখক আধুনিক পারসীক অনুমান করিয়াছেন যে তৎকালে ইরাণের আর্য্য-পারসীকেরা প্রাচীন

---

(৯) Gordon Childe. What Happen in Hist. Page 164.

জার্মাণ ও স্ক্যাণ্ডিনেভীয়দিগেরই ন্যায় বর্ব্বর প্রায় ছিলেন (১০)। ৫৪০ খৃঃ পূঃ অব্দের পর মিদীয়া ও ব্যাবিলনিয়া এই উভয় রাজ্যই পারসীক আর্য্যদিগের হস্তগত হয় এবং ক্রমে এই শক্তিমান জাতি ইরাণের অবশিষ্টাংশ এশিয়া মাইনর এবং ইউরোপ ও এশিয়ার অন্তর্গত 'ষ্টেপি' নামক তৃণসমাকীর্ণ সমুচ্চ প্রান্তর প্রদেশ অধিকার করেন এবং পশ্চিম ভারতের কিয়দংশেও তাঁহাদিগের রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে এই আর্য্য-পারসীকদিগের সম্রাট একিমিনিয় বংশোদ্ভব দেরিয়ুসের সাম্রাজ্য নীলনদ হইতে ইজিয়ান সাগর এবং সিন্ধু হইতে পূর্ব্ব তুর্কিস্তানের সির্-দরিয়া (Jaxartes) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

লুরিস্তানের আবিষ্কার।

যতদূর স্মরণ হয় ১৯৩০ খৃঃ অব্দে, পারস্যের পশ্চিম সীমান্তে, লুরিস্তান (Luristan) প্রদেশে, যে সকল ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত তৈজস, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও ঘোড়ার সাজ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয় তাহা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প ছিল না। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করিয়াছেন যে ইহার মধ্যে যেগুলি প্রাচীনতম, সেগুলি খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের কম হইবে না, আর অবশিষ্টগুলি খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসরের বা তাহার কিছু পরবর্ত্তী কালের হওয়াই সম্ভব। সবগুলি একই জাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই বটে, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে, যখন ইতিহাসের অরুণোন্মেষ ভালরূপে হয় নাই তখন হইতেই ধাতব শিল্প সুপ্রাচীন পারস্যে যে কিরূপ উন্নত লাভ করিয়াছিল তাহা এই সকল নমুনা দৃষ্টেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কাহারও কাহারও মতে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের মধ্যে সুমেরীয় (Sumerian) শিল্পই প্রাচীনতম। প্রত্নতত্ত্ববিদ Wooley

---

(১০) Mohsen Moghadam. Messages d'Orient, Cahier persan, Page 101.

বলিয়াছেন যে খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০ অব্দে সুমেরীয় শিল্প যে সমুচ্চ পদবীতে আরূঢ় ছিল বহু শতাব্দীর ক্রমোন্নতি ও অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে তাহা সম্ভব হইত না। সুমেরীয়গণ টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর তটদেশে বাস করিত। ইহারাই কীলকাক্ষরের (Cuneiform script) আবিষ্কারক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ইরাণীয়েরা কীলকাক্ষরে লিপি রচনা প্রথা পরবর্ত্তীকালে হিটাইটদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন পণ্ডিতেরা এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হিটাইটগণের প্রভাব আনুমানিক ১৪০০ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে প্রবল হইয়া উঠে এবং উহা বিলুপ্ত হয় ১২০০ খৃঃ পূঃ অব্দে।

সুমেরীয় সভ্যতা খৃঃ পূঃ ৩৫০০ হইতে ১২০০।

পারস্য রাজ্য বলিলে এখন আমরা যাহা বুঝি তাহারই ঠিক পশ্চিমাংশে, খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে ইরাণীয় জাতির দুইটি বিভিন্ন শাখা বাস করিত। অনুমান হয় তাহারা আসিয়াছিল বংক্ষু (Oxus) নদী সন্নিহিত প্রদেশ হইতে। ইহাদের বাসভূমির উত্তরাংশে ছিল মিদীয় রাজ্য। মিদীয় (Medes) ও ইরাণীয় পারসীকগণ নৃতত্ত্বের দিক দিয়া মূলে অভিন্ন হইলেও, মিদীয়দিগের সভ্যতা ছিল উচ্চস্তরের। তাঁহারা লিখিতে পড়িতে জানিতেন, স্বর্ণের ব্যবহার জানিতেন, এবং তাঁহাদের মণিকার শ্রেণীর কারুশিল্পীরা স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণে সুদক্ষ ছিলেন। এ রাজ্যের রাজধানী এক্‌বাতানা (Ecbatana) আধুনিক হামাদান নগরের সমস্থানেই অবস্থিত ছিল। তৎকালীন ইরাণ ছিল মিদীয়দিগের করদরাজ্য। মিদীয়গণ ইরাণবাসীদিগের নিকট হইতে রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতেন। বোধ হয় বিলাসিতার ফলেই মিদীয়েরা পৌরুষ হারাইয়াছিলেন। মিদীয়রাজ কিয়ক্সারেস্ (Cyaxares) এর রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৬২৫-৫৮৫ অব্দে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইনিই

মিদীয় ও পারসীকগণ।

পারসীক ইতিকথার কাই-কাউস্ হইবেন। হালিস্ হইতে বংক্ষু নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূভাগের ইনিই অধীশ্বর ছিলেন। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর মিদীয় কৃষ্টির পরিচয়, হেরোডোটাস্ (Herodotus) ও পলিবিয়াস্ (Polybius) কর্ত্তৃক প্রদত্ত কিয়ক্সারেসের রাজপ্রাসাদের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত ঐতিহাসিক, বহুবুরুজ-সমন্বিত (battlemented) এই প্রাসাদের বর্ণনাকালে বলিয়াছেন যে ইহার কড়ি বরগাগুলি ছিল সবই সুগন্ধি সিডার্ (cedar) ও সাইপ্রেস্ (cypress) কাঠের তৈয়ারী আর শুধু তাই নয় সেগুলি আবার আগাগোড়া সোনা ও রূপার পাতে মোড়া ছিল ; টালিগুলি সবই ছিল রূপার তৈয়ারী। কেহ কেহ মনে করেন এই প্রাসাদটিকে পরবর্ত্তী ইরাণীয় স্থাপত্য শিল্পের প্রধান আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অখণ্ড পারস্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

চিরদিন কেহই বশ্যতা স্বীকার করে না। ইরাণীয়েরাও তাঁহাদিগের একিমিনিয় নরপতিগণের সুশাসনে ক্রমশঃ বল সঞ্চয় করিয়া মিদীয়দিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একিমিনীয় নৃপতি দ্বিতীয় সাইরাস্ (Cyrus), কিয়ক্সারেসের পুত্র মিদীয়রাজ আস্তিয়াজেস্‌কে পরাজিত করিয়া দুইটি ইরাণীয় রাজ্যকে এক শাসনাধীনে আনয়ন করেন এবং এক অখণ্ড ও অবিভক্ত পারস্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

কথিত আছে যে দ্বিতীয় সাইরাস্ (কুরুষ) মিদীয়রাজ আস্তিয়াজেসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন শুধু ধর্ম্মের পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য (১১)। তৎকালীন মাগি-পন্থী (Magian) পুরোহিতদিগের কুপ্রভাব হেতু দেশের ধর্ম্ম নাকি

(১১) Rawlinson, Five great Monarchies. Vol. III.P. 225.

কলুষিত হইয়াছিল, এবং অহুর-মজ্দার উপাসনা জনসমাজে আর রুচিকর বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল না। ধর্ম্মের অজুহাতে অপরের অধিকার হরণ কিছু নূতন কথা নয়, কিন্তু মিদীয় সমাজে পাপ প্রবেশ করিয়া ধ্বংসের বীজ উপ্ত না হইলে উহাদিগের অধঃপতন এরূপ দ্রুত হইত কি না সন্দেহ। কুরুষ প্রতিষ্ঠিত একিমিনিয় বংশের রাজারা ছিলেন খাঁটি পারসীক এবং জরথুস্ত্রের ভক্তিমান ও ধর্ম্মনিষ্ঠ উপাসক। একিমিনিয় রাজগণের একচ্ছত্র অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শুধু মিদীয় নয় সমগ্র ইরাণই অচিরে এক বিরাট সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করিল।

একিমিনিয় যুগ খৃঃ পূঃ ৫৫০-৫৩০

একিমিনিয় যুগ খ্রীঃ পূঃ ৫৫০-৩৩০ পারস্যের প্রামাণিক ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে, ইতিহাস বিশ্রুত কুরুষের অর্থাৎ সাইরাস্ দি গ্রেটের (দ্বিতীয় সাইরাসের) সিংহাসনাধিরোহণ কাল হইতে। ইঁহার পিতার নাম প্রথম ক্যামবাইসেস্ অথবা প্রথম কম্বুজ। দ্বিতীয় কুরুষের রাজ্যাভিষেক হয় ৫৫৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দে। নাবুকাড্‌নেজারের পৌত্র ও উত্তরাধিকারী ব্যাবিলনের (বেবিরুষের) রাজা নাবনিডাস্ (১) সাইরাস্‌কে পরাভূত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী রাজাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মিত্ররাজগণের মধ্যে লিডিয়ারাজ ক্রিসাস্ (Croesus) আত্মসামর্থ্যে সমধিক আস্থাবান ছিলেন। ক্রিসাসের এই প্রান্তিক রাজ্যটির ভিতর দিয়া বিবিধ বৈদেশিক পণ্য আমদানী ও রপ্তানির পথ ছিল। চালানী পণ্যের শুল্ক হইতে তাঁহার প্রচুর ধনাগম হইত। গ্রীকদিগের প্রবাদ মতে ক্রিসাস্‌ই সর্ব্ব প্রথম নির্দ্ধারিত ওজনের ধাতুখণ্ড মুদ্রাঙ্কন করাইয়া মুদ্রা প্রচলন প্রবর্ত্তন করেন। 'ক্রিসাসের মত ধনী' একথা প্রবাদ বাক্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রভূত অর্থবল হইতেই তাঁহার হঠকারিতার উদ্ভব হইয়াছিল। তিনি অপর কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া সাইরাস্‌কে নিজ সৈন্য লইয়াই আক্রমণ করেন এবং ফলে পরাভূত হইয়া

প্রামাণিক ইতিহাসের আরম্ভ।

---

(১) Nebuchadnezzar ছিলেন কাল্‌দীয় জাতির আসীরিয় রাজ্যাধিকার তাঁহার করতলগত হয়। Nabonidus সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ২য় পাদে।

শত্রুহস্তে বন্দী হন। ক্রিসাস্ পরাজিত হইলে পর সাইরাস্ এশিয়া মাইনরে অবস্থিত কয়েকটি গ্রীকনগর অধিকার করেন। পরাজিত নাগরিকগণ এথেন্সের সাহায্য প্রার্থনা করে। ইহা হইতেই গ্রীক যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

গ্রীকদিগের সহিত সংঘর্ষ।

গ্রীকদিগের সহিত সংঘর্ষের ফলে পরবর্ত্তীকালে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এ কি গি নি য় রাজ্যের অধঃপতনের পূর্ব্বে, মধ্যে মধ্যে সাময়িকভাবে স্তব্ধ থাকিলেও, উহা একবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই।

ব্যাবিলন অধিকার।

খৃঃ পূঃ ৫৩৯ অব্দে ব্যাবিলনিয় সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে নাবনিডাস্ পলায়ন করেন। ইহাতে ব্যাবিলন জয় সহজ-সাধ্য হইয়া পড়ে! অনুমিত হয় ব্যাবিলনিয় সৈন্যের কতকাংশ বিদ্রোহী হইয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছিল।

সমকালীন একটি লিপিতে সাইরাস্ ব্যাবিলন অধিকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ব্যাবিলনের দেবতা মার্দুক (Marduc) বন্ধু ভাবে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বদেশে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে বিনা যুদ্ধে নগরে প্রবেশ করিতে দিয়াছিলেন। সুমের (Sumer) ও আক্কাদের (Akkad) সমুদয় সম্ভ্রান্ত অধিবাসী ও তদ্দেশীয় শাসন কর্ত্তৃগণ আভূমি প্রণত হইয়া তাঁহার পদযুগ চুম্বন করিয়াছিল—আনন্দে তাহাদের মুখ-মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল (২)। আধুনিক ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে ব্যাবিলনিয় নৃপতি বিদ্রোহী সৈন্যদিগের দ্বারা ধৃত হইয়া পারসীক সম্রাটের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন। জেনোফন (Xenophon) ও হিরোডোটাসের ইতিবৃত্ত হইতে ব্যাবিলন

---

(২) Seton Lloyd, Twin Rivers, page 77.

অধিকারের অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। ইউফ্রেটিস্ (ফুরাৎ) নদী ব্যাবিলনের ভিতর দিয়া উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত ছিল। সাইরাস্ নগর বেষ্টন করিয়া একটি খাল কাটাইয়া, মতান্তরে পূর্ব্বদিকের একটি বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া, নদীর জল নিষ্কাসিত করিয়া দেন, ফলে তাঁহার সৈন্যগণ সহজেই শুষ্ক নদীগর্ভ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। সেদিন পর্ব্বোপলক্ষে নাগরিক-গণ পানাহারে ব্যাপৃত ছিল, রক্ষিবর্গও এ উৎসবে যোগ দিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। সাইরাসের সৈন্যদল এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া নগরে প্রবেশ লাভ করে। চারিদিকেই উৎসবের কোলাহল, বিশাল নগরীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ পৌঁছান সময়সাপেক্ষ। ব্যাবিলন ছিল সমচতুষ্কোণ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১২০ ফার্লং করিয়া। রাজপুরী আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে রাজপরিবারের কেহই শত্রুসৈন্যের আগমন-সংবাদ অবগত হইতে পারেন নাই। সশস্ত্র পারসীকেরা প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে নিহত করিল, বাধা দিবার আর কেহই রহিল না। ব্যাবিলনিয়েরা, ইহার পূর্ব্বে, ওপিসের রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহন করিয়াছিল। ব্যাবিলনে খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত ছিল সুতরাং অবরুদ্ধ হইলে খাদ্যাভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে সে ভয় কাহারও ছিল না। নগর রক্ষীরা পানোন্মত্ত না থাকিলে এবং বিদ্রোহী-সৈন্য সহায়তা না করিলে ব্যাবিলন অধিকার বোধ হয় এরূপ সহজ সাধ্য হইত না।

ব্যাবিলন আক্রমণের উদ্দেশ্যে সাইরাস্‌কে সারা গ্রীষ্মকাল ধরিয়া, টাইগ্রিসের একটি অববাহিকা, খরস্রোতা দিয়ালা, অথবা গাইণ্ডেস্ (Gyndes) নদীর প্রবল বাধা একশত অশীতিসংখ্যক খাদ্ কাটাইয়া দূরীভূত করিতে হইয়াছিল। এই নদী অতিক্রমণ সহজসাধ্য ছিল না। সাইরাসের সৈন্যদলের সঙ্গস্থিত একটি পবিত্র শ্বেত অশ্ব এই নদীর জলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ

হারাইয়াছিল। তেজস্বী অশ্বটি নাকি আপনা হইতেই জলে নামিয়া সাঁতার দিয়া নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু স্রোতবেগে অভিভূত হইয়া জলে ডুবিয়া যায়। সাইরাস্ ইহাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন যাহাতে ভবিষ্যতে স্ত্রীলোকেরাও জানুদেশ পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন না করিয়া নদী পার হইতে সক্ষম হয়। সাইরাসের এই পবিত্র অশ্বটির কথা—দিগ্বীজয়কামী ভারতীয় রাজাদিগের অশ্বমেধের অশ্বের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই নদীটিকে আয়ত্তে আনার জন্য সাইরাস্‌কে যে কিরূপ বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার এ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইলে পর তিনি নদী পার হইয়া ওপিসে (Opis) উপনীত হন এবং সেইখানেই ব্যাবিলনীয় বাহিনীর সহিত তাঁহার শক্তিপরীক্ষা ঘটে। পারস্যরাজ কর্ত্তৃক ব্যাবিলন আক্রমণকালে নাবনিডাসের পুত্র বেল্‌শাজার (Belshazar) শত্রুহস্তে নিহত হন। বেল্‌শাজার রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ নিঃসন্দেহ নহেন। কবি Byron তাঁহার একটি কবিতায় উৎসবে মগ্ন বেল্‌শাজারের ভোজনগৃহে, দৈবীশক্তি বলে প্রাচীরগাত্রে লিখিত যে ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বাইবেল গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবাদমূলক কাহিনীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু পারসীক শৌর্য্যের সম্মুখীন হইলে ব্যাবিলনের পতন যে অনিবার্য্য, তাহা দানিয়েল প্রমুখ বিচক্ষণ ইহুদীগণ পূর্ব্ব হইতেই যে অনুমান করেন নাই—এরূপ বোধ হয় না।

বন্দী-রূপে আনীত যে সকল ইহুদী বাধ্য হইয়া ব্যাবিলনে অবস্থান করিতেছিলেন সা ই রা স্ তাঁহাদিগের সকলকেই দেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেন। ইহাদের মোট সংখ্যা

৪২,২৬০ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৩)! পারসীক লেখক মোহ্‌সেন মোগাদাম অনুমান করিয়াছেন যে ইহুদী রূপসী

ইহুদীদিগের মুক্তি।

ইস্‌থারের প্রতি সা ই রা সে র গভীর অনুরাগ ইহুদীদিগের রক্ষাকবচ স্বরূপ হইয়াছিল (৪)। লেখক বাইবেলোক্ত আহাসুয়েরস্ (Ahasuerus) ও সম্রাট সাইরাস্ (Cyrus the Great) অভিন্ন বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

দানিয়েল বিষয়ক অধ্যায়ে লিখিত আছে যে আহাসুয়েরস্

আহাসুয়েরস্ কে ?

মিদীয়রাজ দেরিয়ুসের পিতা ছিলেন (৫) এবং বেল্‌শাজারের মৃত্যুর পর তিনিই ব্যাবিলনের সিংহাসন অধিকার করেন। বাইবেলের প্রাচীন (Old Testament) অংশে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা যে পরবর্ত্তীকালে সংগৃহীত জনপ্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। দেরিয়ূস্ (দারয়বহুষ্) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন একিমিনিয় বংশে, মিদীয় রাজবংশে নয়, যদিও তাঁহাকে বাইবেলে মিদীয় বংশীয় দেরিয়ূস্ (Darius the Mede) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বেল্‌শাজার যে কুরুষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, দেরিয়ূস্ কর্ত্তৃক নয়, ইহাই সত্য কথা ; সুতরাং বেল্‌শাজারের পরাভবকারী রাজাই আহাসুয়েরস্ এইরূপ ধরিতে গেলে সাইরাস্ ব্যতীত অপর কাহারও কথা উঠিতে পারে না। বাইবেলের ইস্‌থার খণ্ডে (Book of Esther) বর্ণিত আছে যে এই আহাসুয়েরসের সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ হইতে আফ্রিকা মহাদেশের ইথিওপিয়া (Ethiopia) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহার রাজ্যাধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল একশত সাতাইশটি প্রদেশ। মিশর ও ইথিওপিয়ার রাজগণ

---

(৩) Ezra 64. (৪) Messages d'Orient, Cahier parsane.
(৫) Daniel, 9, I.

পরাভূত হইয়াছিলেন সাইরাসের পুত্র কম্বুজ (কামবাইসেস্) অনুষ্ঠিত সমরাভিযানফলে। ইথিওপিয়া অধিকারের সম্মান সাইরাসের প্রাপ্য নয়।

ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো (Strabo) স্পষ্টই লিখিয়াছেন সাইরাস্ ভারতবর্ষের কোন অংশ অধিকার করেন নাই। মাসাগেটাই দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রাকালে হাইড্রাকাই নামক জাতি বা উপজাতি বেতন ভোগী সৈন্যরূপে পারসীক বাহিনীতে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিল। সাইরাস্ ভারতবর্ষের সীমানার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিলেন মাত্র (৬)। ভারতীয়রা যে তাহাদিগের সীমানা অতিক্রম করিয়া কখনও সৈন্য প্রেরণ করেন নাই এ কথারও উল্লেখ আছে।

এক ভাষা হইতে অপর ভাষায় কোনও শব্দ গৃহীত হইলে ধ্বনির যে স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, সেদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে খ্ষায়র্ষ (Xerexes) এই নামটি আহাসুয়েরস্ রূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ার সমধিক সম্ভাবনা। আধুনিক পণ্ডিতেরা এই ধ্বনি পরিবর্ত্তনের বৈজ্ঞানিক বিচার সাহায্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইস্থার জেরিক্সিস্ কর্ত্তৃকই পত্নীরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার আর্টা জেরিক্সিসের (আর্তক্ষত্রের) নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন (৭)। প্রথম আর্টা জেরিক্সিসের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৪৬৪ হইতে ৪২৪ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। মতান্তরে ইহাও উক্ত হইয়াছে ইহুদীদিগের হিব্রুভাষায় কায়াক্সারেসের নাম হোয়াঃশতর (Hwahsatara) হইতে আহাসুয়েরসের উদ্ভব হইয়াছে। মিদীয়রাজ কায়াক্সারেস্

(৬) Ancient India as described in classical literature, Mccrindle, pp. 11, 12.

(৭) A. U. Pope, Master Pieces of Persian Art P. 20.

(Cyaxares) সাইরাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি দেরিয়ুসের পিতা হইতে পারেন না। বাইবেলের এজ্‌রা অধ্যায়েও দেরিয়ুস্‌কে সাইরাসের পরবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (৮)। নালিকায় (Cylinderএ) উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে নাবনিডাস্ ও বেল্‌শাজারের অব্যবহিত পরেই সাইরাস্ ব্যাবিলোনিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন সুতরাং দানিয়েল অধ্যায়ে উক্ত আহাসুয়েরস্‌ যে সাইরাস্ ব্যতীত অপর কেহ নহেন একথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থেও ইহাই সমর্থিত হইয়াছে। যদি ইস্‌থার খণ্ডের আহাসুয়েরস্‌কে জেরিক্সিস্ অথবা আর্টা জেরিক্সিস্ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও উক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত রাজপুরীর বিলাস সম্পদ একিমিনিয় যুগেরই সভ্যতার প্রতিচ্ছবি ভিন্ন অপর কিছু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

কেহ কেহ সাইরাস্ ও পারসীক ইতিকথার রাজা কাইখস্‌রু অভিন্ন বলিয়াই মনে করেন। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক আলোচনা ফলে ইহা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কা ই খ স্ রু পারসীক পুরাণ কাহিনীর "কাভা হুস্রভা" নামেরই রূপান্তর মাত্র, ইনি কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। ইতিকথার কি য়া নী য় রাজগণের মধ্যে এক কায়াক্সারেস্ ব্যতীত অপর কাহারও ইতিহাসে সন্ধান মিলে না।

সাইরাস্ ও কাইখস্‌রু।

সম্রাট সাইরাস তাঁহার দূরবিস্তৃত রাজ্যাধিকারে চারিটি রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন—পসারগাডাই (Passargadae), সুসা, এক্‌বাতানা ও মিদীয় রাজ্যস্থিত ব্যাবিলন। ইহা ব্যতীত ব্যাবিলন জয়ের পর প্রধান ও নিজস্ব রাজধানীরূপে তিনি পার্সিপোলিস্ নগর

সাইরাসের বিভিন্ন রাজধানী।

(৮) Exra. Chap V.

প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ পারস্যে মেসেদ মুর্ঘাব্ নামক স্থানে পসারগাডাইয়ের ভগ্নস্তূপের কিয়দংশ অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে, আর সিরাজ নগরের সন্নিকটেই পার্সিপোলিসের সুদীর্ঘ স্তম্ভশ্রেণী মহাশক্তিধর সাইরাসের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন যে হলঘরের স্তম্ভশ্রেণীর পরিকল্পনা খর্জ্জুরবীথি হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

সাইরাসের বিজয় অভিযান ও শিল্পে আইওনীয় (গ্রীক) তথা কাল্‌দীয় প্রভাব।

সাইরাসের (কুরুষের) বিজয়-অভিযান, গ্রীক ও কাল্‌দীয়, সমুন্নত এই দুইটি সভ্যতার সহিত পারসীক সংস্কৃতির পরিচয় ঘটাইয়াছিল। বস্তুতঃ কাল্‌দীয় ও আইওনীয় (গ্রীক) শিল্পের নিকট, আকারাদি বহিরঙ্গের দিক দিয়া, একিমিনিয় শিল্পের ঋণ কতকাংশে স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

গ্রীক ঐতিহাসিক জেনোফনের মতে সাইরাসের মৃত্যু হয় খৃঃ পূঃ ৫২৯ অব্দে। মাসাগেটাই (Massagetae) নামক সিদীয়

সাইরাসের মৃত্যু।

কৌমদিগের সহিত যুদ্ধে সাইরাস্ পরাজিত ও নিহত হন। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অদম্য অভিলাষ পূর্ণ করিতে গিয়া তাঁহাকে বহু লোকক্ষয়ের হেতু হইতে হইয়াছিল এবং বহু রক্তপাত করিতে হইয়াছিল। এইজন্য প্রতিপক্ষের নিকট রক্তপিপাসু বলিয়া তাঁহার কুখ্যাতি রটা অস্বাভাবিক নয়। পাশ্চাত্যখণ্ডে ইতিহাসের জন্মদাতা হিরোডোটাস্ বলিয়াছেন যে, সিদীয় (Scythian) দিগের রাজ্ঞী টমাইরিস্ (Tomyris) রক্তপূর্ণ পাত্রে সাইরাসের ছিন্নমুণ্ডটি ডুবাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন "সাইরাস্ এবার যথেচ্ছ রক্তপান কর।"

সাইরাসের মৃতদেহ সিদীয়ার সুদূর রণক্ষেত্র হইতে আনীত হইয়া পসারগাডাইয়ে সমাহিত করা হয়। সাইরাস্ শুধু যে সমগ্র

পারস্য একরাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিলেন তা নয়, তিনি পারস্যকে কেন্দ্র করিয়া যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে যুগে তাহার আর তুলনা ছিল না।

একিমিনিয় যুগের ভাস্কর্য্যে ইতিহাসের ও শিল্পের ধারা ওত-প্রোতভাবে সম্মিলিত। পসারগাডাইয়ে তখ্‌ত্‌-ই-সুলেমান হইতে অল্পদূরেই, সম্রাট সাইরাসের যে পক্ষবিশিষ্ট মূর্ত্তি প্রস্তরে উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহার মস্তকে মিশরীয় রাজগণের মুকুটের ন্যায় তেহারা মুকুট (triple crown), আর পক্ষদ্বয় আসিরীয় প্রথামতে দেহের সহিত সন্নদ্ধ। এ মূর্ত্তিটি সম্রাটের ঠিক স্থূলদেহের নয়, তাঁহার সূক্ষ্ম দেহেরই (ফ্রবশি'র) অনুরূপ। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানের (Arrian) বর্ণনা হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় সাইরাসের সমাধিগাত্রে লিখিত ছিল "হে মানব, আমি কাম্বুজিয় (ক্যামবাইসেস্) তনয় কুরুষ, পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, আমি জগৎপতি মহারাজ, এশিয়া মহাদেশের নরপতি। আমার এই স্মৃতি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিয়া ঈর্ষা বা আক্রোশ প্রকাশ করিও না।"

একিমিনিয় ভাস্কর্য্য।

ফরাসী লেখক গোবিনো (Gobineau) সাইরাস্‌কে প্রভু যিশু খৃষ্টের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সাইরাস্ যে বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার সমতুল্য কেহই জন্মে নাই—একথা নিতান্ত অত্যুক্তি দুষ্ট। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে শুধু ক্রিসাসের পরাজয় সাধনে ও ব্যাবিলনিয়া অধিকারেই তাঁহার বীরত্ব ও রণকৌশল পর্য্যবসিত হয় নাই। শেষোক্ত অভিযানকালে তিনি যে টাইগ্রিস্ ও দিয়ালা নদীর জল অপসারিত করিয়া নিজ সৈন্যগণের নদীগর্ভ অতিক্রমণ সহজসাধ্য করিয়াছিলেন ইহা সামান্য কথা নয়, পরন্তু তিনি যে নৌসাধ-

নৌদ্যত ফিনিসিয়ার সমস্ত নৌবল হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহাতেই তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তিমত্তা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এক্‌বাতানা ও আন্‌শান্ জয় ইহার তুলনায় সামান্য কথা। এই অপূর্ব্ব শক্তিধর রাজা শ্রীরামচন্দ্রের মত "এক পত্নীক" ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহার পত্নী কাশান্‌দানের মৃত্যুতে তিনি যে গভীর শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন ইতিহাসে একথার উল্লেখ আছে। তাঁহার পত্নীও ছিলেন একিমিনিয় বংশসম্ভূতা। কাশান্‌দানের পিতার নাম যে ফার্‌নাস্-পেস্ ছিল ইহাও জানা গিয়াছে।

সকল কিছুর অপেক্ষা বড় কথা এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিদিগের ন্যায় সাইরাস্ আপনাকে প্রকৃতিপুঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন নাই। বিজিত দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে তিনি সততই যত্নবান ছিলেন। প্রজাদিগের ধর্ম্মে কিম্বা আচারে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাকুক, তিনি বিজিতদিগের মন্দির হইতে লুণ্ঠিত দেবমুর্ত্তিগুলি এবং বহুমূল্য পূজাপাত্রসমূহ প্রত্যর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ব্যাবিলন জয়ের পর আসিরীয়গণ কর্ত্তৃক ইহুদীদিগের ধর্ম্ম মন্দির হইতে অপসারিত বহুবিধ সুবর্ণ ও রজতপাত্র সাইরাস্ যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন (৯)।

সাইরাসের পুত্র দ্বিতীয় ক্যামবাইসেস্ মিশর ও ইথিওপিয়া (বর্ত্তমান আবিসিনিয়ার অংশবিশেষ) জয় করিয়াছিলেন।

ক্যামবাইসেস্ (কম্বুজিয়) ও মিশর জয়।

মিশর অভিযান অনুষ্ঠিত হয় সম্ভবতঃ ৫২৫ খৃঃ পূঃ অব্দে। পরে দেশে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং ৫২২ খৃঃ পূঃ অব্দে ক্যামবাইসেস্ আত্মহত্যা করেন। হিরোডোটাস্ কিন্তু

(৯) Ezra, 5, 15.

লিখিয়াছেন যে অশ্বারোহণকালে তাঁহার অসি হঠাৎ কোষ হইতে উন্মুক্ত হইয়া যাওয়ায় তিনি উরুদেশে আহত হন এবং সেই ক্ষতই বিষাক্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটায়। ক্যামবাইসেসের অধীনায়কতায় পারসীকেরা যে শুধু মিশর দেশ লুণ্ঠন করিয়াছিল তা নয়, মিশরের বিখ্যাত দেবালয়গুলি হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান হস্তিদন্ত বিনির্ম্মিত দ্রব্যনিচয় এবং দুষ্প্রাপ্য মণিরত্নাদি সমস্তই বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া আনিয়াছিল এবং শুধু ইহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া দেব-দেউলে অগ্নি সংযোগ করিয়া সেগুলি বিনষ্ট ও ভস্মীভূত করার চেষ্টা করিয়াছিল। এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন ডায়োডোরাস্ সিকিউলাস্ (১০)। কামবাইসেস্ মিশরবাসীদিগের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা হিরোডাটাসের ইতিবৃত্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মিশরের ধনৈশ্বর্য্যসহ মিশরীয় স্থপতি ও কারুশিল্পী বলপূর্ব্বক এশিয়াখণ্ডে আনীত না হইলে পার্সিপোলিস্, সুসা ও মিদীয়ার দেশবিশ্রুত রাজপ্রাসাদগুলি নির্ম্মিত হইত কিনা সন্দেহ। পারসীকেরা মিশরে ১৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগের দম্ভপূর্ণ ব্যবহারে, তাহাদিগের নিষ্ঠুরতায়, এবং পূর্ব্বপুরুষ নিষেবিত দেবগণের প্রতি এই সকল জেতৃদিগের শ্রদ্ধাবিহীন আচরণে প্রপীড়িত হইয়া মিশরীয়েরা আপনাদিগের জাতীয় স্বত্ত্বা পৃথকভাবেই রক্ষা করিয়াছিল (১১)।

স্মার্ডিস্ হত্যা।

কথিত আছে যে ক্যামবাইসেস্ তাঁহার ভ্রাতা স্মার্ডিস্‌কে (Smerdis) গোপনে হত্যা করেন। এই কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে উহা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয়। দারয়বহুষের বিস্তুন্ লিপিতে

(১০) Diodorus of Sicily, Book 1, 46, 2-8, P. 165. C. H. Old fathers trans.

(১১) Diodorus Siculi, Poggio Florentino, Lib 11, 26, 1531.

তাঁহার আত্মহত্যার ইহাই প্রকৃত কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরে একজন জাল স্মারডিস্ (Pseudo-Smerdis) আবির্ভূত হইয়া রাজ্যে অশান্তির সৃষ্টি করে। এই ব্যক্তির নাম ছিল গোমাত বা গৌমাত। ইহাকে মাগিপন্থী (Magian) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

একিমিনিয় বংশের দুইটি শাখা।

দ্বিতীয় ক্যা ম্ বা ই সে সে র মৃত্যুর পর সেই বংশেরই অপর শাখা হইতে দা র য় ব হু ষ্ নামক বিখ্যাত নরপতি পারস্যের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার মাতা ছিলেন মিদীয় বংশের রাজকন্যা সুতরাং মাতুল বংশের দিক দিয়াও তাঁহার সিংহাসনের দাবী হয়তো একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলিত না। পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসে ইনিই দেরাউস্ অথবা দেরিয়ুস্ (Darius) নামে অভিহিত। তাঁহার রাজত্বকাল সুদীর্ঘ চতুঃষষ্টি (৬৪) বৎসর। এ সম্বন্ধে বেহিস্তন (বিস্তুন্) লিপি হেরোডোটাসের উক্তি সমর্থন করিতেছে। একিমিনিয় বংশের দুইটি বিভিন্ন শাখার কি করিয়া উদ্ভব হইয়াছিল ঐতিহাসিকগণ সে সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হখামনিস্ অথবা একিমিনিস্ ক্ষুদ্র পসারগাডাই রাজ্যের রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া নিজ প্রতিভাবলে শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিহীন অমার্জ্জিত বুদ্ধি পারসীকজাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জাতিয়তাবোধ উদ্রিক্ত করিতে সমর্থ হন

এলামরাজ্য আসিরিয়ার অধিপতি বিখ্যাত অস্সুরবানিপাল (Assur-banipal) কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে পর, একিমিনিসের (হখামনিষের) পুত্র চহিশ্পিশ্ বা টিস্পিস্ (তেইস্পেস্) এলামের দুর্ব্বল ও অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া উহার আন্শান্ (Anshan) নামক একটি প্রদেশ নিজ অধীনতায় আনয়ন

করেন এবং "মহারাজ আন্‌শান্‌রাজ" এই উপাধি গ্রহণ করেন (১২)। চহিশ্‌পিশের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পুত্র আন্‌শান্‌, ও অপর একটি পুত্র ফার্‌স্ (Fars) প্রদেশ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যের এই দুই বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করিতে থাকেন। একিমিনিয় বংশের দুইটি বিভিন্ন শাখা এইরূপে সৃষ্ট হয়। বেহিস্তুন লিপিতে দারয়বহুষ্, তাঁহার উর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষের নামোল্লেখ করিয়াছেন—বিশ্‌তাস্প, অর্ষাম, অরিয়ারম্ন, চহিশ্‌পিশ্, হখামনিস্ (১৩)। দেরিয়ুসের পিতা বিশ্‌তাস্প অথবা হাইটাস্‌পেসের নিকটেই, অধুনা কু-ই-খুজা নামে অভিহিত উষিদ পর্ব্বতে জরথুষ্ট্র যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা কোনও আধুনিক বিশেষজ্ঞের সমর্থনলাভ করিয়াছে (১৪)। দুইটি শাখার মূল সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাহা নিম্নলিখিত বংশতালিকায় বিবৃত হইয়াছে।

(১) হখামনিষ্ একিমিনিস্

(২) চিষ্‌পিষ্ অথবা টিষ্‌পিষ্ তেইস্পেস্

আন্‌শান শাখা	ফারস্ শাখা
(৩) প্রথম কুরুষ (প্রথম সাইরাস্)	(৫) অরিয়রম্ন (এরিয়ারামেস্) আনুমানিক ৬০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ
(৪) প্রথম কম্বুজিয় (প্রথম ক্যাম্বাইসেস্)	(৬) আর্ষাম (অর্সামেস্) বিশ্‌তাস্প (হাইটাস্‌পেস্ বা হস্তাস্পেস্)
(৭) দ্বিতীয় কুরুষ ("সাইরাস দি গ্রেট")	
(৮) দ্বিতীয় কম্বুজিয় (দ্বিতীয় ক্যাম্বাইসেস্)	(৯) দারয়বহুষ্ (দেরাউস্) খৃঃ পূঃ ৫২১—৪৮৫

(১২) Syke's, Hist. of Persia, Part 1, Chap. 1V
(১৩) S, Sen, Old Persian Inscriptions, p, 2.
(১৪) Herzfeld, Iran in the Ancient East, Page 591.

সম্রাট দেরিয়ুসের রাজত্বকালে গ্রীকদিগের সহিত পারসীক জাতির বিরোধ উপস্থিত হয় এবং এই বিরোধ প্রবল হইয়া যুদ্ধে পরিণত হইলে পর মারাথনের (Marathonএর) রণাঙ্গনে পারসীক বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ ও তাহার ফল।

আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪৮৫ অব্দে দেরিয়ুসের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র জেরিক্সিস্ দেশীয় নাম খ্ষায়র্ষ, পুনরায় গ্রীকদিগকে আক্রমণ করেন এবং খৃঃ পূঃ ৪৮০ হইতে ৪৭৯ অব্দের মধ্যে, সালামিস্ (Salamis), প্লেটিয়া (Platea) প্রভৃতি যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। বাইজানটিয়াম্ (Byzantium) গ্রীকদিগের অধিকারভুক্ত হয়; প্লেটিয়ার যুদ্ধে যে ভারতীয় ধানুষ্কগণ পারস্যের সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল ইতিহাসে একথা সমর্থিত হইয়াছে। হিরোডোটাস্ ভারতীয় যোদ্ধাদিগকে কার্পাস বস্ত্র পরিহিত এবং বেত্র নির্ম্মিত ধনু ও সায়কে সজ্জিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সালামিসের পরাজয়ই গ্রীক নাট্যকার ইস্কাইলাসের (Aeschylus) "পারসীকগণ" (Persae) নামক নাটকের বিষয়বস্তু। গ্রীকদিগের বিশ্বাস ছিল যে তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছিলেন দেবতার অণুকম্পায় এবং তাঁহাদিগের পৌরাণিক যুগের অতিমানব বীরগণের (Heroes দিগের) পরম সহানুভূতি ফলে। এই সংঘর্ষে পারস্যের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইলেও শিল্পকলার দিক দিয়া পারসীক সংস্কৃতির সহিত গ্রীক ঐতিহ্যের যে কিছু না কিছু সম্পর্ক ঘটিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

৫১২ খৃঃ পূঃ অব্দে, সম্রাট দেরিয়ুসের একিমিনিয় বাহিনী পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের কয়েকটি বিভাগ পারসীক সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় (১৫)। ভিন্সেন্ট স্মিথ্ এ প্রসঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকা অঞ্চলেরউল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতের সহিত সংস্পর্শ। হা মা দা ন ও ন ক্স-ই-রু স্ত মে র লিপিতে এবং পার্সিপোলিসের প্রাসাদ-গাত্রোস্থ লিপিতে হিদু (সিন্ধু) জয়ের কথা উক্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিক হেরোডটাস্, কিন্তু লিখিয়াছেন যে, দেরিয়ুস্ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। গান্ধারবাসিগণ যে তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়।

বেহিস্তুন লিপিতে পারস্যাধীপের প্রজাবর্গের মধ্যে গান্ধার-বাসাদিগের উল্লেখ আছে। বিজিত গান্ধার যে সর্ব্বাংশে ইরাণীয় প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই তক্ষশীলায় প্রাপ্ত একখানি প্রত্নলিপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সে প্রভাব কিন্তু জাতীয় জীবনে গভীরভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় নাই এবং সে কারণে স্থায়িত্বলাভও করিতে পারে নাই। তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষমধ্যে পারসীকদিগের একটিমাত্র অগ্নিবেদী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে যখন গান্ধারবাসী যোদ্ধগণ সম্রাট জেরিক্সিসের অধিনায়কতায় গ্রীসদেশ আক্রমণ করে তখনই গ্রীক সভ্যতার সহিত গান্ধারের প্রথম সংস্পর্শ ঘটে। কেহ কেহ আবার বলেন শুধু জেরিক্সিসের সময়েই নয়, তৎপূর্ব্বে দেরিয়ূসের রাজত্বকালেও ভারতীয় রথী ও রথ চালকেরা মধ্য এশিয়ার মালভূমির (Steppes) যাযাবর, সিরিয়াবাসী সৈনিকবৃন্দ ও পারস্যের সৈন্যবিভাগভুক্ত বেতনভোগী গ্রীক যোদ্ধাদিগের পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া পারসীক সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে। ভারতীয়েরা ইংরাজ আমলেই যুদ্ধব্যপদেশে প্রথমে মিশরে যায় নাই। জেরিক্সিসের রাজত্বকালে গান্ধার ও সিন্ধুদেশ যে পারসীক

(১৫) V. Smith, Early Hist. of India. p. 37.

অধিকারভুক্ত ছিল তাহা পার্সিপোলিসে প্রাপ্ত একখানি লিপি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

একিমিনিয় সম্রাটদিগের গৌরবজ্ঞাপক যে সকল ভাস্কর্য্য নিদর্শন অদ্যাপি শৈলগাত্রে দৃষ্ট হয় তাহাতে আসিরীয় শৈলীদ্বারা প্রভাবিত যে শিল্পপদ্ধতি তৎকালে ব্যাবিলনে প্রচলিত ছিল তাহারই সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। এ শিল্প সম্পূর্ণ রাজকীয় এবং ইহার বিকাশ ও বিস্তৃতি শুধু রাজার প্রয়োজনে, রাজশক্তি ও রাজমহিমা প্রচারের জন্য। সাধারণের রুচির সহিত ইহার বিশেষ কোনও যোগাযোগ ছিল না। তথাপি বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, সে যুগে, পারস্যভূমে রাজা মানুষ বলিয়াই গণ্য হইতেন, মিশরাধীপের ন্যায় দেবতা অথবা দেবতার নিকট-আত্মীয় হওয়ার দাবী রাখিতেন না, তাই রাজকেন্দ্রিক এ শিল্প-ভঙ্গীতেও মানবিকতার ধারা পরম সৌষ্ঠবে ও মনোহারিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। থাকুক না ইহাতে কতকটা বৈদেশিক প্রভাব, থাকুক না ইহার কিছু বৈচিত্রের অভাব, তবুও এ শিল্পের শক্তি-মত্তা, এবং ইহার পরদেশী পদ্ধতি ও পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে নিজায়ত্ত করিবার ক্ষমতা, মোটেই অস্বীকার করা যায় না। দেরিয়ুস্ ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পার্সিপোলিসের বিভিন্ন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে একাধারে মিশরীয় প্রভাব ও আসিরীয় আদর্শের অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। তখন আসিরীয় প্রথানুসারেই প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি নরমুখসমন্বিত বৃষভমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইত। অলঙ্করণের নক্সাগুলিও যে আসিরীয় পদ্ধতির প্রভাবে ও অনুকরণে পরিপুষ্ট ছিল তাহাও সহজেই ধরা পড়ে। পাথরে খোদাই করা আর ইট দিয়া গড়া, এই দুইরকম চিত্রেই, মিদীয় ও পারসীক পোষাক দৃষ্ট হয়, তবে

একিমিনিয় শিল্পে রাজকীয় প্রভাব।

প্রথমোক্ত পরিচ্ছদের মর্য্যাদা যে অধিক ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় রাজপরিচ্ছদের সহিত ইহার সাদৃশ্য হইতে।

একিমিনিয় যুগের কাগজে বা কাপড়ে আঁকা কোনও চিত্র এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই এবং এরূপ চিত্র যে এতকাল ধরিয়া বিদ্যমান থাকিবে তাহাও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং তখনকার চিত্র নিচয়ের পরিকল্পনা ও সম্পাদন পদ্ধতি কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে হইলে প্রস্তরে উৎকীর্ণ ও ছাঁচে ঢালা ইটের যে সকল চিত্র কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া এখনও টিঁকিয়া আছে, তাহার পর্য্যালোচনা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। শেষোক্ত চিত্রগুলি মিনা-করা ইষ্টকে রচিত এবং বাঁধা পদ্ধতিতে পীত, নীল, শ্বেত, পাট্‌কিলা ও কমলা-লেবুর ন্যায় বর্ণে রঞ্জিত। একবার এই নমুনাগুলি লক্ষ্য করিলে তৎকালীন চারু-শিল্পে বর্ণিকাভঙ্গের কৌশল কেবলমাত্র অনুমান-সাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। একখানি ইষ্টক রচিত চিত্রে ব্যাত্তমুখ শ্রেণীবদ্ধ সিংহের যে প্রতিকৃতি নিহিত আছে, তাহা বস্তুতঃই অতুলনীয়। চিত্রখানির প্রতিলিপি দেখিলেই একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। এই সিংহ আলম্বনটি (frieze) পাওয়া গিয়াছিল সুসার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে। এখানকার আর একটি আলম্বনে আছে একসারি সশস্ত্র ধানুকী যাঁহারা তৎকালে সম্রাটের "অমর যোদ্ধা" (the Inmortals) বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন (১৬)।

একিমিনিয় শিল্পের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য—ক্ষোদিত ও ইষ্টক গঠিত চিত্র।

পাথর কাটিয়া 'Sculpture in the round' অর্থাৎ দৈর্ঘ্য,

---

(১৬) M. Dieuelafoi রচিত L'Acropole de Susa গ্রন্থে এই চিত্র দুইটির প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রস্থ ও বেধযুক্ত "ত্রিমাত্রিক" মূর্ত্তি গড়াইতে একিমিনিয় যুগের ভাস্কর অভ্যস্ত ছিল না বলিয়াই ধারণা জন্মে। হামাদানে প্রাপ্ত বিশাল সিংহ মূর্ত্তিটি (১৭) একমিনিয় শিল্পীর রচিত কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। খোদাই করা চিত্র ব্যতীত একিমিনিয় যুগের খাঁটি শিল্প নিদর্শনের মধ্যে সম্পূর্ণ কুঁদিয়া তোলা গোটা পাথরের কোনও মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই।

শিল্প নিদর্শন ও চিত্র।

ইহা ব্যতীত তৎকালীন শিল্পের অপর যাহা নিদর্শন তাহা পাওয়া যায় চিত্রসংযুক্ত পাথরের শীলমোহর এবং মূল্যবান প্রস্তর ও রত্নাদির উপর রচিত (intaglio) দৃশ্যাবলীতে। পারসীক তক্ষণশিল্পের এ নিদর্শনগুলি উপেক্ষা করিবার নয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এগুলিকে মধ্য-যুগের পারসীক পুঁথিতে আঁকা ক্ষুদ্রক চিত্রের পূর্বগামী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক চিত্রের সংখ্যা যে খুব অধিক ছিল তাহা বলা যায় না।

চিত্রসংযুক্ত শীলমোহর, রত্নালঙ্কার এবং গিরিগাত্রে ক্ষোদিত চিত্র।

কিয়ৎসংখ্যক চিত্র হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে একিমিনিয়গণ জরথুষ্ট্র মতাবলম্বী ছিলেন। গিরিগাত্রে ক্ষোদিত চিত্রাবলীর মধ্যে দেখা যায় অহুরমজ্‌দার রক্ষণাবেক্ষণে বলীয়ান রাজাধিরাজ সম্রাট প্রবর পবিত্র অগ্নির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পূজায় নিরত। কোথাও বা তিনি সিংহাসনাকৃতি এক সুবৃহৎ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া, আর তাঁহার সান্নিধ্যে দীনভাবে দণ্ডায়মান সেই সকল পরাজিত জাতির প্রতিনিধি, যাহারা উদ্যত ভল্লমুখে পারসীক পৌরুষের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে।

একিমিনিয় যুগে রাজকীয় লিপিসমূহ পারসীক, সুসীয়

(১৭) প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪০, পৃ ১১৭, চিত্র দ্রষ্টব্য।

অথবা এলামাইট এবং আক্কাদীয় অথবা ব্যাবিলোনিয় এই তিনটি বিভিন্ন ভাষায় উৎকীর্ণ হইত।

প্রাসাদের সোপানাবলীর পার্শ্বদেশেই রাজার বিজয়োৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রার সুবিস্তৃত চিত্র। বন্দীগুলি সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে, তাহাদের যেন আর শেষ নাই। কোথাও বা বিদেশী রাজদূত নানা উপঢৌকন সসম্ভ্রমে সম্রাট সকাশে আনয়ন করিতেছে। কোথাও বা দেখিতে পাই রাজা সিংহাদি ভীষণ জন্তুর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত। শীলে ক্ষোদিত চিত্রসমূহের মধ্যে কোথাও রাজা একক হিংস্র জন্তু বিনাশ করিতেছেন, কোথাও বা তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত গ্রীক সৈনিককে (hopliteকে) পরাভূত করিতেছেন। শিকারের চিত্রে দেখা যায় রাজা কোথাও-বা অশ্বপৃষ্ঠে কোথাও-বা পদব্রজে মৃগয়ায় নিরত। কোনও কোনও শীলে (seal) উৎকীর্ণ বেস্ (Bes) দেবতার চিত্রে মিশরীয় প্রভাব প্রকট। বেহিস্তুন শৈলে ক্ষোদিত স্বল্প গভীর চিত্রনিচয় দুরধিগম্য বলিয়াই বোধ হয় এ যাবৎ রক্ষা পাইয়াছে।

বিজয়োৎসবের চিত্র।

মহারাজ দেরিয়ুস শৌর্য্যে বীর্য্যে বড় কম ছিলেন না। বেহিস্তুন পর্ব্বতগাত্রে তাঁহার যে চিত্রটি একখানি বিস্তীর্ণ ফলকে ক্ষোদিত রহিয়াছে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহাকে এলাম্, হির্কানিয়া (Hyrkania), (কাস্পিয়ান সাগর সংলগ্ন একটি প্রদেশ), মিদীয়া, আর্মেনিয়া, ব্যাবিলনিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে গিয়া আট আটবার বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছিল। একই বৎসরের মধ্যে উনবিংশতিসংখ্যক যুদ্ধে তিনি নয়জন বিদ্রোহী নেতাকে পরাভূত করেন। এই সকল দেশের বিদ্রোহী নেতাদিগের আকার ও অবয়ব এই চিত্রপটে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। হয়তো এগুলি বাস্তব

ভাস্কর্য্যে ইতিহাসের ও শিল্পের ধারা।

প্রতিকৃতি নহে—শিল্পীর কল্পনা প্রসূত। চিত্রাবলীতে প্রধান মূর্ত্তিগুলির উপরে ইরাণীয় ও এলামীয় উভয় ভাষায় এবং নিম্নে ব্যাবিলনিয় ভাষায় এই বিদ্রোহীদিগের নামধাম লিখিত আছে(১৮)। চিত্রে দেরিয়ুস্ তাঁহার দুইজন প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার বামপদ বিদ্রোহী নেতা গোমাতের (Gomata) গলদেশে সংস্থাপিত। মাগিপন্থী গোমাত পরাভূত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে ধূল্যবলুণ্ঠিত। ঠিক উপরেই পক্ষ বিস্তার করিয়া দেব অহুর্‌মজ্‌দা উড্ডীয়মান। দেবতা যে তাঁহার সহায়, এবং ঐশী শক্তিই যে তাঁহার সমৃদ্ধি ও কৃতকার্য্যতার মূল, স্বয়ং পারস্যের সম্রাটও সে যুগে জনসমাজে একথা প্রচারের সার্থকতা উপলব্ধি করিতেন।

কিউনিফরম্ (কীলকাক্ষরে) লিখিত লিপিগুলি রাজাদেশ ও সরকারী বিজ্ঞপ্তির সমষ্টিমাত্র। ইহাতে ব্যবহৃত শব্দগুলির সংখ্যা কয়েক শতের অধিক হইবে না। সকলগুলিরই বাঁধাধরা বাক্‌ধারা (style) একই প্রকারের। ভাষায় কোথাও ঘোরপ্যাঁচ নাই, বাক্যবিন্যাসের জটিলতা নাই, সোজা স্পষ্ট কথায় সরলভাবে, বেশ মর্য্যাদার সহিত প্রত্যেকটি বিষয় উক্ত হইয়াছে। ইহাতে সাহিত্যিক রচনাভঙ্গীর গুণ যে বিদ্যমান একথা স্বীকার করিতে বাধে না। প্রাচীন পার্সিপোলিসে, নক্স-ই-রুস্তমে, যে চারিটি অস্থি-স্থাপনের আধার (astodans) পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একটির গাত্রে লিখিত আছে যে অহুর্‌মজ্‌দা যিনি ভূলোক ও দ্যুলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানবদিগের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, তিনিই দারয়বহুষ্‌কে অনেক রাজার মধ্যে

---

(১৮) এই নয় জন বিদ্রোহী নেতার নাম—গোমাত বা গৌমাত, আস্সিন্, নদিন্তবৈর, মর্ত্তিয়, ফ্রাওর্তেস্, চিত্রন্তখ্‌ম, ফ্রাদ, বহ্যজ্‌দাত, অর্খ।

একরাট্‌ এবং অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠপ্রভুরূপে নিয়োজিত করিয়াছেন" (১৮)।

ইহাতে একদিকে ছিল দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, অপর দিকে ছিল প্রতিপক্ষের নিকট প্রচার যে, দেবাশ্রিত রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা বাতুলতা মাত্র—করিলে হাতে হাতেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। পুরাকালীন মানব অনেক কিছুতেই দেবতার দয়া বা কোপের প্রকাশ অনুভব করিত। আর এক কথা। আধুনিক অনুসন্ধিৎসাফলে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের গুস্তাস্পের পরিবর্ত্তে দেরিয়ুসের পিতা বিস্তাস্পই (Hytaspes) জরথুষ্ট্রের সমর্থক ও আশ্রয়দাতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। পিতৃগুরু জরথুষ্ট্রের উপাস্য দেবতার প্রতি দেরিয়ুস্‌ যে বিশেষ ভক্তিমান ও নির্ভরশীল হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই প্রাচীন যুগেও তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহাকে কোনও রূপ ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ করে নাই এবং অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি সহানুভূতিশূন্য কিম্বা বিদ্বেষপরায়ণ করিয়া তুলে নাই। কেবল শুধুই যে দয়া মমতাই ছিল তাহা নহে, তাঁহার নিষ্ঠুরতারও নিদর্শন পাওয়া যায় বিদ্রোহী নেতাদিগের শাস্তি বিধানের কঠোর ব্যবস্থায়। তাঁহাদিগের কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা ছেদন করিয়া এবং চক্ষু দুইটি বিনষ্ট করিয়া রাজপুরীর তোরণদ্বারে ফেলিয়া রাখা হয়। এবং পরে কাষ্ঠখণ্ডে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। দারয়বহুষ্‌ খোদিতলিপিতে নিজেই একথা প্রকাশ করিয়াছেন।

অজাত শত্রুর পুত্র দর্শক ও তাঁহার পৌত্র উদয়কেই দেরিয়ুসের সমসাময়িক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। মতান্তরে,

---

(১৮) Indo-Iranica, (Calcutta) Vol 1.

তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন মগধের নন্দরাজগণ। মহাপদ্ম নন্দ 'ক্ষত্রান্তক' ও 'একরাট্' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি সম্রাট পদবীতে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ সমর্থিত ৫৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দের স্থানে, চৈনিক প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া যদি ভগবান বুদ্ধদেবের দেহরক্ষার (মহাপরি-নির্ব্বাণের) কাল ৪৮৬ খৃঃ পূঃ অব্দ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে বুদ্ধদেব দেরিয়ুসের রাজত্বকালেই সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এইরূপই মানিয়া লইতে হয়। দেরিয়ুসের রাজত্বকাল প্রায় ৫২১-২২ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে ৪৮৫-৮৬ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত।

দেরিয়ুসের ভারতীয় সমসাময়িক কে ?

দেরিয়ুসের রাজত্বকালেই পারস্য সাম্রাজ্যের যে বিপুল বিস্তৃতি ঘটে ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই সময়েই পারসীকগণ থেস (Thrace) ও ম্যাসিডোনিয়া (Macedonia) অধিকার করে। গান্ধার ছিল সম্রাটের অধীন সামান্য একটি প্রদেশ মাত্র। বস্তুতঃ দেশের পর দেশ জয় করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা শুধু সম্রাট দেরিয়ুসের দ্বারাই সংসাধিত হয়। তাঁহার আদেশে উৎকীর্ণ একখানি কীলকাক্ষরের লিপিতে লিখিত আছে, "আমি রাজাধিরাজ মহারাজ বিশ্তাস্পের পুত্র দেরিয়ুস্, বহুদিন ধরিয়া যাবতীয় মানবজাতি অধ্যুষিত এই বিপুলা পৃথ্বীতে একাই রাজদণ্ড ধারণ করিয়া আছি, আমি পারসীকের পুত্র পারসীক, আমি আর্য্য, আর্য্যবংশোদ্ভব"। দেরিয়ুস্ সারডিস্ (Sardis) হইতে সুসা পর্য্যন্ত পনর শত মাইল দীর্ঘ বিশাল রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মূলতঃ রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার জন্য নির্ম্মিত হইলেও এই রাজবর্ত্মের স্থানে স্থানে সরাই এবং রাজকীয়

দেরিয়ুস্ কর্ত্তৃক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তদনুষ্ঠিত পূর্ত্তকার্য্য।

বার্ত্তাবাহকদিগের জন্য ঘোড়ার ডাকের (ঘোড়া বদ্‌লাইবার স্থানের) ব্যবস্থা থাকায় ইহাতে সাধারণ পথিকদিগেরও গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। নবতি দিবসে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করা যাইত। যাহাতে মিশর হইতে পোতসমূহ অবাধে পারস্য রাজ্যে পঁহুছিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি নীলনদ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ খাল খনন করাইয়াছিলেন (১৯)।

দেরিয়ূসের নৌ-সেনা ভারত সাগরেও প্রেরিত হইয়াছিল। দেরিয়ূসের একখানি ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার সুসানগরীস্থ রাজপ্রাসাদের ইষ্টকগুলি ছাঁচে ঢালিয়াছিল ব্যাবিলনিয়গণ; লেবাননের (Lebanon) সিডার (cedar) কাষ্ঠ ব্যাবিলনে আনিয়া দিয়াছিল আসিরীয়গণ এবং তথা হইতে উহা সুসায় আনীত হয় সম্ভবতঃ ইউফ্রেটিস্ নদী বাহিয়া য়ুনানী (Ionians) ও কারীয় দিগের (Carians) দ্বারা। গান্ধার ও কার্ম্মানিয়া হইতে সেগুন কাষ্ঠ (২০) সংগৃহীত হইয়াছিল এবং প্রয়োজনানুযায়ী স্বর্ণ আহৃত হইয়াছিল বাক্ত্রিয়া (Bactria) ও সারডিস্ হইতে। স্বর্ণ সম্পর্কিত যাহা কিছু গড়ন ও কারিগরির কাজ তাহা যে মিদীয় ও মিশরদেশীয় শিল্পীদিগের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা এই লেখ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মূল্যবান রত্নাদির মধ্যে সোগ্‌দিয়ানা অর্থাৎ বোখারা অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল নীলকপোতকমণি (lapis lazuli) ও লাল রুধিরাখ্য (cornelian) এবং খোরাস্‌মিয়া

স্থাপত্যে ও কারুশিল্পে বিদেশীর উপাদান।

---

(১৯) S. Sen, Suez Inscription, p. 110.

(২০) Gordon Childe বলেন যে, এই তথাকথিত সেগুন কাষ্ঠ কাবুলের উপত্যকা এবং সিন্ধুনদ বিধৌত উপত্যকা হইতে আনীত ওক্ কাষ্ঠই হইবে। গান্ধারে সেগুন কাষ্ঠ পাওয়া যায় না।

(Chorasmia) হইতে সংগৃহীত হয় নীল বা হরিতাভ তুরস্কমণি (turquoise)। এই সকল রত্ননিচয় সুদক্ষ মণিকার সাহায্যে খচিত হইয়া রাজপুরীর শোভাবর্দ্ধন করিত। প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য সংগৃহীত তাম্র, রৌপ্য, ও বিশেষ একপ্রকার কাষ্ঠ, মিশরজাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রৌপ্য ও তাম্র মিশরে পাওয়া যায় না তাই জনৈক আধুনিক পণ্ডিত (২১) অনুমান করিয়াছেন যে এই দুইটি ধাতুর প্রকৃত উৎপত্তি স্থান যথাক্রমে স্পেন ও ব্রিটেন হওয়াই সম্ভব। ব্রিটেন হইতে কিন্তু তামা ও রাংএর সংমিশ্রণে উৎপন্ন ব্রোঞ্জ ধাতু আমদানীরই অধিক সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয়। রাং উৎপাদনের জন্যই ব্রিটেন সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাই প্রাচীনকালে ইহা রঙ্গদ্বীপ (Cassiterides) নামে অভিহিত হইত। মর্ম্মর পাথরের থামগুলি কারিয়াবাসী কারুশিল্পীদিগের দ্বারা তৈয়ারী হইয়াছিল। প্রাচীরগাত্রে যে সকল ভাস্কর্য্য নিদর্শন য়ুনানী শিল্পের গৌরব ঘোষণা করিত সেগুলি সত্যসত্যই আসিয়াছিল আইওনিয়া হইতে। গ্রীক শিল্পধারার সহিত প্রাচীনকালের এই যোগাযোগটুকু বিস্মৃত হইলে চলিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া শুধু এই যোগসূত্র হইতেই যে প্রাচীন পারসীক শিল্পের আদিম ও প্রধানতম প্রেরণার উদ্ভব ঘটিয়াছিল, একথা প্রচার করিতে গেলে বাস্তবিকই ঐতিহাসিক সত্যের অমর্য্যাদা করা হইবে। মণ্ডন (Decoration) কার্য্যের জন্য হস্তিদন্ত, কবির ভাষায় "দ্বিরদ রদ", আসিয়াছিল ভারত, ইথিওপিয়া, আরাকোসিয়া, কান্দাহার (আমন্) হইতে, আর প্রাসাদ-সন্নিবিষ্ট যে সুমনোহর স্তম্ভনিচয়ের নির্ম্মাণ-কৌশলে তৎকালীন স্থাপত্যের যশোগৌরব সমধিক সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহার জন্য

(২১) Gordon Childe, What Happened in History, p. 174.

আবশ্যকীয় প্রস্তরখণ্ডসমূহ আনাইতে হইয়াছিল উজা'র অন্তর্গত অবিরাহু নামক স্থান হইতে। যে সকল ভাস্কর পাথর কাটিয়া স্তম্ভসমূহ নির্ম্মাণ ও সেগুলির প্রসাধন সম্পাদন করিয়াছিল, তাহারা ছিল সব সার্দিয়ার ও আইওনিয়ার অধিবাসী। আর যাহারা বহিঃপ্রাচীর ও প্রাসাদ মধ্যস্থ কক্ষগুলির ভিত্তিগাত্র অলঙ্করণের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহারা ছিল মিদীয় ও মিশর জাতীয়। পারস্যের সাম্রাজ্য-সীমার অন্তর্গত বিভিন্ন দেশ প্রদেশ হইতে কত যে উপকরণ-সম্ভার বিভিন্ন জাতীয় কারুকুশলী শিল্পিবৃন্দের সহিত আহৃত হইয়া পারসীক রাজ-লক্ষ্মীর পাদমূলে নিবেদিত হইত তাহা বিশ্তাস্পের পুত্র দারয়বহুষের এই সুদীর্ঘ লিপি হইতেই বুঝা যায় (২২)।

মধ্য প্রাচ্যে (Middle East) বিদেশ হইতে মাল-মসলা সরবরাহের নজীর বহু প্রাচীনই বলিতে হয়। সুমেরীয়দিগের নগর-শাসকেরা এইভাবেই ইমারতী কার্য্যের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যনিচয় সংগ্রহ করিতেন কিন্তু পারসীক সম্রাটের ন্যায় দূর-দূরান্তর হইতে দ্রব্যাদি সংগ্রহের শক্তি তাঁহাদের ছিল না। দারয়বহুষের রাজত্বকালে কারুশিল্পের নানা উপাদান এবং অভিজাত বংশীয়দিগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিবিধ বিলাসের সামগ্রী, সমস্তই পারস্য সাম্রাজ্যের এলাকার মধ্যেই উৎপন্ন হইত। ফলে একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অপরদিকে কাঁচামাল হইতে পণ্যোৎপাদন এই দুয়েরই যথেষ্ট প্রসারলাভ হইয়াছিল। সাধারণ কৃষিজীবীর আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, লাভবান হইয়াছিল তদ্দেশীয় বণিক ও শিল্পিগণ (২৩)।

আমরা দারয়বহুষ্ কর্ত্তৃক রথ্যা ও সৌধাদি নির্ম্মাণের কথা

---

(২২) S. Sen op. cit p. 122.
(২৩) Gordon Childe, op. cit.

উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার আর এক প্রধান কীর্ত্তি নালনদ হইতে লোহিত সাগর পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ খাল খনন। এই খাল দিয়া পোতসমূহ অবাধে মিশর হইতে পারস্য রাজ্যে পঁহুছিতে পারিত। দারয়বহুষ্ কর্ত্তৃক মিশর জয়ের শতাব্দীকাল পূর্ব্বে সাম্মাটিকাস্ (Psammaticus) এর পরবর্ত্তী রাজা নেচো (Necho) এই পূর্ত্তকার্য্য আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত রাখিয়া যান। দারয়বহুষ্ই উহা সুসম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হন (২৪)। ইহাতে মিশর হইতে দ্রব্যজাত আনয়নের যে কিরূপ সুবিধা হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমরা পূর্ব্বে যে লিপির উল্লেখ করিয়াছি উহা হইতে পার্সিপোলিস্, সুসা ও মিদীয়ার প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ সম্পর্কে বিদেশী শিল্পীদিগের সাহায্য গ্রহণ করার কথা যে অনুমানমাত্র নয় তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। একিমিনিয় স্থাপত্যে বিদেশী প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, আম মৃত্তিকার ইষ্টক ব্যবহার, সমুচ্চ ভিত্তিভূমি, হর্ম্ম্যাদি রচনায় প্রস্তর সাহায্যে বল সংযোজন, ক্ষোদিত প্রস্তরে উদ্গত কারুকার্য্য, এ সমস্তই আসীরিয় স্থাপত্য-শিল্প হইতে গৃহীত। "অপদান" নামক স্তম্ভ-বিশিষ্ট বিরাট দরবার গৃহের পরিকল্পনা নাকি আসিয়াছিল মিশর হইতে সিরিয়ার পথে, মতান্তরে উহার মূল আদর্শ নাকি মিদীয়দিগের পর্ণশালা হইতেই গৃহীত (২৫)। নালিকাটা (fluted) থামগুলি পুরাপুরি য়ুনানী শিল্প আদর্শেরই অনুকৃতি। ছাঁচে-ঢালা ইষ্টক সমূহের সন্নিবেশ-দ্বারা যে সকল মূর্ত্তিসম্বলিত চিত্র ও আলঙ্কারিক নক্সাদি গঠিত

(২৪) Art Bulletin Quaterly. (U. S. A). March. 1947, page 56.

(২৫) K. A. C. Creswell এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

হইয়াছে তাহাতে আসীরিয় ও ব্যাবিলনিয় প্রভাবই সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে ব্যাবিলনের ইশ্‌থার তোরণের (Ishtar gate) শিল্প বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। একিমিনিয় শিল্প অন্ততঃ আংশিকভাবে, মিদীয়, ব্যাবিলনিয় ও মিশরীয় শিল্পের প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সাইরাস্ কর্ত্তৃক মিশর জয়ের ফলে পারস্যে যে নূতন আলঙ্কারিক নক্সাদির এবং নূতন নূতন পরিকল্পনায় তথা শিল্পভঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছিল একথা কাল্পনিক বলিয়া বিবেচিত হইবার কারণ দেখা যায় না। আইওনিয়া ও কাল্‌দিয়ার শিল্প-ধারার সহিত সংস্পর্শের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

দারয়বহুষ্ ও একিমিনিয় স্থাপত্য কীর্ত্তি।

স্থাপত্যে একিমিনিয় রাজগণ বড় কম কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই। দারয়বহুষ্ পার্সিপোলিসে শত স্তম্ভযুক্ত একটি অপদান দরবার গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে ছয় সহস্র লোকের স্থান সঙ্কুলান হইত। ডাঃ হের্টস্ ফেল্ড্ এই স্থানের অতি সান্নিধ্যেই প্রত্নানুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ধ্বংসাবশেষ বিষয়ে আয়তনের দিক দিয়া তাঁহার এই অনুমান কাল্পনিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

পসারগাডাইয়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একটি প্রাসাদের সমুচ্চ ভিত্তিভূমির দুই পার্শ্ব দিয়া একশত একাদশ ধাপের দুই প্রস্ত সিঁড়ি উপরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। এইরূপ উচ্চ অলিন্দের উপরিভাগেই রাজার সভাগৃহ ('অপদান') ও রাজপ্রাসাদের কক্ষাদি নির্ম্মিত হইত। সোপান শ্রেণীর সম্মুখ ভাগেই প্রাচীন পারসীক ভাষায় রচিত একখানি শিলালিপিতে দারয়বহুষ্ আরাধ্য দেবতাকে পসারগাডাইয়ের রাজদুর্গ উৎসর্গ করিয়া বলিয়াছেন "রাজা দারয়বহুষ কহিতেছেন যে, এই সুন্দর পারস্য রাজ্য, যাহা লোকসংখ্যায় ও বহুল অশ্বাদিতে সমৃদ্ধ, তাহা ভগবান

অহুরমজ্‌দা আমারই হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। অহুরমজ্‌দার ও আমার ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে, আমি রাজা দারয়বহুষ্‌, শত্রু-সমক্ষে কখনও কম্পমান হই নাই। আমি দারয়বহুষ্‌, রাজাধিরাজ, পৃথ্বিপতি দারয়বহুষ্‌, একিমিনিয় বিশ্‌তাস্পের পুত্র, অহুরমজ্‌দা কৃপা করিয়া আমাকে যেন এই দুর্গসহ রক্ষা করেন। প্রাসাদের সোপান শ্রেণী যেরূপ সুদৃশ্য ও সুসম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সেইরূপই করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রার্থনা করি, অহুরমজ্‌দা ও দেবতাগণ যেন আমাকে এই দুর্গসহ রক্ষা করেন।" এই প্রাসাদের সোপানাবলি বস্তুতঃই এরূপ সুবিস্তৃত ও ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, তৎসাহায্যে অশ্বারোহণ করিয়া সহজেই উপরে উঠিতে পারা যায়। দরবার গৃহের স্তম্ভরাজির শীর্ষদেশে বৃষভমূর্ত্তি তক্ষিত।

নরবৃষভ সাম্রাজ্যগর্ব্বী পারস্যের প্রতীক।

খ্‌ষায়র্ষ দারয়বহুষের দরবার গৃহ সংলগ্ন এক বিশাল ছাদসংযুক্ত বারান্দা (portico) নির্ম্মাণ করেন। বারান্দার স্তম্ভ দুইটি পক্ষ সংযুক্ত বৃষভমূর্ত্তির দ্বারা পরিশোভিত। প্রধান প্রবেশ দ্বারে, উঠিবার পথের দুই পার্শ্বেই, দুইটি অতিকায় পক্ষসমন্বিত বৃষভ মূর্ত্তি। বৃষভ দেহে, আসীরিয় পদ্ধতির অনুকরণে, শ্মশ্রুবহুল মানবমুখ সংযুক্ত। বৃষভ যুগলের উচ্চশির, বিস্তৃত পক্ষ, উর্দ্ধোত্থিত পুচ্ছ—কি অপূর্ব্ব তাহাদের গর্ব্বোদ্ধত ভঙ্গী! সাম্রাজ্যগর্ব্বী পারস্যের রাজসিক সত্ত্বা এই নরবৃষভের পরিকল্পনায় কি অপরূপ রূপেই না প্রকাশ পাইয়াছে! এই অনন্যপূর্ব্ব গৌরবদৃপ্ত ভাবের অভিব্যক্তিতে, এই তেজঃ ও প্রাণশক্তির উন্মেষেই, একিমিনিয় যুগের পারসীক শিল্পের বিশেষত্ব। ইহা বিদেশ হইতে আগত একটি কিম্ভূত-কিমাকার কাল্পনিক মূর্ত্তির শুধু মামুলি নক্সা হিসাবে প্রাণহীন অনুকরণ

মাত্র নয়। আসিরীয় পরিকল্পনার বিরাট নরবৃষভ ও নরসিংহ মূর্তিগুলি ইরাণীয় শিল্পে সৌম্য ও সুদর্শনরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আসুর শিল্পের 'প্রচণ্ড রূঢ়ভাব' ইরাণীয় শিল্পীর হাতে রূপায়িত হইয়াছিল স্থির ও সংযত আকারে। একিমিনিয় শিল্পের ওজোগুণের সম্পর্কে এ কথারও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

দারয়বহুষ্ সুসায় যে 'অপদান' নির্ম্মাণ করেন তাহা তাঁহার পৌত্র প্রথম আর্টাজেরিক্সিসের (অর্তক্ষত্র) রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ৪৬২—৪২৫) অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হয়। উহা পুনরায় নির্ম্মিত হয় দ্বিতীয় আর্টাজেরিক্সিসের নির্দ্দেশক্রমে।

পারস্য ভ্রমণকালে পার্সিপোলিসে দেওয়ালে ক্ষোদিত চিত্র শ্রেণী দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "মূর্ত্তিশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় দেরিয়ুস্ আছেন রাজছত্রতলে, আর তাঁর সম্মুখে বন্দী ও দাসেরা অর্ঘ্যবহন করে আনছে। পরবর্ত্তীকালে ইস্ফাহানের কোনো উজির এই শিলালেখ্য ভেঙ্গে বিদীর্ণ বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে (২৬)।" ইহাই চিরন্তন নিয়ম—একজন সযত্নে গড়িয়া তোলে, আর একজন তাহা ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

পার্সিপোলিসের প্রতি দারয়বহুষের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। তিনি তথায় এক বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপিত করিয়া বহুসহস্র 'চর্ম্মপত্রে', রূপালি ও সোনালি অক্ষরে লিখিত, ধর্ম্মগ্রন্থগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন। আলেক্সান্দর (সিকন্দর) রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করায় এই গ্রন্থগুলি সমস্তই ভস্মীভূত হয়। ম্যাসিদনের বিজয়ী বীর যুদ্ধ করিয়া জগৎজোড়া যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সত্যই এমন কিছু রাখিয়া যান

দারয়বহুষের গ্রন্থাগার।

(২৬) রবীন্দ্রনাথ, জাপানে পারস্যে। পৃঃ ১৪৮।

নাই যাহা 'এই পার্সিপোলিসের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তুলনায় হতে পারে।'

গ্রন্থসমূহতো কোনকালে নিঃশেষে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বাকী আছে শুধু পাথরের গায়ে খোদাই করা রাজকীয় লিপিমালা।

তখনকার কালের ভাষার সহিত পরিচয় লাভ করিবার একমাত্র উপায় কীলকাক্ষরে লিখিত ক্ষোদিত লেখনিচয়। ইহার ভাষার বৈশিষ্টের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার হিটাইটদিগের (Hittite) ন্যায় পারসীকেরাও কীলকাক্ষরের অনুবর্ত্তী চিহ্নদ্বারা তাহাদিগের

কীলকাক্ষর ও তৎকালীন পারসীক লিপি।

ইন্দো-ইউরোপীয় শ্রেণীর আর্য্যভাষার মাত্রাসমূহ (syllabary) রচনা করিয়াছিল। একিমিনিয় যুগে রাজকীয় লিপিসমূহ পারসীক, সুসীয় (এলামাইট), এবং আক্কাদিয় (ব্যাবিলোনিয়), এই তিনটি বিভিন্ন ভাষায় উৎকীর্ণ করা হইত। সরকারী লিপিরচনায় একত্রে এই তিন ভাষার ব্যবহার, কোথাও কোথাও একরূপ বাঁধা নিয়মে দাঁড়াইয়াছিল। কীলকাক্ষরে লিখিত হইলেও বিভিন্ন ভাষার লিপির মধ্যে পার্থক্য ছিল যথেষ্ট। পারসীকেরা নিজেদের সুবিধার জন্য, ইরাণীয় ভাষা লিখনার্থ, উপযুক্ত সংস্কার-সাধন করিয়া যে বর্ণমালা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কীলকাক্ষরের মধ্যে তাহাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সহজবোধ্য। ইহাতে প্রত্যেকটি চিহ্ন এক একটি বিভিন্ন বর্ণের স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইত। সুসীয় লিপিতে চিহ্নগুলি কোথাও এক একটি বিভিন্ন বর্ণ, কোথাও বা এক একটি বিভিন্ন শব্দ বুঝাইত। সর্ব্বাপেক্ষা জটিল ছিল ব্যাবিলোনিয়দিগের কীলক-লিপি। ইহাতে চিহ্নগুলি সংখ্যায় অধিক ছিল তো বটেই, আবার একই চিহ্ন অনেক সময় বিভিন্ন শব্দ দ্যোতনার্থ ব্যবহৃত হইত। তৃতীয়

অর্তক্ষত্রের অথবা অর্তক্ষ্ত্রের (তৃতীয় আর্টা জোরিক্সিসের) রাজত্বকালের পর কীলকাক্ষর অপ্রচলিত হইতে থাকে। রোমক সাম্রাজ্যের গোড়ার দিকেও ইহার ব্যবহার মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হইত। আরবগণ পারস্য বিজয় সমাধা করিলে ক্রমে আরবীয় লিপির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়।

একিমিনিয় প্রাসাদের বহিরাবয়ব পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ভিতরের গৃহসজ্জা কিরূপ ছিল তাহা জানিতে হইলে বাইবেলের প্রাচীন খণ্ডের শরণাপন্ন হইতে হইবে। বাইবেলে, বুক্ অফ্ ইস্থার্ নামক অধ্যায়ের ৬।৭ অনুচ্ছেদে যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে একিমিনিয় রাজপুরীর গৃহসজ্জার চিত্র আপনা হইতেই আমাদের কল্পনানেত্রে প্রতিভাত হয়।

দারয়বহুষের যুগে রাজপ্রাসাদের গৃহসজ্জা ও বিলাস বিভব।

শ্বেত ও নীল বর্ণের কারুকার্য্য সমন্বিত কার্পাস বস্ত্রের পর্দ্দাগুলি রূপার আংটা হইতে শ্বেত ও ধূমলবর্ণ রজ্জু সাহায্যে মর্ম্মর স্তম্ভগাত্রে ঝুলান রহিয়াছে। শ্বেত, হরিৎ, কৃষ্ণবর্ণ ও মুক্তাফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট গৃহকুট্টিমে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত সুখাসন সংস্থাপিত। বিভিন্ন আকৃতির সুবর্ণপাত্রে সুপেয় পানীয় আনীত হইতেছে, রাজপুরীতে আসবের অভাব নাই। সুরাপান পারসীকদিগের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল না। অসুর উপাসকদিগের মধ্যে সুরা অদেয়, অপেয়, অগ্রাহ্য না বিবেচিত হইবারই কথা।

দারয়বহুষ্ তাঁহার কোনও বন্ধুকে সিরিয়াজাত সুদুর্লভ উৎকৃষ্ট সুরা পাঠাইয়া নাকি লিখিয়াছিলেন, "ইহা পান করিবার সময় আমাকে স্মরণ করিও।" প্রথম অর্তক্ষত্রের একটি রৌপ্যময় পানপাত্র মাজেন্দারানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে রাজার নাম কীলকাক্ষরে লিখিত। ইঁহার রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৪৬৪ হইতে

সুরার ব্যবহার।

৪২৪ খৃঃ পূঃ অব্দ। বুক অফ ইস্থারে রৌপ্যময় পানপাত্রেরও উল্লেখ আছে। রাজপুরীর বিলাস সম্পদের এই বর্ণনা সমসাময়িক স্মৃতি নিষেবিত বাস্তব চিত্র বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। দারয়বহুষের সময়েও যে এ চিত্র অতিরঞ্জিত ছিল না এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। তাঁহার সেই গৌরবের যুগের কথা বিবেচনা করিলে বাইবেল গ্রন্থের এ বৃত্তান্ত মোটেই কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না। আর ইস্থার্ যাঁহার পরিণীতা পত্নী ছিলেন তাঁহাকে যদি প্রথম আর্তক্ষত্র বলিয়াই ধরা হয়, তাহা হইলেও ব্যবধান ঘটে মাত্র ২১৷২২ বৎসরের — ইহার মধ্যে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। অপর দিক দিয়া কুরুষ ও দারয়বহুষের রাজত্ব-কালের মধ্যে মাত্র ৮৷৯ বৎসরের ব্যবধান।

জেরিক্সিসের প্রাসাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য নিদর্শন।

এবার দারয়বহুষের উত্তরাধিকারী খ্যায়র্ষের স্থাপত্য কীর্ত্তির বিষয় কিছু উল্লেখ করিব। পার্সিপোলিসের অন্তর্গত “তখ্ত্-ই-জামশেদ্”-এ খ্ষায়র্ষের যে প্রাসাদ আছে, তাহাতে উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য্য নিদর্শনের মধ্যে দুই সারি মনুষ্যমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে,আর আছে সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত একটি বৃষভের বেশ সজীব ও বাস্তবতামূলক চিত্র। শেষোক্ত ভাস্কর্য্যে শিল্পীর অসাধারণ প্রতিভা ও অপূর্ব্ব কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ছত্রপতি সম্রাটের যে মূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিকল্পিত, তাহার মুখমণ্ডল পরবর্ত্তীকালের ধ্বংসকর্ম্মিগণ জোর করিয়া বিনষ্ট করিয়াছে, রক্ষা পাইয়াছে শুধু ছত্রধারীর মুখের আদ্‌রার কতকটুকু। পার্সিপোলিসের ভাস্কর্য্য নিদর্শনের মধ্যে রাজার সহিত যুদ্ধে নিরত, পক্ষবিশিষ্ট সিংহাকৃতি দণ্ডায়মান দানবের যে চিত্রটি রহিয়াছে, তাহার

গ্রীবাদেশ হিন্দু ভাস্কর্য্যে নরসিংহ মূর্ত্তির গ্রীবার সহিত কতকাংশে তুলনীয়।

এখানেও দেখা যায় যে, দুইধার হইতে পৃথক দুইটি সোপান শ্রেণী মঞ্চসদৃশ উচ্চ ভিত্তিভূমিতে আসিয়া ঠিক মুখামুখিভাবে সম্মিলিত হইয়াছে। সোপানের দুই পার্শ্বে যোদ্ধা, রাজন্যবর্গ ও অনুচর প্রভৃতির মূর্ত্তি ক্ষোদিত। ভিত্তিভূমির উপরেই প্রাসাদের প্রবেশ দ্বার; দ্বারের দুইপ্রান্তে আসীরিয় প্রথার অনুকরণে, দুইটি সপক্ষ বৃষভ-মূর্ত্তি তক্ষিত রহিয়াছে। সমুচ্চ মঞ্চের আদর্শে, উঁচু করিয়া গাঁথা ভিত্তিভূমির উপর যে, শ্রীসম্পন্ন বিশাল রাজপুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাও যে আসুস্থর (আসীরিয়) স্থাপত্যের অনুকৃতি পণ্ডিতগণ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

খ্ষায়র্ষের প্রাসাদের দ্বিসপ্ততি স্তম্ভের মধ্যে এখনও দ্বাদশটি বিদ্যমান। পার্সিপোলিসের ভগ্নপ্রাসাদে, প্রধান প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে পারসীক, এলামাইট ও ব্যাবিলোনিয় এই তিনটি বিভিন্ন ভাষায় যে লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ— "আমি মহারাজ রাজাধিরাজ খ্ষায়র্ষ (জেরিক্সিস্), একিমিনিয় রাজ দারয়বহুষের (দেরিয়ুসের) পুত্র: আমি বিশাল বিশ্বের অধিপতি; আমার রাজ্য বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ অধ্যুষিত দেশসমূহে বিস্তৃত। খ্ষায়র্ষ বলিতেছেন, অরমাজের (অহুরমজ্দার) অনুগ্রহে এই তোরণ নির্ম্মাণ করাইয়া সকল দেশের মানবের চিত্রাবলী উৎকীর্ণ করাইয়াছি।" চিত্রের বামদিকে অশ্বসজ্জিত রথ, সশস্ত্র যোদ্ধৃবর্গ ও রাজার শরীর-রক্ষিগণ; ইহারা সকলেই রণবাদ্যের তালে তালে যেন সদর্পে অগ্রসর হইতেছে। বামদিকের চিত্রাংশে, মধ্যে মধ্যে, সরভ্ অর্থাৎ সাইপ্রেস্ তরু সন্নিবেশিত করিয়া কতকগুলি

খ্ষায়র্ষের প্রাসাদলিপি।

ক্ষুদ্রতর বিভাগ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহারই মধ্যে নানা দিগ্দেশ হইতে আগত ভিন্ন ভাষাভাষী প্রজা, পারসীক সম্রাটের জন্য কত দুর্লভ উপহার সংগ্রহ করিয়া তৎসকাশে উপনীত হইয়াছে। চিত্রনিহিত ধানুকী, সাধারণ সৈনিক ও রাজভৃত্যগণের সুদীর্ঘ শ্রেণীসমূহের সীমাহীন প্রায় সমাবেশ কৌশলে, রাজার পরম সমৃদ্ধি ও গৌরবের সুস্পষ্ট ধারণা দর্শকের মনে স্বতঃই উপনীত হয়। সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাস্তবিকই ইহার তুলনা নাই, যদিও ভাস্কর্য্য উৎকর্ষ নির্ণয়-প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, পার্সিপোলিসের ক্ষোদিত চিত্রগুলি কোথাও নিনেভে'র (Nineveh) সমকক্ষ নয়।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যাহা কিছু আংশিকভাবে রক্ষা পাইয়াছে, শুধু তাহারই জন্য সেকালের বর্ধকী (sculptor) ও স্থপতিদিগকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে হয়।

সভাগৃহের প্রধান চত্বর হইতে প্রায় দ্বিতল সমান ঊর্দ্ধে দ্বিতীয় চত্বর অবস্থিত। এই চত্বরের গায়ে তিন সারি ক্ষোদিত চিত্র আছে। বামের সারিগুলিতে মহারাজার রক্ষী, রথী ও অশ্বারোহী সৈন্য প্রভৃতির এবং সম্মানার্হ সামন্তদিগের শোভা-যাত্রার চিত্র, আর ডাহিনে সাম্রাজ্যের নানা দেশের প্রজাবর্গের কর ও উপঢৌকন সামগ্রী আনয়নের চিত্র।

এ প্রসঙ্গে বোষ্টন ললিতকলার চিত্রশালায় (Boston Museum of Fine Arts) রক্ষিত একিমিনিয় যুগের জনৈক রক্ষীর প্রস্তর ক্ষোদিত অর্দ্ধাস্য (in profile) মুখাবয়ব ও স্কন্ধদেশের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তৎকালীন ভাস্কর্য্য শিল্পের ইহা একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত। ইহা মামুলী-ধরণের বাঁধা

বোষ্টন চিত্রশালায় একিমিনিয় রক্ষীর প্রস্তর ক্ষোদিত চিত্র।

ছাঁদের চিত্র মাত্র নহে। ওষ্ঠাধর ও চিবুকের দৃঢ়তায় রক্ষীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্রবল ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিরোভূষণ দেখিতে অনেকটা মুকুটের মত। কেশ ও শ্মশ্রু কুঞ্চিত, পশ্চাতের কেশভার অনেকটা বাববীর আকারে সাজান (২৭)।

দারয়বহুষ ও খ্ষায়র্ষের চিত্র।

খ্ষায়র্ষ ও দারয়বহুষের চিত্র নক্শ্-ই-রুস্তমের শেষভাগে যে ক্রুশ-আকৃতি সমাধিগহ্বর পর্ব্বতগাত্রে বিদ্যমান তাহারই দ্বারদেশে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উভয় মূর্ত্তিরই এক হস্তে ধনুক আর অপর হস্ত অহুরমজ্দার উদ্দেশ্যে নমস্কারের ভঙ্গীতে উত্তোলিত। সম্মুখের বেদীতে পবিত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে (২৮)।

প্রাচীন পারসীক কৃষ্টি।

সে যুগের পারসীকেরা তিনটি বিষয় বিশেষ করিয়া অনুশীলন করিতেন—ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহণ ও সত্যভাষণ। রাজাদের সময় কাটিত যুদ্ধবিগ্রহে ও মৃগয়ায়, তাই ধনুর্বিদ্যা চর্চ্চার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। একথা মনে রাখিলে সমাধিগাত্রেও কেন যে সম্রাটের ধনুষ্পানি মূর্ত্তি তক্ষিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অভিজাত সমাজ অশ্বারোহণবিলাসী না হইলে দারয়বহুষের লিপিতে তাঁহার রাজ্য যে বহুল অশ্বে সমৃদ্ধ এ কথার বিশেষ করিয়া উল্লেখ থাকিত না। সত্যভাষণের জন্য পারসীকেরা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। খৃঃ সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে, ইরাণ হইতে ভারতে আগত পারসীকেরা যখন সঞ্জরের রাজার নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনও

---

(২৭) A. U. Pope, Masterpieces of Persian Art. p. 26.

(২৮) প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৯।

তাঁহারা সগর্ব্বে তাঁহাদের বীরত্বের ও সত্যভাষণের কথা অবতারণা করিতে ছাড়েন নাই।

অবশ্য শুধু যুদ্ধ আর ধর্ম্ম-কর্ম্মই তখন জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল না। অভিজাতবংশীয় পারসীকেরা মৃগয়াব্যসনে বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। একিমিনিয় যুগ হইতেই আসীরিয় প্রথার অনুকরণে, প্রাচীরবেষ্টিত বিশাল উদ্যানে, বিভিন্ন বন্যজন্তু ছাড়িয়া দেওয়া হইত। রাজা ও কুমারপাদীয় উচ্চকুলজাত ব্যক্তিগণ এই সকল "ফির্দৌসে" আসিয়া শিকার করিতেন। তাঁহাদের খুব সখের শিকার ছিল অশ্বপৃষ্ঠে বন্যগর্দ্দভ অনুসরণ করা। পর পর বিভিন্ন অশ্বারোহী এই জন্তুগুলিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইত, এবং যতক্ষণ না সেগুলি একবারে অবসন্ন হইয়া শিকারীর কবলে না আসিয়া পড়িত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের আর বিরতি থাকিত না। মৃগয়ার তথা বন্যগর্দ্দভ শিকারের চিত্র পরবর্ত্তী পারসীক শিল্পে একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছিল।

মৃগয়া।

খ্‌যায়র্ষের আনুমানিক রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৫১৯ হইতে ৪৬৫ অব্দ। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রীক অভিযান অনুষ্ঠিত হয় খৃঃ পূঃ ৪৮১ অব্দে। থার্ম্মোপাইলী'র (Thermopylae) যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তিনি যে সালামিসের যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

খ্‌যায়র্ষের প্রাসাদ তো কবে ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু পার্সিপোলিসে প্রাপ্ত একটি লিপি এখনও তাঁহার জিঘাংসা বৃত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি যে পরধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন এবং দেবোপাসকদিগের মন্দির বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক দেবোপাসনা হইতে বিরত করিয়াছিলেন এবং একারণে যুদ্ধ

খ্‌যায়র্ষ কর্ত্তৃক দেবমন্দির, ধ্বংস।

ব্যাপারেও যে তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, পার্সিপোলিসের প্রস্তর লিপিতে একথা স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে (২৯)।

মনে হয় পারসীকেরা আর্য্য হইলেও বেদাচার-বহির্ভূত 'অন্যব্রত' অথবা 'অন্যকর্ম্মা'দিগের অন্তর্গত ছিলেন। ঋগ্বেদে, রুদ্র, "দেব" ও "অসুর" এই উভয় নামেই অভিহিত হইয়াছেন। বরুণদেবও অসুররূপে পরিচিত ছিলেন। আর্য্যেরা বোধ হয় ভারতীয় ও ইরাণীয় এই দুই শাখায় তখনও বিভক্ত হন নাই, পরে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগের—ভারতীয় আর্য্যদিগের—দেবতারা পরিকল্পিত হইয়াছিলেন অসুরবিদ্বেষীরূপে, আর পারসীকদিগের প্রধান দেবতা, অহুরমজ্‌দা (অসুর-মেধস্‌) 'অহুর' অর্থাৎ অসুর নামেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পারসীক ভাষায় 'দেব'-বাচক 'দিব্‌' শব্দ দানব অথবা দৈত্য-জ্ঞাপক। জরথুস্ত্রবাদী পারসীকেরা মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা দেবমন্দিরগুলি ভূমিসাৎ করিতেন (৩০)।

হয়তো এই সকল দেউল বিনষ্ট না হইলে পারস্য সাম্রাজ্যের অধিবাসী দেবোপাসকদিগের ধর্ম্মনীতি এবং তাহাদিগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যরীতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হইত। গর্ব্বোদ্ধত শক্তিমান মানবেরা, ধর্ম্মের নামে যে সকল নিষ্ঠুরতার ও অন্যায় আচরণের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের মৃত্যুর পরও উহার স্মৃতি সহজে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয় না।

তাই বলিয়া সোভিয়েট তন্ত্রবাদী জনৈক বিখ্যাত লেখকের উক্তি যে, 'ইতিহাস জনসাধারণের চক্ষের সমক্ষে ভাল অপেক্ষা

---

(২৯) S. Sen, op. cit., Persepolis Daiva Inscription, p. 151.

(৩০) Dhalla, Zoroastrian Theology, p. 151, ref. to in J. M. Chatterjee's Ethical Conceptions of the Gatha, p. 369.

মন্দ দিকটাই বড় করিয়া ধরিয়া দিয়াছে, এবং যাহা কিছু মন্দ তাহাই লক্ষ্য করিতে শিখাইয়া মানবমন অসৎকর্ম্মে প্ররোচিত করিয়াছে' (৩১) এযুগে যতই মুখরোচক বলিয়া বিবেচিত হউক না কেন, সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। লেখক প্রাক্-লেনিন যুগের ইতিহাসের কথা বলিয়াছেন ইহা ধরিয়া লইলেও বলিতে হইবে তাঁহার ঐ উক্তি অবাস্তব ও একদেশদর্শী। রাজসভার বেতনভোগী ইতিবৃত্তকারদিগের কথা অবশ্য পৃথক, কিন্তু সত্যসন্ধ ঐতিহাসিক মাত্রেই সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বত্রই চেষ্টা করিয়াছেন, মন্দকে মন্দ ও অন্যায়কে অন্যায় বলিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। মানব সমাজ যাঁহাদের মৃগয়াক্ষেত্র সেই সকল নিষ্ঠুর নরনায়কেরা আপন আপন প্রকৃতিবশেই পরিচালিত হইয়াছেন, ইতিহাসের শিক্ষা তাঁহাদিগের নিকট নিরর্থক ও নিস্ফল হইয়াছে। এরূপ না হইলে পঞ্চবিংশতি লক্ষ (৩২) সৈনিক ও নৌবহরস্থ নাবিকের সহায়তা সত্ত্বেও যে খ্যায়র্যকে গ্রীক যুদ্ধে ভাগ্যদেবীর প্রবল কষাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল তিনি পরমত অসহিষ্ণু হইয়া দেব-পূজকদিগকে নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতিত করিবেন কেন?

ইতিহাস ও সোভিয়েট মতবাদ।

৪৬৫ খৃঃ পূঃ অব্দে খ্যায়র্ষের রাজত্বের অবসান ঘটিলে যে তিনজন পর পর রাজত্ব করেন তাহার মধ্যে খ্যায়র্ষের পুত্র প্রথম আর্তক্ষত্র বা ঋতক্ষত্র (Artaxerexes I) খৃঃ পূঃ ৪৬৫ হইতে ৪২৫ পর্য্যন্ত সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। ইঁহার পর, যথাক্রমে দ্বিতীয় খ্যায়র্ষ (Xerexes II) খৃঃ পূঃ ৪২৫-৪২৪

আর্তকষত্র (আর্তক্ষত্র) ও পরবর্ত্তী রাজগণ।

(৩১) M. Gorky, Culture and the People, Allahabad Edition. P. 11.

(৩২) ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ ইহাই জেরিক্সিসের পারসীক বাহিনীর মোট সংখ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ও দ্বিতীয় দারয়বহুষ্ (Darius II) খৃঃ পূঃ ৪২৪-৪০৪ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শেষোক্তের পরবর্ত্তী নৃপতি দ্বিতীয় আর্তক্ষত্র বা ঋতক্ষত্র (Artaxerexes II) স্মরণ শক্তির প্রাখর্য-বশতঃ আর্টাজেরিক্সিস্ নেমন্ (Artaxerexes Mnemon) নামে অভিহিত হইতেন। প্লুটার্কের মতে তিনি ৬২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ডায়োডোরাস্ সিকুলাস্ কিন্তু তাঁহার রাজত্বকাল ৪৩ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ৯৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হয় (৩৩)। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকাল যে সুদীর্ঘ ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজত্বকাল দীর্ঘ হইলে কি হয়, নৈতিক অধঃপতনের প্রধান দুইটি কারণ, বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা, তখন রাজশক্তিকে প্রায় অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল। এই শ্রুতিধর দ্বিতীয় আর্তক্ষত্রের মোট পুত্রসংখ্যা ছিল কম করিয়া ১১৫ জন। ইহার মধ্যে বৈধপুত্র তিনজনের অধিক ছিল না। রাজার শুদ্ধান্ত তখন স্ত্রীজনে পরিপূর্ণ—কোথায় রহিল কুরুষের সেই পৌরুষ আর পত্নী-প্রেমের সেই একনিষ্ঠতা! যে দেরিয়ুস্ নামক পুত্রকে অর্তক্ষত্র স্নেহবশতঃ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন তাহারই লুব্ধদৃষ্টি নিপতিত হইল পিতারই একজন অন্তঃপুরিকার প্রতি। সে পিতার নিকট হইতে তাঁহার এই রূপলাবণ্যসম্পন্না উপপত্নীটিকে চাহিয়া বসিল। অর্তক্ষত্র তাহার এই নির্লজ্জ অভিলাষ পূর্ণ না করায় নরাধম পুত্র তাহার অপর পঞ্চাশৎ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল—উদ্দেশ্য বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া তাহার পথের কাঁটা সরাইয়া ফেলা। ষড়যন্ত্রের কথা দৈবক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িল, ধরা পড়িল সকলেই, রাজপুত্র বলিয়া কেহই রেহাই পাইল না। স্ত্রী-পুত্রসহ

(৩৩) ইহা প্লুটার্কেরই উক্তি। প্লুটার্কের জীবনী সংগ্রহে দ্বিতীয় আর্তক্ষত্রের একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

তাহারা সকলেই বধ্যভূমে প্রেরিত হইল। বৃদ্ধ সম্রাট গুপ্ত আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন বটে কিন্তু এতগুলি পুত্র-পৌত্র হারাইয়া তিনি নিদারুণ শোকে পীড়িত হইয়া পড়িলেন—এই পীড়াতেই তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল (৩৪)। কি বিষাক্ত আবহাওয়ায় জাতি ও রাজবংশের অধঃপতন ত্বরান্বিত হইয়াছিল তাহা একবার বুঝিয়া দেখুন।

দ্বিতীয় আর্তক্ষত্র (Artaxerexes II) হইতে আলেক্সান্দর কর্তৃক পরাভূত তৃতীয় দারয়বহুষ (Darius Codomanus) (খৃঃ পূঃ ৩৩৬—৩০০) পর্য্যন্ত যে চতুর্বিবংশতি বৎসরের ব্যবধান, তাহার মধ্যে দুইজন নরপতি, তৃতীয় আর্তক্ষত্র (Artaxerexes III) (খৃঃ পূঃ ৩৫৯—৩৩৮) ও আর্সেস (Arces খৃঃ পূঃ ৩৩৮—৩৩৬) পারস্যের রাজ সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। জাষ্টিনের ইতিহাসে দ্বিতীয় আর্তক্ষত্রের ঠিক পরবর্ত্তী রাজা, দারিয়ুস্ ওকাস্ (Darius Ochus) নামে উক্ত হইয়াছেন। ইনি ষড়যন্ত্রের ভয়ে নাকি আত্মীয়-স্বজনের অনেককেই হত্যা করিয়াছিলেন। তৃতীয় দারয়বহুষ্ এই রক্ত-পিপাসু নরপতির ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া বর্ণিত। কার্দুসাই (Cardusii) জাতির সহিত যুদ্ধে তিনি পারসীক সৈন্যদলের প্রতিনিধিরূপে বিপক্ষ পক্ষের প্রতিনিধিকে পরাস্ত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যশোলাভ করেন এবং ইহারই পুরস্কারস্বরূপ আর্মেনিয়ার শাসনকর্তৃপদে উন্নীত হন। ওকাস্-এর মৃত্যুর পর ইনিই সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজপদে মনোনীত হইয়া তৃতীয় দারয়বহুষ্ (Darius III) নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পিতার নাম আর্সামেস্ (৩৫)। দ্বিতীয় আর্তক্ষত্রের নিজের রাজত্বকাল (খৃঃ পূঃ ৪০৪—৩৫৮ বা ৩৫৯)

---

(৩৪) Justin, Eng translation by Rev. John Selby Watson. Bohn's edition. p. 89.

(৩৫) Justin, op. cit, p. 90.

৪৫।৪৬ বৎসরের কম নয়। প্রথম খ্‌ষায়র্ষের রাজত্বের প্রারম্ভ খৃঃ পূঃ ৪৮৫ অব্দ হইতে একিমিনিয় সাম্রাজ্যের অবসান হইতে ১৮৫ বৎসরের অধিক লাগে নাই।

একিমিনিয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ কি?

এত সত্বর বিশাল একিমিনিয় সাম্রাজ্য যে, কিরূপে ধ্বংসোন্মুখ হইল তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। দারয়বহুষের নৌবলের পরাভব এবং স্বল্পসংখ্যক এথিনীয় সৈন্যের থার্মোপাইলীতে জয়লাভ (খৃঃ পূঃ ৪৮০) এই উভয় ঘটনায় পারসীক শৌর্য্য কতকটা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। তাহার পর, দশ বৎসর যাইতে না যাইতেই, সালামিস্‌ ও প্লেটিয়া'র যুদ্ধে পারসীক নৌসেনা ও স্থলবাহিনী বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় এবং দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা বলিয়া গ্রীকদিগের খ্যাতি আরও বিস্তৃত হইতে থাকে। এই যুদ্ধের ফলে এক্ষণে বাল্‌কান্‌ (Balkan) উপদ্বীপ বলিয়া যাহা অভিহিত, তাহার সমগ্র অংশই পারসীক অধিকারচ্যুত না হইয়া পারে নাই। দ্বিতীয় আর্তক্ষত্র রাজপদে অভিষিক্ত হইলে পর, আনাটোলিয়ার "ক্ষত্রপ"রূপে (Satrap) নিয়োজিত, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুরুষ্‌ (Cyrus) নামক এক রাজকুমার, বলপ্রয়োগ করিয়া সিংহাসন অধিকারের উদ্দেশ্যে, শুল্কলভ্য (mercenary) গ্রীক যোদ্ধৃবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিয়া অগ্রজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

কুমার কুরুষের বিদ্রোহ ও দশসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন।

কুনাক্সা'র (Cunaxa-র) যুদ্ধক্ষেত্রে কুমার কুরুষ্‌ প্রাণ হারাইলে দশ সহস্র গ্রীক সৈন্য শত্রু-সঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হয়। ইহা খৃঃ পূঃ ৪০১ শতাব্দের কথা। ইতিহাসে ইহাই "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" (Retreat of the Ten Thousand) নামে প্রসিদ্ধ। টিসাফার্নেস্‌ (Tissapharnes) নামক পারসীক ক্ষত্রপ কর্ত্তৃক আহূত গ্রীক

অধিনায়কদিগকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক নিহত করা হইলে এই সৈন্যদল, ছত্রভঙ্গ না হইয়া, জেনোফনের অধিনায়কতায় অবাধে পশ্চিম এশিয়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জেনোফন প্রণীত "আনাবাসিস্" (Anabasis) গ্রন্থে এ ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। কৃষ্ণসাগর সান্নিধ্যে শৈলপৃষ্ঠ হইতে সমুদ্র দর্শন করিয়া গৃহাভিমুখ গ্রীকগণ অধীর হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন ও 'থালাস্সা', 'থালাস্সা' (Thalassa) (সমুদ্র, সমুদ্র) বলিয়া হর্ষাবেশে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সমুদ্র তাহাদিগের নিকট আনিয়াছিল মুক্তির বার্ত্তা বহন করিয়া। এই সৈনিকদিগের মধ্যে অনেকেই ছিল স্পার্টার অধিবাসী। এইরূপ নাট্যরস-সমাকুল বর্ণনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ঘটনার ফলে গ্রীকদিগের সাহস আরও বাড়িয়া যায়।

অন্তঃপুরিকাদিগের প্রভাব ও অধঃপতনের পূর্বাবস্থা।

প্লুটার্ক জন্মিয়াছিলেন জেনোফনের মৃত্যুর প্রায় ৪০৯ বৎসর পরে (৩৬)। কালের ব্যবধান যথেষ্ট থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়াই বিবেচিত। তাঁহার লেখনীমুখে দ্বিতীয় আর্তক্ষত্রের কথা যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মহানুভব কুরুষ (Cyrus the Great) প্রতিষ্ঠিত ইরাণীয় সাম্রাজ্যে তখন চারিদিক হইতে ঘুণ ধরিয়াছে। ইহার একটি প্রধান লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল রাজকার্য পরিচালনায় অন্তঃপুরিকাদিগের প্রভাবে। আলেক্সান্দর যখন পারসীক রাজ্য আক্রমণ করেন তখন উহার অবস্থা খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর অটোম্যান্ (তুর্কী) সাম্রাজ্যের অনুরূপ, যেন কোনও প্রকারে জোড়া তাড়া দিয়া টিকিয়া আছে। আর্তক্ষত্র (৩য়) ভাড়াটিয়া

(৩৬) জেনোফন (Xenophon) জীবিত ছিলেন—খৃঃ পূঃ ৪৪৪ হইতে ৩৫৯ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত এবং প্লুটার্কের (Plutarch) জীবদ্দশা আনুমানিক খৃঃ অঃ ৫০ হইতে ১২০ খৃঃ অঃ মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

সৈন্যের সাহায্যে নীলদের উপত্যকা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহা যেন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ প্রদীপ্তি (৩৭)। পারস্যের সহিত তুলনায় অতি সামান্য, বলিতে গেলে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যে ম্যাসিডন রাজ্য, তাহারই অধিপতি যে, কোনও দিন পারস্যের বিরুদ্ধে সমর অভিযান পরিচালনা করিবেন, তাহা কে ভাবিতে পারিয়াছিল ? আলেক্সান্দর যখন অসীম সাহসে, স্বকীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যালঘুত্বের কথা চিন্তামাত্র না করিয়া, পারস্য আক্রমণ করিলেন, তখন ইরাণীয় সাম্রাজ্য ধ্বসিয়া পড়িতেছে। তৃতীয় দারয়বহুষ্ কেবল নামেই সম্রাট, সামন্ত ও ক্ষত্রপেরা স্বেচ্ছাধীন, এবং সাম্রাজ্যের পশ্চিমভাগে বিদ্রোহানল সর্ব্বক্ষণই প্রজ্জ্বলিত।

খৃঃ পূঃ ৩৩৪ হইতে ৩৩০ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে "দেরিয়ুস্ কডোমানুষ" (Darius Codomanus) নামে অভিহিত তৃতীয় দারয়বহুষের বিশাল বাহিনী, মহাবীর আলেক্সান্দর কর্ত্তৃক গ্রাণিকস্ (Granicus), ইসাস্ (Issus), আর্বেলা (Arbela), ও ব্যাবিলন (Babylon) প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন যুদ্ধে, বারবার পরাজিত হইয়া বিধ্বস্ত প্রায় হয়, এবং ভাগ্যহীন পারস্যরাজ, সৈন্যসংগ্রহ করিয়া, আবার নূতন করিয়া যুদ্ধে ব্রতী হইবার পূর্ব্বেই, স্বপক্ষীয় লোকের হস্তে নিহত হন। সেই সঙ্গে একিমিনিয় গৌরব রবি চিরতরে অস্তমিত হয়।

একিমিনিয় রাজবংশের অবসান।

একিমিনিয় যুগের উত্তরাংশের ভাস্কর্য ও শিল্পকলার নিদর্শন স্বরূপ পারীনগরীর লুভ্র্ (Louvre) মিউজিয়মে রক্ষিত একটি স্থাপত্য অলঙ্কার বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ভাস্কর্যের সহিত ইরাণীয় ভাস্কর্য্যের তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে ইহার

(৩৭) Seton Lloyd, Twin Rivers, p. 86.

উল্লেখ অপরিহার্য্য। ইহা দ্বিতীয় আর্তকষ্ত্রের (Artaxer-exes 11-র) রাজত্বকালের একটি স্তম্ভশীর্ষ। ইহার পরিকল্পনায় কোন জটিলতা নাই—শুধু দুইটি সম্মুখার্দ্ধ মাত্র তক্ষিত বৃষভমূর্ত্তি বিপরীত দিকে খ ফিরাইয়া উপবিষ্ট। বোধ সৌকর্য্যার্থ ইহার একখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল।

লুভ্র্ চিত্রশালার একটি স্তম্ভশীর্ষ।

পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সহিত সুপরিচিত পারসীক লেখক মোহ্সেন মোগাদাম্ তাঁহার পারসীক শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধে, এই বাঁধাছাঁচ বা ঢঙ্টি (motif) পারস্যের মৌলিক সৃষ্টি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (৩৮)। এই স্তম্ভের দুই পার্শ্বে বৃন্তসমন্বিত পুষ্পের ন্যায়, দুই দুইটি করিয়া যে গোলাকৃতি নক্সা, পাথর কাটিয়া সুকৌশলে উৎকীর্ণ করা হইয়াছে, তাহা সাঞ্চি স্তূপ-বেষ্টনীর প্রবেশদ্বারের উপর প্রসাধক অলঙ্কার রূপে তক্ষিত একটি নক্সার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দ্বিতীয় আর্ত্তক্ষত্র (Artaxerexes Mnemon) তাঁহার পিতা দ্বিতীয় দারয়বহুষ্ বা দেরিয়ুস্ নোথানের (Darius Nothan-এর) মৃত্যুর পর ৪০৪ খৃঃ পূঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন সুতরাং এই স্তম্ভ শীর্ষটি সাঞ্চি ও ভারহুত স্থাপত্যের, যথাক্রমে দুইশত ও চারিশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে ভারহুতের বেষ্টনী ও অমরাবতীর স্তূপ নির্ম্মিত হইয়া ছিল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে, আর তাঁহাদের মতে সাঞ্চির পুরাতন বেষ্টনীর নির্ম্মাণ কাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। স্বর্গত ই, বি, হেভেল বলিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ১৭৪৬ হইতে পরবর্ত্তী ছয় শতাব্দীকালে, আর্য সংস্কৃতি যে মিশর,

(৩৮) L'art Persan, Messages d'Orient, Cahier-Persan, p. 101.

আসীরিয়া, ও ব্যাবিলোনিয়ার সহিত ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসিয়াছিল, সাঞ্চি ও ভারহুতের ভাস্কর্য তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে (৩৯) সুতরাং এই কলারসিক ইংরাজ মনীষী পারস্যের দিক হইতে এ জাতীয় অলঙ্করণের মৌলিকতার দাবী মানিয়া লইতে সম্মত ছিলেন না বলিয়াই বুঝা যায়। এ শিল্প পদ্ধতি যে মূখ্যতঃ পশ্চিম এশিয়ার সংস্কৃতি লব্ধ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দে কিম্বা খৃঃ প্রথম শতাব্দে পারস্যের শিল্পী ভারতবর্ষে আগমন করিয়া শিল্পকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন—এরূপ কোনও প্রমাণ বা প্রবাদ পাওয়া যায় না, পরন্তু পারস্যের পর্ব্বতগাত্রে পরবর্ত্তী সাসানীয় যুগের যে সকল বিপুলায়তন উদ্গত চিত্র (reliefs) তক্ষিত আছে সেগুলি যে ভারতীয় বর্দ্ধকীর হাতেরকাজ বলিয়া উক্ত হয় এ কথা রজার ফ্রাই (Roger Fry) নামক প্রথিত যশা পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের মুখেও শুনিতে পাই (৪০)। উত্তর দিকে অবস্থিত সিদিয়া হইতে যে শিল্পধারা পারস্যে আসিয়া পৌঁছে, তাহা জান্তবমূর্ত্তি গঠন পদ্ধতির নিয়ামক রূপেই কার্যকরী হইয়াছিল।

বিশেষজ্ঞের অভিমত

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী পত্রিকায় (৪১), একিমিনিয় ও ভারতীয় ভাস্কর্য্যের যে সুযুক্তিপূর্ণ তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে এই উভয়ের বৈসাদৃশ্য সুন্দর-ভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। শিল্প রীতি সম্পর্কে, উভয় দেশের ভাস্কর্য্যে, যে যে বিষয়ে বৈলক্ষণ্য প্রধানতঃ

ভারতীয় ভাস্কর্যের সহিত বৈসাদৃশ্য-প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

(৩৯) E. B. Havell, A handbook of Indian Art, p. 27.

(৪০) ***And Indian Sculptors are said to have been employed in the great reliefs carved on the rock faces". Introduction to an Illustrated Souvenier of the Exibition of Persian Art, London, 1931, p. XVIII.

(৪১) প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৯ পৃঃ ৩৩-৩৪।

দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা শ্রদ্ধেয় লেখকের মতানুসারণে নিম্নে বর্ণিত হইল—

(১) একিমিনিয় ভাস্কর্য্যে খোদাই অগভীর, ভারতীয় পদ্ধতিতে খোদাই গভীর ভাবেও করা হইয়া থাকে।

(২) একিমিনিয় যুগের প্রস্তর খোদিত চিত্রে অলঙ্কারের বিশেষ অভাব, এবং যাহা কিছু অলঙ্কার আছে তাহা ভারতের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত নয়। ভারতীয় ভাস্কর্য্যে অলঙ্কারপ্রাচুর্য্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(৩) বজ্রলেপ ভারতের বৈশিষ্ট্য, একিমিনিয় প্রস্তর খোদিত শিল্পে এরূপ 'পালিস্' প্রয়োগের চিহ্ন মাত্র নাই।

(৪) একিমিনিয় অলেখ্য মালা রচনায় ও সংস্থান পদ্ধতিতে, স্থানে স্থানে, ভারতীয় শিল্পের কৌশল অতিক্রম করিলেও উহা মূলতঃ মৌলিক নয়, অসীরিয় ও গ্রীক আলম্বনের (frieze-এর) অনুকরণেই পরিকল্পিত।

(৫) ভারতীয় ভাস্কর্য্যে স্ত্রী মূর্ত্তির অভাব দৃষ্ট হয় না, কিন্তু এগুলিতে, তৎপরিবর্ত্তে, সৈনিক বা যোদ্ধৃ পুরুষের প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হয়।

(৬) চিত্র নিহিত মূর্ত্তিগুলিতে প্রায় সকল স্থলেই অর্দ্ধাস্য চিত্র অর্থাৎ মুখ মণ্ডলের পার্শ্বচিত্র (profile) মাত্র দেখান হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। একিমিনিয় যুগের পারসীক শিল্পী যে পাথর পালিস্ করিতে জানিতেন এবং এ কার্যে যে যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত পালিস্ করা প্রস্তর খণ্ড হইতে! হের্টস্ ফেলড্ এরূপ পালিস্ করা মসৃণ প্রস্তর কৃষ্ণবর্ণ দর্পণের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

একিমিনিয় ক্ষোদিত চিত্রের যে পরিচয় ডাঃ হের্টস্ ফেলড্

কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেবী অনাহিতের মুর্ত্তি (৪২), এক শিরস্ত্রাণধারিণী রাজ্ঞীর প্রস্তরে উৎকীর্ণ আবক্ষ চিত্র, এবং রাজা ও রাণীর তূলিকা সম্ভূত প্রতিকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি যথাক্রমে নক্স-ই-রুস্তম্, সর্মাসাদ ও কুহ্-ই-খোজায় দৃষ্ট হয়। ভারতীয় ভাস্কর্য্যে স্ত্রী-মূর্ত্তি নানা আকারে, নানা স্থানে, যেরূপ অগণিত সংখ্যায় রূপায়িত হইয়াছে, তাহার তুলনায়, এই স্বল্প সংখ্যক চিত্র কয়টি মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। এই বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে ভারতীয় ও ইরাণীয় পদ্ধতি বিভিন্ন ধারায় স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মৌর্য্য শিল্পে একিমিনিয় উপাদানের কথা লইয়া কোনও কোনও লেখক যেন একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। মৌর্য্যযুগের

মৌর্য্য শিল্পে একিমিনিয় উপাদান বিষয়ে মতবাদ।

আরম্ভ খৃঃ পূঃ ৩২২ হইতে ধরা হইয়া থাকে। ইহার প্রায় দুইশত কি দুইশত দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই একিমিনিয় শিল্প শক্তি হারাইয়াছিল,কোনও বিদেশী শিল্প প্রভাবান্বিত করিবার মত বল আর তাহার ছিল না। অশোকের যুগে এ শিল্পধারা ভারতে আসিয়া পৌঁছান একরকম দুঃসাধ্য ছিলই বলিতে হয়।

অশোক-নিয়োজিত সুরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা যবনরাজ তুসাস্প, যবন অর্থাৎ গ্রীক বংশীয় বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন, পারসীক বলিয়া নয়। কান্দাহার, কাবুল, হিরাট ও বেলুচিস্তান (গেড্রোসিয়া) মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আর শুধু এই সকল প্রদেশে নয়, বাহ্লীক (বাল্খ) এবং সুগদা (সোগ্দিয়ানা) অর্থাৎ বোখারা অঞ্চলেও ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। মহানুভব দারয়বহুষের

(৪২) Herzfeld, Iran in the Ancient East, Plates CXXIV and CXXV। মনে হয় দেবী অনাহিতই পরবর্ত্তীকালে জোহ্রা (Zohra) নামে অভিহিতা হইয়াছেন।

রাজত্বকালে সিন্ধুপ্রদেশের যে অংশ পারস্যের বশ্যতা স্বীকার করিত, সেখানে এ যাবৎ কোনও একিমিনিয় শিল্প নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে পারসীক রাজ্যাধিকার কালাবাঘ হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে এবং সিন্ধুনদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত প্রদেশের অনেকখানি অংশে বিস্তৃত ছিল (৪৩)। রলিন্সন্ অনুমান করিয়াছেন (৪৪) যে, বৌদ্ধ গুহাগুলি একিমিনিয় সমাধি গহ্বরের অনুকরণেই নির্ম্মিত হইয়াছিল, আর সম্রাট অশোক তাঁহার অনুশাসনগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাক্-ই-বুস্তানে দারয়বহুযের বিদায়জ্ঞাপক (Valedictory) লিপি অনুসরণ করিয়া। মৌর্য্যদিগের সহিত একিমিনিয় সভ্যতার যোগাযোগ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য স্বয়ং তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় পারসীক স্থাপত্যের পরিচয় লাভ করার সুযোগও তাঁহার ঘটিয়াছিল। তক্ষশিলায়, অনুমান হয় পারসীক অধিকারেরই চিহ্নস্বরূপ, একটি মাত্র অগ্নি মন্দিরের ধ্বংস স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পারসীক স্থাপত্যে সমৃদ্ধ হইলে এই সুপ্রাচীন নগরীর ধ্বংশাবশেষ মধ্যে আরও অধিক সংখ্যক নিদর্শন প্রত্নানুসন্ধানকারিগণের গোচরীভূত হইত সন্দেহ নাই। এই স্বল্পমাত্র প্রমাণ হইতে একিমিনিয় প্রভাব অনুমান করা দুঃসাহসের পরিচায়ক। ধর্ম্মাশোকের প্রত্যেক অনুশাসনে তাঁহার আপন ব্যক্তিত্ব এরূপ সুপরিস্ফুট যে তাহার কোনটিই পারসীক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত বলিয়া ধারণা জন্মে না। কেবল দুই একটি বিদেশী শব্দের ব্যবহার হইতে অশোক যে একিমিনিয়দিগের লিপিরই

ধর্ম্মাশোক (খৃঃ পূঃ ২৭২-২৩২) ও পারসীক প্রভাব।

(৪৩) Vincent Smith's Early History of India, p. 38.
(৪৪) H. G. Rawlinson, India—A Short Cultural History, p. 89.

হুবহু অনুকরণ করিয়াছেন এ ধারণা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে মাত্র একখানি আর্মাইক (Armaic) লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রকার ভাষা ও হরফ, কীলকাক্ষর অপ্রচলিত হইলে পর, প্রাচীন পারসীক দিগের রাজসেরেস্তায় ব্যবহৃত হইত। লিপিখানি খণ্ডিত—ইহার প্রাপ্তিস্থান তক্ষশিলা। ইহার সম্পুর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। অক্ষরগুলির আকৃতির দিক দিয়া বিচার করিয়া এ লিপি খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দের অথবা তাহার পূর্ব্বকালের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহাতে একজন রাজা অথবা প্রধান ব্যক্তির নাম পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ বার্ণেট এই নামটি পাঠ করিয়াছিলেন "প্রবীররাজ" অথবা "প্রবীর রাজ"। এ, কাউলে (A. Cowlay) ইহা পাঠ করেন "পিদিদিশি" (PVIDDŚ) রূপে। এ পাঠও আনুমানিক (৪৫)। পরবর্ত্তীকালে ইহা "পিয়দসি" বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 'প্রিয়দর্শী' অশোকের রাজত্বের অবসান হয় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে, খৃঃ পূঃ ২৩২ অব্দে। সুতরাং কাউলের নিরূপিত সময় ধরিতে গেলে প্রায় অশীতি কিংবা এক শত বৎসরের ব্যবধান আসিয়া পড়ে। লিপিখানিতে সিডার কাষ্ঠ ও হস্তিদন্তে ক্ষোদিত কোনও স্মারক কারুকার্য্যের এবং প্রাগুক্ত রাজা ও তাঁহার পুত্রগণের এবং বহুবর্দ নামক কোনও ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে এমন কিছুই নাই যাহাতে পারসীক রাজ্যের সহিত প্রিরদর্শী অশোকের রাজনৈতিক সম্পর্ক অথবা তাঁহার আধিপত্য সূচিত হইয়াছে। আকারে প্রকারে ও অলঙ্করণে বৌদ্ধ চৈত্য-গুহাগুলি একিমিনিয় সমাধি গুহার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত নয়। স্থাপত্য শিল্পে পারসীক প্রভাবের অভিজ্ঞান বলিয়া পরিচিত ঘণ্টাকৃতি স্তম্ভশীর্ষের (Bell Capital-এর) উদ্ভব সম্বন্ধেও

(৪৫) J. R. A. S. (Lond.), 1915, pp. 340, 341, 343, 345 346.

মতভেদ রহিয়াছে। অবশ্য ভাস্কর্য্য শিল্পের দুই চারিটি বাঁধা ছাঁদ (motif) বিদেশ হইতে আসিয়া পৌঁছান অসম্ভব নয়। পারস্য হইতে, কিম্বা পারস্যের পথ দিয়া, কোনও কোনও প্রসাধক অলঙ্কার, স্বার্থবাহের মারফৎ কিম্বা পর্য্যাটক শ্রমণাদির উৎসাহে, যদি এ দেশে আসিয়া পৌঁছাইয়া থাকে, তাহাতে ভারতীয় শিল্পের জাতি নাশ হয় নাই এবং উহার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতাও অপগত হয় নাই।

পারসীক শিল্পী এ দেশে আসিয়া স্থাপত্য চিহ্ন রাখিয়া যান নাই তাহা বলিতেছি না। কিন্তু সে সব তো মুসলমান যুগের কথা। গুলবর্গার জামি মসজিদ পারসীক স্থপতির দ্বারাই নির্ম্মিত বটে এবং মহম্মদ গাওয়ানের মাদ্রাসা এবং দৌলতাবাদের চাঁদমিনার মুসলমান স্থাপত্যেরই নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত (৪৬)। মোগলেরা পারস্য হইতে চিত্রকর যে না আনাইয়াছিলেন তা নয়, কিন্তু মুস্লিম অধিকারের পূর্ব্বে, ভারতের কোনও স্থানে যে পারসীক স্থাপত্য অনুকৃত হইয়াছিল বা পারসীক শিল্পীদিগের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার উপযুক্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না মিলিলে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া এ কথা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। রলিন্সনের মতবাদ এই কারণে অবাধে গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয় না। রলিন্সন নিজ মতবাদের ভিত্তিস্বরূপ ডাঃ ডি, বি, স্পুনার রচিত 'ভারত ইতিহাসে জোরোয়াস্ত্রীয় যুগ' (Zoroastrian Period of Indian History) নামক নিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন (৪৭)। ইহা ১৯১৫ খৃঃ অব্দে লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল পৃঃ ৪০৫—৪৫৫। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর কোনও ভারতীয় সুধী,

(৪৬) Dr. Iswari Prosad, A short history of Muslim rule in India, p. 258.

(৪৭) H. G. Rawlinson, op. cit. p. 87.

মডার্ণ রিভিউ (Modern Review) পত্রিকায় (৪৮) ডাঃ স্পুনারের মত খণ্ডন করিয়া, বিবিধ প্রমাণ সম্বলিত, সুযুক্তি-পূর্ণ যে প্রতিবাদ প্রকাশিত করেন, ডাঃ স্পুনারের পক্ষ হইতে তাহার কোনও সদুত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ডাঃ এ ব্যারিডেল কীথ ও (৪৯) ডাঃ স্পুনারের মত খণ্ডন করিয়া উহা যে গ্রহণীয় নয় তাহা বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

একিমিনিয় নৃপতিগণ দূর দেশে যুদ্ধ যাত্রা ও সাম্রাজ্য বিস্তার লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহাদের রাজত্বকালে কারুশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সোনা, রূপা, ও ব্রোঞ্জ এই তিন ধাতুতে নির্ম্মিত জীব জন্তুর আকৃতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব মূর্তি, এবং শোভন অলঙ্কার যুক্ত তৈজস পত্রাদি ও গৃহ সজ্জার উপকরণ অদ্যাপি তাহার সক্ষ্য দিতেছে।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর একিমিনিয় ধাতব শিল্প।

খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী হইতে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত একিমিনিয় শিল্পীর গড়া যে সকল ধাতু নির্ম্মিত জন্তু-মূর্ত্তির নমুনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা অশ্ব হউক, মেষ হউক, ছাগ জাতীয় আই-বেক্স (ibex) হউক অথবা কাল্পনিক লুংমা হউক, সকলগুলিই শিল্পীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা শক্তিতে প্রাণবন্ত, কিন্তু এ যুগের শেষাংশে বাঁধা ছাঁচের প্রভাবে পড়িয়া এই প্রাণ স্পন্দন ক্রমেই তিরোহিত হইতে আরম্ভ করে। ডাঃ এফ্, আকারম্যান (F. Ackermann) কর্ত্তৃক সংগৃহীত খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর একটি তাম্রময় ছাগের উপবেশন ভঙ্গীতে এবং মুখ চক্ষুর ভাবে ও আকারে যে

(৪৮) Nimrod in Modern Review 1916, p. 372-376, 490-498, 597-600

(৪৯) J. R. A. S., 1916, pp. 138-143. "A Zoroastrian period of Indian History never existed nor indeed was any such existence to be expected," Ibid, p. 143.

অদ্ভুত সজীবতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষ বলিষ্ঠ শিল্প রীতিরই পরিচায়ক। এই একই শতাব্দীর ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি বৃষভের মস্তকেও পূর্ব্বোক্ত রীতির বৈশিষ্ট্য সমভাবেই বিদ্যমান। ইহা হইতেই এ অনুমান সঙ্গত বলিয়াই মনে হয় যে, একিমিনিয় যুগের মধ্যভাগে, এতদ্দেশীয় ধাতব শিল্পে, জীব জন্তুর পরিকল্পনা ও গঠনাদি সম্পর্কে কোনও প্রকার আধোগতি ঘটা দূরে থাকুক, আশ্চর্য্য উন্নতিই সংসাধিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীরই একটি রৌপ্যময় ঢালের উপর খোদাই করা চারিটি পুষ্পদল এবং সমসংখ্যক উপপত্র বিশিষ্ট একটি পুষ্পের নক্সা কারু শিল্পের দিক দিয়া বেশ সুশোভন বলিয়াই মনে হয়। এই পরিকল্পনাটির সম্পাদন (execution) ও উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। এ নমুনার কোন অংশেই ক্রমাবনতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না।

মধ্য এশিয়া ও শিল্প আদর্শের উপাদান।

কেহ কেহ মনে করেন মধ্য-এশিয়ার সমতল প্রদেশ হইতে কারু শিল্প সম্পর্কীয় যে সকল বাঁধা ছাঁচ (motif) ও অলঙ্করণ রীতি বিভিন্ন সময়ে পারস্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহারই অনেক কিছু গ্রহণ করিয়া পারস্যের শিল্প পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। এরূপ স্থলে লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত শিল্পের ইঙ্গিত বা উপাদান, সকল জাতিরই সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য, ইহাতে কোনও জাতিগত ঋণের আদান প্রদানের কথা উঠিতে পারে না।

পারসীক ধাতব শিল্পের অতীত ইতিহাস জানা থাকিলে একিমিনিয় কারু শিল্পের উৎকর্ষ বিস্ময় উদ্রেক করে না।

প্রাচীনতর শিল্পের সহিত জ্ঞাতিত্ব।

লুরিস্তানে আবিষ্কৃত শিল্প নিদর্শনের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে লুরিস্তান শিল্পের একটি মাত্র নমুনা, একখানি ব্রোঞ্জের তরবারি পঞ্জাবের অন্তর্গত রাজনপুরে আবিষ্কৃত

হইয়াছে। স্টুয়ার্ট পিগট্ ইহা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রকে সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ১৪০০ হইতে ১২০০ অব্দের মধ্যে নির্মিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (৫০)। পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্রের আদি-পরিকল্পনার অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেহ কেহ একিমিনিয় শীলে (seal-এ) উৎকীর্ণ চিত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ এ, ইউ, পোপ হিসারে (আধুনিক দামাঘান্-এ) প্রাপ্ত অনুমানিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার একটি ক্ষুদ্র কপোত মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়া উহার অপূর্ব্ব সম্পাদন কৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন (৫১)। শীলে নিহিত চিত্রাদি দেখিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে, স্মারক ভাস্কর্য্য (monumental sculpture) পর্য্যায়ের মহান পরিকল্পনাতেই হউক, কিম্বা প্রসাধক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকৃতি ক্ষোদিত চিত্রেই হউক, একিমিনিয় শিল্পীর রচনায় শক্তিমত্তা, গতিবেগ ও স্থৈর্য্য, প্রয়োজনানুসারে, সুকৌশলে রূপায়িত হইয়াছে, এবং সারল্য, স্থান বিশেষে উচ্ছ্বলতায় পর্য্যবসিত হইলেও সুষ্ঠু শিষ্টাচার বিধি এ শিল্পে কোথাও লঙ্ঘিত হয় নাই। পূর্ব্বাগত শিল্পধারার সহিত যোগাযোগ না থাকিলে, একিমিনিয় শিল্প শুধু আপনাতেই বিকশিত হইয়া এরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিত না।

আধুনিক পারসীক কবিতায় একিমিনিয় গৌরব।

শাহনামার যুগে, ঐতিহাসিক জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা হেতু, ফিরদৌসি একিমিনিয় সম্রাটদিগের কোনও উল্লেখ না করিলেও, আধুনিক পারসীক কবিতায় এ অভাব অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছে (৫২)। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কবি আমিরী তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতে (National Anthem-এ) মহানুভব সাইরাস্কে অমররূপে কল্পনা করিয়া প্রভাত পবনকে

(৫০) Prehistoric India, p. 236.
(৫১) A. U. Pope, Masterpieces of Parsian Art. p. 3.
(৫২) M. Ishaque, Modern Persian Poetry, pp. 150, 151, 151.

দৌত্যে বরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সহানুভূতিহীনতার জন্য অনুযোগ করিয়া, পবন-দূতকে সাইরাস্ সকাশে জানাইতে বলিয়াছেন যে, দুর্দ্দশার দিনে তিনি স্বদেশের প্রতি এরূপ বিমুখ কেন? ফারুখী নামক অপর একজন আধুনিক কবি মাতৃভূমির মর্য্যাদা, প্রতীচ্যের দুইটি শক্তিশালী জাতির দ্বারা পদদলিত হইতেছে দেখিয়া, দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন "এই কি সেই ইরাণ যাহা কাইকাউস্ ও দারিয়ূসের বিশ্রামস্থান, যেখানে সাইরাস্ তাঁহার শান্তিময় আবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাহা এখনও জাল রুস্তম প্রভৃতি বীর-বৃন্দের স্বদেশ বলিয়া পরিচিত?" কবি পুর্-ই-দাবুদ্ তাঁহার "ইরাণবাসী! ইরাণবাসী!" শীর্ষক কবিতায় শুধু কাইখস্রু, আদেশীর, ক্যামবাইসেস্ ও সাইরাস্ প্রভৃতির কথা স্মরণ করেন নাই, দেশাত্মবোধ উদ্রিক্ত করিয়া, তিনি প্রাচীন যুগের জয়দৃপ্ত সেনাবাহিনীর ও সুবিখ্যাত নৃপতিগণের কথা তো উল্লেখ করিয়াছেনই, এমনকি পৌরাণিক পিশ্‌দাদীয় বংশের কীর্ত্তি কথাও সগৌরবে ঘোষণা করিতে ছাড়েন নাই। কবি, গৌরবদৃপ্ত অজেয় বীরবৃন্দ ও অপূর্ব্ব বৈভব সমন্বিত নৃপতিগণের যশোগানে রত হইয়া, ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। মহাকবি ফিরদৌসির অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আধুনিক যুগের পারসীক কবিবৃন্দ যে, অনুকল্পে অনেকাংশে ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই মানিয়া লইতে হয়।

পারস্যে গ্রীক অধিকার কাল।

(খৃঃ পূঃ ৩৩৪ হইতে খৃঃ পূঃ ১২৯)

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক রচিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আলেক্সান্দরের বিজয়-অভিযান বিশদ ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইলেও ইরাণে, তথা মধ্য-প্রাচীতে (Middle East-এ), উহা প্রায় বিস্মৃতির গর্ভেই বিলীন হইয়াছে, শুধু রক্ষা পাইয়াছে নাম টুকু, সিকন্দর রূপে রূপান্তরিত হইয়া। ভারতীয়েরা আলেক্সান্দরের নাম খুব সম্ভবতঃ "অলিক সুন্দর" রূপেই পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোকের দ্বিতীয় অনুশাসনে এই নামধারী এপিরাস্‌রাজ "অলিকসুন্দর" বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন।

আলেক্সান্দরের প্রাচ্য অভিষান।

যে বীরশ্রেষ্ঠ, নিজ অলোকসামান্য শৌর্য্যে, পশ্চিমে মিশর দেশ ও প্যালেস্টাইন হইতে পূর্ব্বে পঞ্জাবের বিপাশা (Hyphasis) নদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অচিরে পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার সে বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তিকাহিনী মুসলমানযুগের ইতিকথায় যে রূপকথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, শাহনামা, সিকন্দরনামা প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ পারসীক শিল্পে ও সাহিত্যে, আলেক্সান্দর একটি ছোট-খাট পয়গম্বররূপে পরিকল্পিত হইয়া, খাজাখিজিরের (১) নিম্নেই স্থান পাইয়াছেন।

এই সকল ইতিকথার বর্ণনা মতে আলেক্সান্দর ও কোরাণোক্ত ধূলকার্ণেন (জুলকার্ণেন) অভিন্ন, তাই পারসীক চিত্রকরও এই মতবাদের সমর্থনকল্পে ধূলকার্ণেনের বর্ণনা অনুযায়ী সিকন্দর (আলেক্সান্দরকেও) দ্বি-শৃঙ্গরূপে কল্পনা

আলেক্সান্দর ও ধূলকার্ণেন।

(১) খাজা খিজির ও পয়গম্বর ইলিয়াস্ (Eliza) অভিন্ন বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকেন।

করিয়াছেন (২)। মুসলমানযুগের পারসীক চিত্রে দেখা যায় যে, আলেক্সান্দরের ললাট দেশ হইতে দুইটি বক্রাকৃতি শৃঙ্গ দুইদিকে উঠিয়া বিবৃদ্ধ শশিকলার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

খৃঃ পূঃ ৩১৪ অব্দে আলেক্সান্দর হেলেস্পণ্ট (দার্দ্দানেল্‌স্) পার হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হন। গ্রানিকাস্ (Granicus) উত্তীর্ণ হইবার সময় পারসীকদিগের সহিত তাঁহার খণ্ডযুদ্ধ হয়। তখন হইতে কোন যুদ্ধেই পারসীক সম্রাটের সৈন্যদল জয়লাভ করিতে পারে নাই। পারস্যের বিপুল বাহিনী ৩৩৩ খৃঃ পূঃ অব্দে ইসাস্ (Issus)-এর যুদ্ধে পলায়নপর হইলে গ্রীক চমূ পারসীক স্কন্ধাবার অধিকার করে, এবং রাজ্ঞী, রাজমাতা ও তৃতীয় দারয়বহুষ্-এর (Darius Codomanus-এর) সন্তানগণ, মতান্তরে তাঁহার দুইটি কন্যা, শত্রুহস্তে নিপতিত হন। তৃতীয় যুদ্ধের প্রাক্‌কালে আলেকক্সান্দর গ্রীক সৈনিকদিগকে, রাজকীয় পারসীক যোদ্ধাদিগের দেহের বর্ণ, তাহাদিগের দীর্ঘ অবয়ব এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত রণসজ্জার আড়ম্বর দেখিয়া ভীত বা সন্ত্রস্ত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন পূর্ব্বে দুইবার যাহারা পরাজিত হইয়াছে এবারেও তাহারা জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। মাথাপিছু ধরিলে পারসীক সৈন্য সংখ্যায় অধিক হইতে পারে বটে, তবে 'মানুষ' তাঁহার নিজের সৈন্য দলেই অধিক।

পারসীক বাহিনীর পরাজয়।

---

(২) আলেক্সান্দর কোনও ধর্ম্ম কিম্বা দার্শনিক মত প্রচার করেন নাই। তাঁহার ছিল শুধু তরবারির শক্তি। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ধূলকার্নেন ও ঋষি জরথুষ্ট্র অভিন্ন ছিলেন এইরূপই অনুমান করিয়াছেন (Ethical Conceptions of the Gatha, p. 175)। আবার ধূলকার্নেন নামে কুরুষ (Cyrus)-ই সূচিত হইয়াছেন একথাও মতান্তরে উক্ত হইয়াছে। অধ্যাপক সামসুল হক্ সাহেবের নিকট অবগত হইয়াছি যে মাননীয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নিজ সম্পাদিত কোরান গ্রন্থে শেষোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।

লুণ্ঠনের দিক দিয়া সোনা রূপার দ্রব্য ভাল বটে, কিন্তু যুদ্ধ জয় হয় ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য হইতে নয়, তরবারির শক্তি হইতেই (৩)। আলেক্সান্দর নাকি তৃতীয় দারয়বহুষ্‌কে জানাইয়াছিলেন যে, তোমার মাতা, পত্নী ও সন্তানগণের মুক্তি এবং অপর যাহা কিছু তোমার অভিলাষ হয়, তাহা তোমার সর্ব্বস্বের অধিকারী আমার নিকট হইতে অনায়াসেই চাহিয়া লইতে পার। ভবিষ্যতে আর আমাকে সমকক্ষজ্ঞান করিও না, এসিয়ার রাজাধিরাজরূপেই সম্বোধন করিও, আর এখনও যদি রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ করিতে চাও, তাহা হইলে আর পলায়ন করিও না। আমি যুদ্ধদান করিতে প্রস্তুত। যেখানেই থাকনা কেন, সেইখানেই উপস্থিত হইব। এ উক্তি যে শুধু বাহ্বাস্ফোট নহে, পারসীকরাজ ও হয়তো তাহা বুঝিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহাতে ঘটনাস্রোত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কথিত আছে যে দারয়বহুষ্‌ আরও দুইবার আলেক্সান্দরের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, একবার শুল্ক প্রদান সর্ত্তে যুদ্ধ বন্দীদিগের মুক্তি প্রার্থনা করিয়া, আর একবার শান্তির বিনিময়ে তাঁহাকে রাজ্যের কিয়দংশ এবং আপনার একটি কন্যাকে দান করিতে স্বীকৃত হইয়া। আলেক্সান্দর উভয় প্রার্থনাই প্রত্যাখান করেন সুতরাং দারয়বহুষের শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না (৪)। এই যুদ্ধই গগামেলার যুদ্ধ নামে বিখ্যাত।

গগামেলার যুদ্ধ।

তৃতীয় দারয়বহুষ্‌ (খৃঃ পূঃ ৩৩৫—৩৩০) যে গগামেলার যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন ইহা সত্য কথা। এ যুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বাক্‌ত্রীয়ার ও সুগদার ক্ষত্রপ বেসুস্ (Bessus) ও আরাকোসিয়ার (কান্দাহারের) ক্ষত্রপ বার্সাঅন্তেস্। যুদ্ধান্তে বিশ্বাসঘাতক বেসুস্ আশ্রয়বিহীন

তৃতীয় দারয়বহুষের মৃত্যু ও কৃতঘ্ন বেসুসের শাস্তি।

(৩) Justin, op. cit., p. 101.
(৪) Ibid, p. 104.

দারয়বহুষ্‌কে নিহত করিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতি হইবার দুরাশায় আপনাকে চতুর্থ দারয়বহুষ্‌, মতান্তরে চতুর্থ আর্তক্ষত্র (Artaxerexes) বলিয়া প্রচার করেন এবং আলেক্সান্দর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে নিহত করা হয়। এ ক্ষেত্রে কৃতঘ্নতার ফল হাতে হাতেই ফলিয়াছিল। বেসুসের সেনানীদিগের মধ্যে সিসি কোট্টাস্ নামক একজন ভারতীয় ছিলেন, তিনি পরে আলেক্সান্দরের সৈন্যদলে যোগ দেন (৫)। একিমিনিয় শাসনাধীনে তখন পর্য্যন্ত যে ভারতের সহিত যোগ সূত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল ক্ষত্রপ বেসুসের সৈন্যদলে সিসি কোট্টাসের নিয়োগ ইহাই প্রমাণিত করিতেছে।

আলেক্সান্দারের পারস্য বিজয়।

সিকন্দর (Alexander) যুদ্ধ জয় করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, বন্দিনী রাজান্তঃপুরিকারা জানিতে পারেন যে, গ্রীক সেনাধিনায়ক শুধু জয়লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পারস্যরাজের অঙ্গত্রাণ ও ঢালটিও সঙ্গে আনিয়াছেন। যুদ্ধে সম্রাটের দেহান্ত ঘটিয়াছে এইরূপ অনুমান করিয়া শোকার্ত্তা পারসীক রমণীগণ বিলাপ করিতে থাকিলে, আলেক্সান্দর তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করার জন্য তখনই বলিয়া পাঠান যে, সম্রাট দারয়বহুষ্‌ জীবিত ও সুস্থ আছেন; যুদ্ধে পারসীকেরা জয়লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। তিনি আদেশ দিয়াছেন যে, রাজমহিষী ও অপর শুদ্ধান্তঃপুরিকাদিগের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। পারসীক রাজ্ঞী স্টাটিরা (Statira) তৎকালে রূপসীশ্রেষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আলেক্সান্দরের হস্তে তাঁহার পদগৌরবের কিম্বা নারীত্বের মর্য্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

(৫) শ্রীযুক্ত ননীমাধব চৌধুরী মহাশয় সিসি কোট্টাস্ নামটি শশীগুপ্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এ অনুমান সর্ব্বাংশে সমর্থনযোগ্য।

দারয়বহুষের প্রতি আলেক্সান্দরের কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না সত্য, কিন্তু তখনকার কালের রীতিনীতির মাপকাঠিতে তাঁহার এ ব্যবহার যে কিরূপ সদয় ও মহানুভবতাপূর্ণ তাহা আর বলিবার নয়। সমসাময়িকগণকে ইহা সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। জাষ্টিন লিখিয়াছেন পারস্যের রাজমহিষী বন্দিনী অবস্থায় গর্ভস্রাব হেতু দেহত্যাগ করেন। তাঁহার নাম জাষ্টিনের গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। রাজকন্যার নামই স্টাটিরা (Statira) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভারত অভিযানের পর ব্যাবিলনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আলেক্সান্দর নাকি এই কন্যাটিকে বিবাহ করেন (৬)।

৩৩১ খৃঃ পূঃ অব্দে, গ্রীক সাদিসৈন্য, পারসীকদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং ৩৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে পার্সিপোলিস্ গ্রীক অধিকারে আইসে। এখানে আলেক্সান্দর চারিমাসকাল বাস করিয়াছিলেন।

পার্সিপোলিসে অবস্থানকালে আলেক্সান্দর নর্ম্মসঙ্গীগের সহিত পানোন্মত্ত অবস্থায়, থাইস্ (Thais) নামক প্রসিদ্ধ রূপাজীবার প্ররোচনায়, স্বহস্তে দেউটি গ্রহণ করিয়া, সুগন্ধি সিডার (Ceder) কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করেন (৭)। কিন্তু ধ্বংসলীলা অধিক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই নাকি তাঁহার জ্ঞানোদয় হয় এবং তিনি সে অগ্নি নাকি নির্ব্বাপিত করাইয়া দেন। হের্টসফেল্‌ড্‌ প্রমুখ আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে পার্সিপোলিসের প্রাসাদনিচয় সিকন্দরের অভিযানকালেই যে অগ্নিপ্রয়োগে ধ্বংস করা হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। খিলান

পার্সিপোলিসে অগ্নিসংযোগ।

(৬) Justin, op. cit., p. 115.

(৭) কবি ড্রাইডেন রচিত Alexander's Feast নামক কবিতায় এ ঘটনার উল্লেখ আছে। "Like another Helen fired another Troy" পংক্তিটি স্বভাবতঃই স্মরণপথে উদিত হয়।

তৈয়ারীর কৌশল তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই তাই অনুমিত হইয়াছে যে এ সকল প্রাসাদের ছাদও ছিল দারুবিনির্ম্মিত এবং যে সকল অংশ অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই তাহাও ভাঙ্গিয়া নষ্ট করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, পার্সিপোলিস্ দর্শনকালে, 'দেওয়ালে ও থামের পাথরে' 'আগুনের চিহ্ন' যথেষ্ট বিদ্যমান থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (৮), তাই অগ্নিকাণ্ড যে অল্পেতেই শেষ হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস হয় না। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে আলেকজাণ্ডার একিমিনিয় সম্রাটদের পারস্যকে লণ্ডভণ্ড করিয়া গিয়াছেন (৯)।

তৃতীয় দারয়বহুষের মৃত্যু, ইতিকথা ও ইতিহাস।

কথিত আছে তৃতীয় দারয়বহুষের সহিত আলেক্সান্দরের যখন চাক্ষুষ হয় তখন পারস্য সম্রাট মরণোন্মুখ এবং ষড়যন্ত্রকারী কৃতঘ্ন বেস্সের অনুচরদিগের ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া প্রাণহীনবোধে পরিত্যক্ত। ইতিকথার আখ্যানমতে দারয়বহুষ্ নাকি বিজেতাকে তাঁহার স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশ করার জন্য অর্দ্ধোচ্চারিত কয়েকটি কথায় তাঁহার কৃতজ্ঞতা জানাইয়াই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং আলেক্সান্দর ঝটিতি তাঁহার নিজ প্রাবরণ (cloak) অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া মৃতদেহের আবরণরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রামাণিক ইতিহাসে দেখিতে পাই যে আলেক্সান্দর ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দারিয়ুস্ (তৃতীয় দারয়বহুষ্) দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তবে শেষ মুহূর্ত্তে কোনও গ্রীক সৈনিক নির্ঝর হইতে জল আহরণ করিয়া তাঁহার শুষ্ককণ্ঠ সিক্ত করিয়াছিল।

জাষ্টিনের গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে (১০) আলেক্সান্দর দারয়বহুষের রাজোচিত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ারই ব্যবস্থা

(৮) প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৯, পৃঃ ১৩২। (৯) জাপানে পারস্যে, পৃঃ, ১৪৮।
(১০) Justion, op. cit., p. 122.

করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দেহাবশেষ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের সমাধি স্থানেই প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি বন্দিনী পারসীক রাজের জননীকে সসম্মানে মাতৃবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত জেতার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ যে পুত্রের ন্যায়ই আচরণ করিতেন, একথা অবিশ্বাস করার কারণ দেখা যায় না। আলেক্সান্দর প্রাণ হারাইলে পারসীক রাজমাতা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শুধু মহানুভব শত্রুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বা স্নেহাধিক্যবশতঃ নয়, আলেক্সান্দরের পরবর্ত্তী অপর কোনও গ্রীক অধিনায়ক হয়তো এভাবে তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না, ইহাই তাঁহার স্বেচ্ছায় দেহত্যাগের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুসা ও পার্সিপোলিস্ অধিকার ফলে বহু ধনরত্ন আলেক্সান্দরের হস্তগত হয় এবং খ্যায়র্ষের (Xerexes-এর) রাজত্বকালে এথেন্স হইতে আনীত হার্মোডিয়স্ (Harmodius) ও আরিষ্টজিটন্ (Aristogiton) নামক দুইজন দেশপ্রেমিক যুবকের মূর্ত্তি পুনরায় স্বস্থানে প্রেরিত হয়। এই অভিযানকালে পারস্যে সংস্থাপিত একটি নগরের আলেকজাণ্ড্রিয়া নামকরণ করা হয় বিজয়ী আলেকক্সান্দরের নিজের নামানুসারে, আর বাক্ত্রীয়াও সোগ্দীয়দিগের দেশে তিনি আরও দ্বাদশটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন (১১); ইহা ব্যতীত গঠনমূলক অপর কিছু যে বিজিত পারস্য গ্রীক সভ্যতার নিদর্শনরূপে লাভ করিয়াছিল সে কথা জানা যায় নাই। পারস্যের শিল্পোন্নোতির সহিত এই অভিযানের যে বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল এরূপ মনে করারও কারণ দেখা যায় না। আলেক্সান্দর বিজিত দেশের আচার, নিয়ম ও প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেন না। বিজিত জাতির পূর্ব্বসংস্কৃতি বজায় রাখাই ছিল তাঁহার

---

(১১) Justin, op. cit., p. 110.

সাম্রাজ্যবাদের মূলভিত্তি। অক্সাইনেস্ (Oxines) নামক জনৈক ইরাণীয় ক্ষত্রপ (Satrap) যে, কবর-ই-জরথুস্ত অপবিত্রীকরণ এবং পূর্ব্বতন রাজাদিগের সমাধি সৌধ ও মন্দিরাদি ভগ্ন করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আলেকক্সান্দরের আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন এ কথা সত্য বলিয়াই জানা গিয়াছে (১২)। পারস্যে অবস্থানকালে আলেক্সান্দর নাকি সাময়িকভাবে পারসীক বেশভূষাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়াভিযান সাফল্য-মণ্ডিত হইলেও তাহাতে পারস্যের পূর্ব্বাগত শিল্পধারা যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, এইরূপই বিশ্বাস জন্মে।

পারসীক জাত্যভিমান পরবর্ত্তীকালে এ পরাজয় যে বিদেশীর হস্তে ঘটিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে সম্মত হয় নাই। প্রাচীন ইতিকথা অবলম্বনে মুসলমান যুগে যে মহাকাব্য রচিত হয়, সেই শাহনামা গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আলেক্সান্দরের জননী তদানীন্তন পারস্যরাজ দরাবের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন এবং গুর্ব্বিণী অবস্থায় স্বামিপরিত্যক্তা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া যান। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই নবজাত রাজকুমার স্বীয় মাতামহ ফিল্কাউস্ (ম্যাসিডন রাজ ফিলিপ্) কর্ত্তৃক নিজপুত্র রূপেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাই বীরশ্রেষ্ঠ আলেক্সান্দর ও তৃতীয় দারয়বহুষ্ প্রতিদন্দ্বী হইলেও পরস্পরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, সুতরাং পারসীকেরা সে যুগে যদি পরাজিতই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে পরাজয় ঘটিয়াছিল তাহাদিগেরই পূর্ব্বতন সম্রাটের ঔরসজাতপুত্রের নিকট। ইতিহাসবিহীন দেশে এই অলীক কাহিনী যে, জনসমাজে পারসীক শৌর্য্যের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

পারসীক ইতিকথায় আলেক্সান্দর।

(১২) Herzfeld, Iran in the Ancient East. p. 306.

আনুমানিক ১১৯২ খৃঃ অব্দে রচিত পারসীক কবি নিজামীর "খাম্‌সা" নামক কাব্য পঞ্চকের দ্বিতীয় গ্রন্থ সিকন্দরনামায়, আলেকজান্দরের তথাকথিত জীবনবৃত্ত এবং তাঁহার জ্ঞানান্বেষণের ও ধর্ম্মজীবনের কাহিনী, নিছক কবি-কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে আছে শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের কথা, আর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলেক্সান্দরকে দেখান হইয়াছে ঋষি ও ভবিষ্যদ্বক্তারূপে। নিজামীর কাব্যের আলেক্সান্দর পারস্যাধিপতি। তিনি নাকি অ্যারিষ্টট্‌ল্‌ (Aristotle), অ্যাপলোনিয়াস্‌ (Apollonius), সক্রেতিস্‌ (Socrates), প্লাতোন্‌ (Plato) প্রভৃতি সপ্ত জ্ঞান-বৃদ্ধের (১৩) নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুস্লিম ইরাণে, মধ্যযুগের ক্ষুদ্রক চিত্রে, দার্শনিক সমাগমের এই কল্পনাপ্রসূত ঘটনাটি বহুবার চিত্রিত হইয়াছে। তৈমুরের তৃতীয় পুত্র মিরণসাহের বংশজাত সুলতান আলি মির্জ্জা বার্লাসের একখানি সচিত্র নিজামী পুঁথিতে (British Museum, Or. Ms. 6810), ৯০০ হিজিরাব্দে (১৪৯৪-১৪৯৫ খৃঃ অব্দে) সম্ভবতঃ আকামিরক্‌ (আগামিরেক) কর্ত্তৃক অঙ্কিত একখানি চিত্রে সিকন্দর সপ্তর্ষি বেষ্টিতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন (Fol. 214)। এফ্‌, আর. মার্টিন ও সার টমাস আর্নল্‌ড্‌ কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়া হইতে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থে ইহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে (Plate 22)। এ চিত্রে সিকন্দররূপে মূর্ত্ত হইয়াছেন সুলতান

সিকন্দর নামার বৃত্তান্ত।

সপ্তর্ষি সমাগম ও তাহার চিত্র।

---

(১৩) অপর তিনজন দার্শনিক জ্ঞানীর নাম থালেস্‌ (Thales), পর্ফিরিয়াস (Porphyrius) ও হার্মিস্‌ (Hermes)। ইহারা সকলেই বিভিন্ন যুগে জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক কোথায় ?

হোসেন বাইকারা। দেখা যায় চিত্রকরেরা এই যবন সপ্তর্ষির মধ্যে অন্ততঃ দুইজনকে প্রায় শ্যামাঙ্গরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। জ্ঞানরাজ্যে নিকট-প্রাচীর (Near East) তথা মধ্য প্রাচীর (Middle East-এর), ভারতের নিকট যে ঋণ তাহা বুঝিবা এই ভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে। হিন্দু মাত্রেই যে শ্যামাঙ্গ, মুস্লিম পারস্যে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল।

দিগম্বর যতি কল্যাণ।

আলেক্সান্দর ভারতের দিগম্বর যতিদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং "কল্যাণ" নামক তাঁহাদিগেরই একজন আলেক্সান্দরের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আলেক্সান্দরের সমভিব্যাহারে ইরাণ (পারস্য) পর্য্যন্ত গমন করার পর, বিদেশী স্কন্ধাবারের জীবন যাত্রা তাঁহার চিত্ত ও আত্মাকে এরূপ নিপীড়িত করে যে দুর্বিবষহ বোধে "কল্যাণ" চিতায় আত্মোৎসর্গ করেন, আলেক্সান্দর অনেক অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। ভারতের দিগ্‌বসন বিরক্ত সাধুদিগের কথা আরিয়ান (Arian) ও উল্লেখ করিয়াছেন। নিজামী এ সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই। ইতিহাসে দেখা যায় যে ভারত আক্রমণকালে ব্রাহ্মণেরাই আলেক্সান্দরের বিশেষ বিপক্ষতা করিয়াছিলেন।

নিজামীর কাব্যে আলেক্সান্দরের পৃথিবী-পরিক্রমা।

নিজামীর বর্ণনা মতে সপ্তগুরুর নিকট উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া, সিকন্দর যখন সকল প্রকার মনুষ্যলব্ধ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা (Prophet) রূপে "জাহির" হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। একদিন একজন স্বর্গদূত আসিয়া জানাইল যে ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় যে, তাঁহাকে জগতের বিভিন্ন জাতির নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে কুপথ ত্যাগ করাইয়া

ভগবন্মুখী করিয়া তুলিতে হইবে। তদনন্তর আলেকজান্দর ভূ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া ক্রমেই পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ইহুদীদিগের দেশ (পালেষ্টাইন্) ও মিশর (ঈজিপ্ট্) অতিক্রম করিয়া তিনি স্পেনের অন্তর্গত আণ্ডালুসিয়ায় (Andalusia'য়) প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে পশ্চিম ভূভাগের শেষপ্রান্তে, সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন। পরে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া, নীল নদের উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিয়া, ক্রমে দক্ষিণ দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহু অত্যদ্ভুত দৃশ্যনিচয় তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। দক্ষিণাঞ্চল পরিক্রমণ করিয়া তিনি পূর্ব্ব দিকে প্রয়াণ করিলেন এবং ভারতবর্ষ ও চীন মহাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া উত্তরাশায়, ইয়াজুজ্ ও মাজুজের (Gog ও Magog এর) অধিকার প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন। অবশেষে ভূস্বর্গের সহিত তুলনীয় কোনও রমণীয় প্রদেশে আসিয়া, তাঁহার এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ হইল। তিনি দেখিলেন, এ দেশের লোক সরলপ্রকৃতি, বিশ্বাসী ও নিষ্পাপ এবং তাহারাই প্রকৃত সুখী। এই অভিজ্ঞতার তুলনায় তিনি দেশ জয় করিয়া যে সকল অমুল্য ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা যে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর, আলেক্সান্দরের (সিকন্দরের) তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বৃথাই তাঁহার এ পৃথিবী পরিক্রমা, ইহার পরিবর্ত্তে তিনি যদি কোনও নির্জ্জন পর্ব্বত কন্দরে বসিয়া ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকিতেন, তাহা হইলে প্রকৃত কল্যাণ লাভ তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত না। প্রাচ্যের মহামানবেরা আধ্যাত্মিক সাধনার পথে এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন, জনসাধারণকেও এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন।

কবি নিজামী তাঁহার সিকন্দরনামা রচনা করিতে গিয়া ইহুদী, খ্রীষ্টিয় ও য়ূনানী উপকরণ সমূহ ইচ্ছামত নিজের ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন। তাঁহার হাতে আলেক্সান্দর এক নব

অডিসিউসের (Odysseus-এর) রূপ ধারণ করিয়াছেন। আলেক্সান্দরকে পারসীক কবি প্রকৃত ধর্ম্ম-যোদ্ধা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এ আলেক্সান্দর শুধু ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহার যুদ্ধ নরলোকের দুর্ব্বুদ্ধি ও পাপাচরণের সহিত। তাই নিজামী আধুনিক পণ্ডিতগণের ন্যায় আলেক্সান্দরের গমন পথ ও বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের সংস্থান লইয়া কালক্ষেপ করেন নাই (১৪)। ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ দেখা যায় যে, পারস্য বিজয়ের পর আলেকক্সান্দর আপনাকে জুপিটারের পুত্ররূপে ঘোষণা করিয়া দেব-সম্মানের দাবী করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার সহিত ধর্ম্ম-প্রচারের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

শাহনামার বৃত্তান্ত।

শাহনামায় লিখিত আছে যে পশ্চিমাংশে ভ্রমণকালে ভাববাদী (Prophet) ইলিয়াসের সহিত আলেক্সান্দরের মিলন ঘটিয়াছিল, পরে তাঁহারা ভ্রমণ পথে পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হন। ইলিয়াস খাজা খিজির নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। আলেক্সান্দর চিরজীবনদায়ী অমৃতের উৎস (Fountain of Life) আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই, সে ভাগ্য ঘটিয়াছিল খাজা খিজিরের (১৫)। অমৃত নির্ঝরের সন্ধানে ব্যর্থকাম হইয়া, এক উচ্চ পর্ব্বত হইতে অবতরণকালে, সিকন্দর দেবদূত সারাফিলের ভেরী নিনাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন। হাবশীদের দেশ অ্যাবিসিনিয়া (Abyssinia) অতিক্রম করিয়া তিনি গিয়াছিলেন অতি সুকোমল পদপল্লব বিশিষ্ট "নরম পাই"দের দেশে, আর বীর রমণী আমাজন (Amazon) বৃন্দ অধ্যুষিত স্ত্রী-রাজ্যে (১৬)। শাহনামায় তাঁহার সহিত দারিয়ুসের

(১৪) The Poems of Nizami, Laurence Binyon, p. 30.

(১৫) এই খাজা খিজিরের স্মরণার্থেই মুর্শিদাবাদের "বেরা" পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বেরা পর্ব্বের অতি মনোজ্ঞ বিবরণ নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

(১৬) Roger's Shahnamah, p. 383.

ও ফুর্ নামে উল্লিখিত ভারতীয় নৃপতি পুরুর (Porus-এর) যে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল সে কথাও উক্ত হইয়াছে। দারিয়ুস্ দারা নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভারতাভিযান ও মিশরাভিযান ব্যতীত আলেক্সান্দরের অন্যান্য দেশ ভ্রমণের কথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

ইতিহাসের আলেক্সান্দর চীনদেশে গমন করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যে জ্যাক্সার্টিস্ নদী (সীর্দরিয়া) অতিক্রম করিয়া যাযাবর শকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের দলপতিবৃন্দকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, একথা আধুনিক ইতিহাসেও স্বীকৃত হইয়াছে। আলেক্সান্দর বুঝিয়াছিলেন যে, এই যাযাবরদিগকে স্থায়ীভাবে আয়ত্তাধীন করা সামান্য কথা নয়, তাই সে চেষ্টায় ব্যাপৃত না থাকিয়া তিনি সোগ্দিয়া (আফগানিস্তান) ও বাক্ত্রিয়া প্রদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রাচীন সমরকন্দনগর (Marakanda) তো অধিকার করিয়াছিলেনই, আধুনিক খুজন্দের সন্নিকটে নিজ নামানুসারে আলেক্সান্দ্রিয়া নামে একটি নূতন নগরও সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পর বৎসর ৩২৮ খৃঃ পূঃ অব্দে, সোগ্দিয়া প্রদেশে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং এই কারণে আলেক্সান্দরকে সারাবৎসর ধরিয়া দক্ষিণ তুর্কিস্থানে অবস্থান করিতে হয়। কয়েকজন দুর্গাধিপতি স্থানে স্থানে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করায় আলেকক্সান্দর সম্পূর্ণরূপে এই দুর্গগুলি অধিকার না করিয়া নিরস্ত হন নাই। এইরূপ একটি দুর্গ অবরোধকালে আলেক্সান্দর তাঁহার ভাবী পত্নী রোক্সানের (Roxane-র) সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইনি ছিলেন বাক্ত্রীয় বংশোদ্ভূতা অভিজাত শ্রেণীর কুলকন্যা। আলেক্সান্দরের ঔরসজাত যে পুত্রটি ইনি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন সেইটিই এই বিশ্ববিজয়ী বীরের একমাত্র বৈধপুত্র বলিয়া অনুমিত। আলেক্সান্দরের ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত হয় পরবর্ত্তী বৎসরে

খৃঃ পূঃ ২২৭ অব্দে (১৭)। এ কথাটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আলেক্সান্দর যখন ৩২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন তখন তিনি যে শুধু গ্রীক প্রভাব বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন তাহা নহে, ভারতের সহিত পারস্যের ঐতিহ্যগত সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠভাবে সুপ্রতিষ্ঠ করেন।

আলেক্সান্দরের মৃত্যু।

প্রকৃত ইতিহাস মতে আলেক্সান্দরের মৃত্যু ঘটিয়াছিল খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে নৌবলাধিকৃত নিয়ার্কাসের (Admiral Nearchus-এর) বিদায় ভোজে আহার ও পানের অসংযম হেতু। গ্রীক ঐতিহাসিক এই কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জাষ্টিনের গ্রন্থে কিন্তু বিষ প্রয়োগেরই উল্লেখ দেখা যায়। সিকন্দরনামা শেষ হইয়াছে আলেক্সান্দরের মৃত্যুর সহিত কিন্তু নিজামী প্রদত্ত মৃত্যু বিবরণের সহিত ইতিহাসের কোনও মিল নাই।

অনৈতিহাসিক কাহিনীর প্রয়োজন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথাই এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য, শুধু জয় বিজয়ের ইতিহাস নহে। পরবর্ত্তীকালে পারস্যের স্বকীয় সংস্কৃতি আলেক্সান্দরের দেশজয়ের কৃতিত্ব কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং মুস্লিম যুগের পারসীক চিত্রশিল্পে সিকন্দরনামা ও শাহনামার কয়েকটি বিশেষ ঘটনা কি ভাবে প্রকটিত হইয়াছে তাহারই পরিচয় প্রদানের প্রয়োজনে কাব্যে বর্ণিত অনৈতিহাসিক কাহিনীও এ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল।

আলেক্সান্দর চিত্রে।

শাহনামার ও সিকন্দর নামার যে সকল পুঁথি ক্ষুদ্রক চিত্রে (Miniatures-এ) পরিশোভিত, আলেক্সান্দরের তাহাতে ভূপর্য্যটন বিষয়ক চিত্রাদির অভাব নাই। কোথাও দেখিতে পাই আলেক্সান্দর গগ্ ও ম্যাগগ্ দৈত্য-

(১৭) W.M. Mc Govern, Early Empire of Asia, p. 66.

দ্বয়ের আক্রমণ নিবারণার্থে চীন সীমান্তে ধাতব প্রাচীর নির্ম্মাণে নিযুক্ত, কোথাও এই প্রাচীর নির্ম্মাণের অব্যবহিত পূর্ব্বে, তিনি কোনও সমুচ্চ শিখর দেশে, দৈবী শক্তি সম্পন্ন কয়েকটি পক্ষীর সহিত কথোপকথনে নিরত, কোথাও বা স্ত্রী-রাজ্যে তাঁহার আগমন ঘটিয়াছে, তিনি তথায় অভ্যর্থিত হইতেছেন, আবার সাধুসন্দর্শনার্থে কোনও গুহাদ্বারে তিনি উপনীত (১৮), আর কোথাও বা তিনি চিরজীবন লাভের জন্য অমৃতনিষ্যন্দিনী নির্ঝরিণীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত।

খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে কিম্বা ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রথমাংশে লিখিত, একখানি প্রাচীন শাহনামা পুঁথিতে (১৯), পূর্ব্বোক্ত পক্ষী-সংবাদ এবং বার্দ্দা রাজ্যের রাজ্ঞী কায়দাফার (Kaidafa) সহিত সিকন্দরের আলাপ-আলোচনার যে ক্ষুদ্রক চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহার একখানি প্রতিলিপি ১৯৩০ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসের রূপম্ (Rupam) পত্রিকায় (Plate opposite p. 8) প্রকাশিত হইয়াছিল। পারসীক শিল্পে সিকন্দর কিভাবে মূর্ত্ত হইয়াছেন, তাহা এই সকল চিত্র হইতেই বেশ বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত চিত্রখানিতে সিকন্দর একটু দক্ষিণ দিক ঘেঁসিয়া রাণীর সম্মুখেই আসীন রহিয়াছেন। রাণী সিংহাসনে উপবিষ্টা, আলেক্সান্দর বসিয়া আছেন যেন 'মোড়া'র ন্যায় একটি অনতিউচ্চ আসনে।

---

(১৮) সিকন্দরনামার এইরূপ একখানি চিত্র পারস্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর বিহ্‌জাদ (খৃঃ ১৪৪০—১৫৩৪) কর্ত্তৃক অঙ্কিত বলিয়া অনুমিত। বিহ্‌জাদ ও কবি জামি, সমসাময়িক ছিলেন।

(১৯) এই পুঁথির মালিক কলিকাতার সুপরিচিত শিল্প সমালোচক শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়। বিশেষজ্ঞ ব্লশের (Blochet) মতে ইহা সুপ্রাচীন শাহনামা পুঁথির অন্যতম। এই পুঁথির কতকাংশ লণ্ডনের মিঃ চেষ্টার বিয়েটি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। শুনিয়াছি এক্ষণে ডাব্‌লিন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

তাঁহার সম্মুখে ও পশ্চাতে, কয়েকটি পুষ্পাধারে, পুষ্পগুচ্ছ সন্নিবিষ্ট। চিত্রের দুই পার্শ্বে দুইটি শুক পক্ষী বসিয়া আছে, আর রাজ্ঞীর পশ্চাদ্ভাগে, অনেকটা যেন মাথার উপরেই, যে দুইটি পক্ষী চিত্রিত রহিয়াছে, তাহার একটি সারিকা ও অপরটি শুক বলিয়াই মনে হয়। আলেক্সান্দরের বেশ ও আকৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ন্যায়, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফে শোভিত, মস্তকে শিরোভূষণ তো রহিয়াছেই, হস্তেও যেন মুকুটাকৃতি কিছু ধারণ করিয়া আছেন।

প্রকৃত ইতিহাসের সহিত এ চিত্রগুলির যে, বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, মধ্যযুগে, ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দের শেষ পর্য্যন্ত, শুধু শিল্পী-সমাজ নয়, পারসীক শিক্ষিত সমাজও, প্রকৃত ইতিহাসের কথা অবগত ছিলেন না, নতুবা পার্সিপোলিস প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি কাব্যরসাত্মক ঘটনার চিত্র দেশীয় শিল্পীর তুলিকায় অঙ্কিত হইতে আর বাধা ছিল কি? নৃপতি শাহরুখের পুত্র মহম্মদ জুকির জন্য লিখিত এক খানি শাহনামায় দারিয়ুসের (দারয়বহুষ্-এর) অন্তিম শয্যার যে চিত্র আছে, তাহা বিশিষ্ট বর্ণসামঞ্জস্যের জন্য বরণীয়। এ চিত্রে প্রধান অশ্বারোহীর মুর্ত্তিটিও পরম দক্ষতার সহিত অঙ্কিত ও পরিকল্পিত। এখানিকে ঐতিহাসিক চিত্র বলুন বা না বলুন, আলেক্সান্দরের পারসীক অভিযান সংক্রান্ত ক্ষুদ্রক চিত্রের মধ্যে ইহাকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়।

সেলিউকাস্ বংশীয় (Saleucides) দিগের রাজত্ব। আনুমানিক (৩৩০-২৮৪ খৃঃ পূঃ অব্দ)

আলেক্সান্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনানায়কেরা তদধিকৃত রাজ্য নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়েন। কিঞ্চিন্ন্যূন এক শতাব্দী ধরিয়া, গ্রীক প্রধান সেনানায়ক গণের অন্যতম, সেলিউকাস্ এবং, তাঁহার পরলোকগমনের পর, তদীয় বংশধরেরা, মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। মতান্তরে ইঁহাদের রাজত্বকালে ৪৬.৪৭ বৎসর মাত্র (খৃঃ

পূঃ ৩৩০-২৮৪)। তাঁহারা নানাস্থানে যে সকল নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিজিত জাতিদিগকে গ্রীক সভ্যতায় অনুপ্রাণিত করা। কেবল সেলুউকাসের নাম অনুযায়ী ছিয়াত্তরটি সেলুউকিয়া নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে একটি অবস্থিত ছিল ইউফ্রেটস্ নদীর তীরে। প্রত্ন অনুসন্ধানের জন্য এগুলির ভগ্নাবশেষ এ যাবৎ কোথাও খনন করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। মাত্র একশতাব্দীরও কম সংস্পর্শে, পারস্যে গ্রীক প্রভাব যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। এ উক্তি শিল্প সম্পর্কেও প্রযোজ্য। গ্রীক সমর-নায়ক ও তাঁহাদিগের বংশধরগণের না ছিল রাজনৈতিক প্রতিভা, না ছিল রাজ্যশাসনে বিচক্ষণতা। ইঁহাদের দূরদৃষ্টির অভাবেই, প্রাচ্যদেশীয় গ্রীক সাম্রাজ্য, অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইঁহাদের রাজত্বকালের ইতিহাস অস্পষ্ট এবং ইঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও অসম্বদ্ধভাবে (২০)।

প্রাদেশিক পদ্ধতিতে নির্ম্মিত, কয়েকটি গ্রীক মন্দির ব্যতীত, এ যুগের আর কোনও শিল্প বা স্থাপত্য চিহ্নের কথা বিশেষজ্ঞগণ অবগত নহেন। বস্তুতঃ এই স্বল্পকালব্যাপী যবনাধিকার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ইংরাজ কবি ম্যাথিউ আর্নল্ডের ভাষায় বলিতে গেলে, প্রাচ্যদেশীয়েরা দুর্দ্ধর্ষ গ্রীক বাহিনী, সম্মুখ দিয়া, সংবেগে, বজ্রনির্ঘোষে, চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল মাত্র, ইহাতে তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি কুত্রাপি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পারস্যে যাবনিক (গ্রীক) কৃষ্টির প্রবর্ত্তন প্রচেষ্টা, একরূপ ব্যর্থ হইলেও, উহা ভারতের প্রান্তিক প্রদেশে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাবে,

স্থাপত্য কীর্ত্তি।

(২০) A. U. Pope, Master pieces of Persian Art, p. 3.

কিভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যে যাহা ইন্দো-বাক্‌ত্রিয় (Indo-Bactrian) শৈলী অথবা গান্ধার শৈলী বলিয়া পরিচিত, তাহার বিশিষ্ট পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, মূলতঃ আসিয়াছিল রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমান্ত হইতে, তাই "যোন-রোমক" বলিলেই ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রদত্ত হয়। ইরাণের মাধ্যমে ইহা আসিয়া পৌঁছে নাই। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, রোমের সহিত পশ্চিম এসিয়া ও ভারতবর্ষের, ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে, ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ সংস্থাপিত হইয়াছিল। তখন পারস্যে পারদাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। য়ূনানী প্রভাবের প্রথম ধারা, ভারতে পঁহুছে, যোন রাজ্যাধিকারে অবস্থিত আন্তিওক (Antioch) হইতে। ইহাই তখন সিরিয়ার প্রধান নগররূপে পরিগণিত ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দ হইতে তৃতীয় শতাব্দের মধ্যে, পাল্‌মিরা (Palmyra), বাল্‌বেক্ (Balbec) প্রভৃতি সিরিয়াস্থিত গ্রীক উপনিবেশ হইতেও, পাশ্চাত্ত্য শিল্প ও সংস্কৃতির তরঙ্গ, ভারতে প্রবেশ লাভ করে। য়ূনানী কৃষ্টি বিস্তারে বাহ্লীক অথবা বাক্‌ত্রিয়া (আধুনিক বাল্‌খ্) ও যে, বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে প্রথম ডায়োডোটাস্ (Diodotus) ভাগ্যান্বেষী সৈনিকরূপে বাক্‌ত্রিয়ায় আসিয়া একটি স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন। গান্ধার ক্রমশঃ বাক্‌ত্রিয়ার (Bactria-র) অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, পরপর তেত্রিশজন রাজা বাক্‌ত্রিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে ডায়োডোটাসের শেষ বংশধর, বাক্‌ত্রিয়ার সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলে, ইউথিডেমস্ রাজপদ অধিকার করেন। ইহার পুত্র, বাক্‌ত্রিয় সৈন্যের অধিনায়ক, ডেমেট্রিয়াস্ (Demetrius)

ইন্দো-বাক্‌ত্রিয় শৈলী অথবা গান্ধার শৈলী।

যে রাজবংশ সংস্থাপন করেন, তাহা বাক্‌ত্রিয় গ্রীকদিগের স্বভাবগত আত্মকলহ ও ষড়যন্ত্র প্রবণতার ফলে, দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। দক্ষিণপূর্ব্ব তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, ও উত্তর ভারতের অনতি-ক্ষুদ্র একটি অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর পশ্চিম ভারতের অনেকটুকু, ১৯০ ও ১৮০ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে, বাক্‌ত্রিয়দিগের দ্বারা আক্রান্ত ও বিজীত হয়। বাক্‌ত্রিয় রাজ্য নেহাৎ ক্ষুদ্র ছিল না। ইউক্রাটাইডিস্ (Eucratides) নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ এই সময় বাক্‌ত্রিয়াতেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ১৭৫ খৃঃ পূঃ অব্দে বিদ্রোহী হইয়া, বাক্‌ত্রিয়া রাজ্যের অধিকাংশই নিজ আয়ত্তে আনয়ন করেন। ইউক্রাটাইডিস্ ছিলেন পরম কৌশলী সেনানায়ক মাত্র তিনশত সৈনিকসহ ডেমিট্রিয়াসের ষষ্টি সহস্র যোদ্ধা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে পর, তিনি কিরূপে বার বার বহির্গমন (Sortie) চেষ্টায়, শত্রুদলকে বিভ্রান্ত করিয়া, পঞ্চম মাসে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, জাষ্টিনের গ্রন্থে তাহার বর্ণনা আছে (২১)।

ভারত অভিযান অন্তে, বাক্‌ত্রিয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, নিজপুত্র আপোলোদাত (Apollodotos) কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন, আনুমানিক ১৫৬ খৃঃ পূঃ অব্দে। নরাধম পুত্র, পিতার রুধিরসিক্ত ভূমির উপর দিয়াই রথচালনা করিয়া চলিয়া যায়, পিতৃ শব সমাহিতও করে নাই (২২)। ডেমেট্রিয়াসের বংশধরগণ এবং ইউক্রাটাইডিসের উত্তরাধিকারীরা এই কলহ-প্রণোদিত বিদ্বেষ-বহ্নিতে ক্রমাগতই ইন্ধন যোগাইতে থাকে। ইহা হইতে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যে শত্রুতার যে উদ্ভব হয়, তাহা আর কিছুতেই প্রশমিত হয় নাই; ফলে, অন্তর্বিরোধ বর্দ্ধিত ও পরিব্যাপ্ত হইয়া, বাক্‌ত্রিয় সাম্রাজ্য, অচিরে বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত

---

(২১) E. J. Rapson, Ancient India, p. 124,

(২২) Vincent Smith, The Early History of India. p. 224

কিভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যে যাহা ইন্দো-বাক্‌ত্রিয় (Indo-Bactrian) শৈলী অথবা গান্ধার শৈলী বলিয়া পরিচিত, তাহার বিশিষ্ট পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, মূলতঃ আসিয়াছিল রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমান্ত হইতে, তাই "যোন-রোমক" বলিলেই ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রদত্ত হয়। ইরাণের মাধ্যমে ইহা আসিয়া পৌঁছে নাই। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, রোমের সহিত পশ্চিম এসিয়া ও ভারতবর্ষের, ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে, ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ সংস্থাপিত হইয়াছিল। তখন পারস্থে পারদাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যূনানী প্রভাবের প্রথম ধারা, ভারতে পঁহুছে, যোন রাজ্যাধিকারে অবস্থিত আন্তিওক (Antioch) হইতে। ইহাই তখন সিরিয়ার প্রধান নগররূপে পরিগণিত ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দ হইতে তৃতীয় শতাব্দের মধ্যে, পাল্‌মিরা (Palmyra), বাল্‌বেক্ (Balbec) প্রভৃতি সিরিয়াস্থিত গ্রীক উপনিবেশ হইতেও, পাশ্চাত্ত্য শিল্প ও সংস্কৃতির তরঙ্গ, ভারতে প্রবেশ লাভ করে। যূনানী কৃষ্টি বিস্তারে বাহ্লীক অথবা বাক্‌ত্রিয়া (আধুনিক বাল্‌খ্) ও যে, বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে প্রথম ডায়োডোটাস্ (Diodotus) ভাগ্যান্বেষী সৈনিকরূপে বাক্‌ত্রিয়ায় আসিয়া একটি স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন। গান্ধার ক্রমশঃ বাক্‌ত্রিয়ার (Bactria-র) অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, পরপর তেত্রিশজন রাজা বাক্‌ত্রিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে ডায়োডোটাসের শেষ বংশধর, বাক্‌ত্রিয়ার সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলে, ইউথিডেমস্ রাজপদ অধিকার করেন। ইহার পুত্র, বাক্‌ত্রিয় সৈন্যের অধিনায়ক, ডেমেট্রিয়াস্ (Demetrius)

ইন্দো-বাক্‌ত্রিয় শৈলী অথবা গান্ধার শৈলী।

যে রাজবংশ সংস্থাপন করেন, তাহা বাক্‌ত্রিয় গ্রীকদিগের স্বভাবগত আত্মকলহ ও ষড়যন্ত্র প্রবণতার ফলে, দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। দক্ষিণপূর্ব্ব তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, ও উত্তর ভারতের অনতি-ক্ষুদ্র একটি অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর পশ্চিম ভারতের অনেকটুকু, ১৯০ ও ১৮০ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে, বাক্‌ত্রিয়দিগের দ্বারা আক্রান্ত ও বিজীত হয়। বাক্‌ত্রিয় রাজ্য নেহাৎ ক্ষুদ্র ছিল না। ইউক্রাটাইডিস্ (Eucratides) নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ এই সময় বাক্‌ত্রিয়াতেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ১৭৫ খৃঃ পূঃ অব্দে বিদ্রোহী হইয়া, বাক্‌ত্রিয়া রাজ্যের অধিকাংশই নিজ আয়ত্তে আনয়ন করেন। ইউক্রাটাইডিস্ ছিলেন পরম কৌশলী সেনানায়ক মাত্র তিনশত সৈনিকসহ ডেমিট্রিয়াসের ষষ্ঠি সহস্র যোদ্ধা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে পর, তিনি কিরূপে বার বার বহির্গমন (Sortie) চেষ্টায়, শত্রুদলকে বিভ্রান্ত করিয়া, পঞ্চম মাসে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, জাষ্টিনের গ্রন্থে তাহার বর্ণনা আছে (২১)।

ভারত অভিযান অন্তে, বাক্‌ত্রিয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, নিজপুত্র আপোলোদাত (Apollodotos) কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন, আনুমানিক ১৫৬ খৃঃ পূঃ অব্দে। নরাধম পুত্র, পিতার রুধিরসিক্ত ভূমির উপর দিয়াই রথচালনা করিয়া চলিয়া যায়, পিতৃ শব সমাহিতও করে নাই (২২)। ডেমেট্রিয়াসের বংশধরগণ এবং ইউক্রাটাইডিসের উত্তরাধিকারীরা এই কলহ-প্রণোদিত বিদ্বেষ-বহ্নিতে ক্রমাগতই ইন্ধন যোগাইতে থাকে। ইহা হইতে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যে শত্রুতার যে উদ্ভব হয়, তাহা আর কিছুতেই প্রশমিত হয় নাই; ফলে, অন্তর্বিরোধ বৰ্দ্ধিত ও পরিব্যাপ্ত হইয়া, বাক্‌ত্রিয় সাম্রাজ্য, অচিরে বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত

(২১) E. J. Rapson, Ancient India, p. 124,

(২২) Vincent Smith, The Early History of India. p. 224

হইয়া যায়। ইউক্রেটিস্ বংশধরেরা (২৩) পারদদিগের দ্বারা পরাজিত হন খৃঃ পূঃ ১৫৯ অব্দে। বাক্ত্রিয়া রাজ্যের অধিকারীরা ছিলেন গ্রীকবংশীয় রাজগণ (Hellenistic monarchs)। ঐতিহাসিক জাষ্টিন, ট্রোগাস্এর ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন (২৪) যে ইহারা সোগদীয়, দ্রাঙ্গী (Drangae) ও ভারতীয়দিগের দ্বারা আক্রান্ত হন, এবং অবশেষে বাক্ত্রিয়া হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হন, পারদীয় দিগের দ্বারা। চৈনিক রাজদূত চিয়াং চিয়েনের বৃত্তান্তের সহিত এ উক্তি মিলিয়া যায় (২৫)। পরে খৃঃ পূঃ প্রথম অব্দে, কিম্বা খৃষ্টীয় প্রথম অব্দে, মধ্য এশিয়ার শকজাতি এ রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। গ্রীক অধিকারকালের, তথা সেলিউকীয় রাজত্বের, অবসান, প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটিয়াছিল ১২৯ খৃঃ পূঃ অব্দে, এন্টিওকাস্ সিডেটিস্ (Antiochus Sidetes) নামে পরিচিত সপ্তম আন্তিওকের মৃত্যুর সহিত। এ রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয় ইহার অনেক পূর্ব্বে, দ্বিতীয় এন্টিওকাসের রাজত্বকাল হইতে (খৃঃ পূঃ ২৬১—২৪৬)। ইনি থিয়স্ (Theos) অর্থাৎ দেবতা নামে

---

(২৩) পরবর্ত্তীকালে ইউক্রাটাইডিস্ অন্বয়ের, মতান্তরে ইউথিডেমস্ ও ডেমেট্রিয়াসের বংশ সম্ভূত, রাজা মেনান্দার (Menander) (অনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৪৪ অব্দ), মিলিন্দ পন্‌হো নামক বিখ্যাত গ্রন্থের শাকল রাজ মিলিন্দ রূপে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। শাকল বর্ত্তমান শিয়ালকোট বলিয়া বিবেচিত। ডাঃ ইউ, এন, ঘোষ বলেন বাক্ত্রিয় শাসনের উচ্ছেদ সাধিত হয় মোয়ের দ্বারা খৃঃ পূঃ ১২৫ অব্দে U. N. Ghosh, Revlation p. 20

(২৪) Justinus, XLI, 6, 5. জাষ্টিন খৃঃ চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম শতাব্দীতে ট্রোগ্রাস্ রচিত ম্যাসিডোনিয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসের একখানি সংক্ষিপ্ত সার রচনা করেন। ট্রোগ্রাস্ বিদ্যমান ছিলেন রোমক সম্রাট অগষ্টাসের রাজত্ব কালে, খৃঃ পূঃ ২৭ হইতে খৃঃ ১৪ অব্দের মধ্যে।

(২৫) Dr. J. Van Lohinzen-de Leewu, Scythian Period, p. 34.

অভিহিত এবং দেবরূপে পূজিত হইলেও, আসলে ছিলেন অত্যধিক বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। রাজার রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ অবহেলা হেতু, রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই প্রায় তাঁহার প্রিয়পাত্র ও প্রিয়-পাত্রীদের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিল। এরূপস্থলে কয়েকটি দূরবর্ত্তী প্রান্তস্থ প্রদেশ বিদ্রোহী হইয়া যে, স্বাধীনতালাভে সমর্থ হইবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। থিয়সের পিতামহ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সমসাময়িক নরপতি সেলিউকাস্ নিকেটর (Seleucus Nicator), অলেক্সান্দরের মৃত্যুর পর ব্যাবিলন অধিকার করিয়া ৩১২ খৃঃ পূঃ অব্দে সেলিউকিয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজ সিংহাসন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্য, আনুমানিক ২৬১ খৃঃ পূঃ অব্দে (২৬), পৌত্র থিয়সের হস্তে নিপতিত হয়, মাত্র ৫০ কি ৫১ বৎসর পরে। গৃহস্থের সংসারে পাপ প্রবেশ করিলে সংসার যেরূপ অনেক স্থলেই ধ্বংস হইয়া যায়—রাজপরিবারে কলুষ স্পর্শ করিলে রাজ্য যে অবিলম্বে পতনোন্মুখ হয়, পরবর্ত্তী রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাসেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

সপ্তম আন্তিওক ও সেলিউকীয় রাজত্বের অবসান।

অগ্রজ ডেমিট্রিয়াস্ (Demetrius) যুদ্ধে পারদদিগের হস্তে বন্দী হইলে পর, সপ্তম আন্তিওক, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভ্রাতৃজায়া ক্লিওপেট্রাকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইহা ১৩৯ খৃঃ পূঃ অব্দের কথা। পারদদিগের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া তিনি যে অভিযান পরিচালনা করেন, তাহাতে প্রথমে যথেষ্ট সফলতালাভ করিলেও, উত্তরাংশে তাঁহাকে পরাজিত হইতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় কোনও শক্তিমান রাজা এ বংশে পরে আর জন্মে

(২৬) Vincent Smith, op. cit. p, 220.

নাই। সপ্তম আন্তিওকের মৃত্যুর পর, ডেমেট্রিয়াস্ বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া, স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসেন এবং পুনরায় সিংহাসন অধিকার করিয়া তিন বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের এ অংশ বিশেষত্ব বর্জ্জিত। পরবর্ত্তী সেলিউকীয়দিগের গৌরব ক্রমেই লুপ্ত হইতে থাকে। ৬৯ হইতে ৬৫ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ আন্তিওক নামক এই বংশীয় একজনের অধিকারে রাজ্যের সামান্য একটি অংশমাত্র অবশিষ্ট ছিল। পারদেরাই তখন ইরাণে প্রবল আধিপত্যলাভ করিয়াছে। অনুমিত হইয়াছে যে, বাক্ত্রিয়া হইতে বিতাড়িত প্রবাসী গ্রীক রাজবংশীয়েরা, কাবুল হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, কিছুকাল আপনাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইরাণে পারদাধিকার কাল
(খৃঃ পূঃ ২৫৬ হইতে খৃঃ অঃ ২২৬)

খৃঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে শকবংশোদ্ভব, তুরানীয় যাযাবরদিগের জনৈক নেতা, সেলুকীয় রাজ্যের পার্‌দিয়া (Parthia) প্রদেশ, অধিকার করিতে সমর্থ হন। এ প্রদেশটি আধুনিক খোরাসান্ ও আস্ত্রাবাদের মধ্যবর্ত্তী। পার্‌দিয়ার পশ্চিমভাগে ছিল মিদিয়া (Media), আর পূর্ব্বদিকে বাক্‌ত্রিয়া (Bactria)। যাযাবরদিগের যে শাখাটি এখানে আসিয়া নিজ অধিকার বিস্তার করে, তাহার বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইহাদিগের আদি বাসভূমি কুচান্ (Kuchan) অথবা আখান্ মরুস্থান হওয়াই সম্ভব। যে আর্সাকেস্ অথবা আর্সাসেস্ (Arsaces) ইহাদিগের নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত অতীতের কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। মনে হয় আর্সাকেস্ এ নামটি তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, একিমিনিয় রাজবংশের সহিত তিনি যে সম্পর্কশূন্য নহেন, জনসমাজে এইরূপ প্রতীতি সমুৎপাদনের জন্য। একিমিনিয় রাজ দ্বিতীয় আর্টাজেরিক্সিস্, যিনি আর্টাজেরিক্সিস্ নেমন্ (Artaxerexes Mnemon) নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারই অপর নাম ছিল আর্সাকেস্। পরবর্ত্তী সাসানীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতাও এইরূপ নিজ বংশের সহিত একিমিনিয় বংশের নিকট-সম্পর্ক প্রমাণ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন দেখা যায়।

আর্সাকাইদ্ অথবা আর্সিকীয় বংশ।

কাহারও কাহারও মতে আর্সাকাইদ বংশের প্রতিষ্ঠা হয় খৃঃ পূঃ ২৪৯ হইতে খৃঃ পূঃ ২৪৮ অব্দের মধ্যে। পারসীক ভাষায় আর্সাকাইদ্‌গণ "আস্‌কানি" নামে অভিহিত হইয়াছেন। এ বংশের পূর্ব্বতন রাজাদিগের যাহা কিছু বৃত্তান্ত, তাহা পাওয়া

যায় রোমক ঐতিহাসিক জাষ্টিন্ (Justin) বিরচিত গ্রন্থ (১) হইতে। সে বৃত্তান্ত স্বল্প ও সামঞ্জস্যবিহীন। তুরাণীয় জাতির "দহি" নামক শাখায়, "পরীন্" বলিয়া যে কৌম (tribe) বা বিভাগ ছিল, এই পারদেরা সেই কৌম হইতেই উদ্ভূত। শাহনামায় পারদরাজগণ তাই "মুলুক-উ-তাওয়াইফ্" অর্থাৎ কৌম সমূহের রাজা, নামে অভিহিত হইয়াছেন। পারদজাতি স্বাধীনতা লাভ করে খৃঃ পূঃ ২৪৮ অব্দে, থিওস্ উপাধিক দ্বিতীয় আন্তিওকের মৃত্যুর পর। দ্বিতীয় আর্সাকেস্ (Arsaces II) রাজত্ব করেন খৃঃ পূঃ ২৪৭ হইতে খৃঃ পূঃ ২১৪ পর্য্যন্ত। তৃতীয় আর্সাকেস্, মহানুভব আন্তিওক (Antiokhos Magnus) নামধেয় তৃতীয় আন্তিওকের সমকালীন ছিলেন। আন্তিওক পার্দীয়া আক্রমণ করিলে পর, বাধ্য হইয়া তৃতীয় আর্সাকেস্‌কে তৎপ্রস্তাবিত সন্ধি-সর্ত্তে সম্মত হইয়া, তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে হয়। আর্সাকাইদ্ রাজবংশ ইরাণে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল খৃঃ অঃ ২২৬ পর্য্যন্ত।

মানব গোষ্ঠীর সম্পর্ক বিচার সূত্রে, কোনও আধুনিক পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পারসীক ও যাযাবর পারদেরা পরস্পরের নিকট জ্ঞাতি। সেদিক দিয়া পারদীয়দিগের ইরাণ-বিজয় ইরাণীয়দিগেরই অপর এক জাতির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, একথা, হয়তো সত্যের অপলাপ না করিয়া বলা যাইতে পারে (২)।

প্রথমাবস্থায় পারদীয় রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন বিভিন্ন যাযাবর দলের নেতৃগণ। যাযাবর সমাজের পীঠভূমি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, পারদনৃপতিগণ, প্রায় শুধু সাদি সৈন্য লইয়াই, নিজেদের

(১) Junianus Justinus, Historiarum Philippicarum, libri XLIV ; translation by John Selby Wilson, Bohn's Edition, XLI, p. 276.

(২) "The Parthian conquest of persia was the conquest of Iranians by Iranians", Mc Govern, op. cit., p. 73.

সৈন্যবল গঠিত করিয়াছিলেন। পারদীয় অভিজাত বংশীয়েরা যুদ্ধকালে বর্ম্ম ধারণ করিতেন—তাঁহাদের অস্ত্র ছিল ভল্ল (বর্শা) ও তরবারি। ইঁহাদের তুলনায়, সাধারণ সৈনিকেরা, সজ্জিত হইত অনেকটা হাল্কাভাবে। ধানুকী অশ্বারোহী যোদ্ধারাই পারদ বাহিনীতে প্রধান স্থান অধিকার করিত। ক্ষাত্রধর্ম্মপরায়ণ এ জাতির, যুদ্ধই ছিল জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত, তাই পারদদিগের রাজত্বকালে যুদ্ধের আর বিরতি ছিল না।

প্রথম মিথ্রিডেটিস্ ও যুদ্ধবিগ্রহ।

পারদবংশের প্রথম রাজা, প্রথম মিথ্রিডেটিস্ ফিলাডেল্ফাস্ (Mithridates Philadelphus) যাহার রাজত্বকাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৭৩—১৩৮ মতান্তরে খৃঃ পূঃ ১৭১—১৩৬অব্দ, ডেমেট্রিয়াস্ (Demetrius)কে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। রোমের সহিত পারদদিগের ইহাই প্রথম সংঘর্ষ।

১৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দের পর, পারস্য ও ব্যাবিলোনিয়া পারদদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়, এবং মিথ্রিডেটিসের সাম্রাজ্য ক্রমে বাক্ত্রিয়া হইতে ইউফ্রেটিস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত, এবং কাস্পিয়ান হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, প্রথম মিথ্রিডেটিস্ই পারদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এতদ্পূর্ব্বে পার্দিয়া (Parthia) ছাড়া, কেবল দক্ষিণ পশ্চিমে তুর্কিস্তানই তাহাদিগের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই রাজ্য বিস্তৃত হয় ইউফ্রেটিস্ হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত। সিন্ধুনদ ছিল তৎকালে পারদ রাজ্যের অন্যতম সীমানা। বাক্ত্রিয়া যে পারদদিগের অধিকারে নিতান্ত স্বল্পকাল ছিল না, তাহা অনুমিত হয় প্রথম মিথ্রিডেটিস্ প্রচারিত, ড্রেমেট্রিয়াস্ ও ইউক্রাটাইডিসের মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত, বাক্ত্রিয় মুদ্রা হইতে।

প্রথম মিথ্রিডেটিসেরই শাসনাধীনে, পাঞ্জাবের ঝিলাম নদী, পারদ রাজ্যের পূর্ব্বসীমানারূপে পরিগণিত হয়, এবং সিন্ধু ও

ঝিলমের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, উক্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তক্ষশিলা পারদ অধিকারে আসিয়াছিল আনুমানিক ১৩৮ খৃঃ পূঃ অব্দে।

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দে ভারতের পারদ রাজ্য—দ্বিতীয় ফ্রাটেস ও আর্টাবানুস্।

মিথ্রিডেটিসের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ফ্রাটেস্ অথবা ফ্রাওটেস্ (Phraates II) রাজত্ব করেন খৃঃ পূঃ ১৩৮ হইতে ১২৮ অব্দ পর্য্যন্ত। বাক্‌ত্রিয়া তাঁহার রাজ্যাধিকারের অন্তর্গত ছিল। সিরিয়ার সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধায়, তিনি অশ্বারোহী শক (Scythian) যোদ্ধাদিগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন এই শক্তিশালী জাতির সাহায্যে তিনি অনায়াসে বিপক্ষপক্ষকে পরাভূত করিবেন, কিন্তু গোল বাধিল তিনি ইহাদিগের বেতন দিতে অস্বীকার করায়। তাহারা বিদ্রোহী হইয়া দ্বিতীয় ফ্রাটেস্‌কে হত্যা করিল এবং সমগ্র পারদিয়া, ছারখারে দিয়া আপন দেশে ফিরিয়া গেল। দ্বিতীয় ফ্রাটেস্-এর পর রাজা হইলেন তাঁহার খুল্লতাত দ্বিতীয় আর্টাবানুস্। তাঁহার রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ১২৮ হইতে ১২৩ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত। ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতিও বিশেষ সুপ্রসন্ন ছিলেন না। শক (সিদীয়) দিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে রণস্থলীতেই প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। বাক্‌ত্রিয়া, পূর্ব্বে তাঁহার পৈতৃক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া, আর্টাবানুস পুনরায় উহা জয় করার চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাক্‌ত্রিয়া যে সিদীয়দিগেরই করতলগত হয়, তাহা জানা যায় চীন রাজদূত চিয়াং চিয়েনের বিবরণ হইতে (৩)। তিনি লিখিয়াছেন "সিদীয়েরাই বাক্‌ত্রিয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা, আর তাহাদের প্রধান কেন্দ্র বংক্ষু নদীর উত্তরে অবস্থিত"। পারদ রাজ দ্বিতীয় ফ্রাটেস্ (Fraates II)-এর সহিত সপ্তম আন্তিওকের

(৩) Leewu, The Scythian Period, p. 37.

(Antiochus Sidetes-এর) যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহারই পরিসমাপ্তিতে শেষোক্ত নরপতি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা যে ১২৯ খৃঃ পূঃ অব্দের ঘটনা তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

আর্টাবানুসের পুত্র দ্বিতীয় মিথ্রিডেটিস্, লোকশ্রেষ্ঠ মিথ্রিডেটিস (Mithridates the Great) নামে খ্যাত। তিনি পারদীয় রাজ্য, পরাক্রান্ত রাজ্য রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া, উহার বিস্তৃতি সাধনে সমর্থ হইয়া ছিলেন। দ্বিতীয় মিথ্রিডেটিস্, রাজত্ব করেন খৃঃ পূঃ ১২৩ হইতে খৃঃ পূঃ ৮৮ অব্দ, মতান্তরে খৃঃ পূঃ ১২৪ হইতে ৮৭ অব্দ পর্য্যন্ত। কাহারও কাহারও মতে, দ্বিতীয় মিথ্রিডেটিসের মৃত্যু ঘটে, আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৮৭ অব্দে। রাজ্যের অভিজাত বংশীয়েরা বিদ্রোহী হইলে পর, তাঁহার ভ্রাতা অরোডিস্ও সে বিদ্রোহে যোগ দিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। ইহারই রাজত্বকালে শকবংশীয় ইউচি (Yuechi) জাতি, যুদ্ধে পরাভূত হইয়া পলায়নপর হয় ও পারদ রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া বন্যার স্রোতের ন্যায় আফগানিস্থানে প্রবেশ করে। হান্ (Han) বংশীয় কোনও রাজার রাজত্বকালে দ্বিতীয় মিথ্রিডেটিস্ চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অপর একজন বিখ্যাত পারদবংশীয় নৃপতি পণ্টাস্‌রাজ ষষ্ঠ মিথ্রিডেটিসের রাজত্বকালে (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১২০ হইতে খৃঃ পূঃ ৬৬ অব্দ) রোমের সহিত যে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা বহুকাল, কম করিয়া ত্রিশ বৎসর ধরিয়া, চলিয়াছিল। রোমক শাসকবৃন্দ ও তাহাদের করগ্রহীতাদিগের অত্যাচারে প্রজাবৃন্দ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই এ যুদ্ধের মূলীভূত কারণ। ষষ্ঠ মিথ্রিডেটিস্, হাইটাস্পেস্ পুত্র দরায়ুসের অধস্তন ষোড়শতম পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতেন। পণ্টাস্ (Pontus) সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, মিথ্রিডেটিসের তিনি ছিলেন অধস্তন অষ্টম পুরুষ। মাতৃকুলের দিক দিয়া অলেক্সান্দর ও সেলিউকাস্ বংশীয়দিগের সহিত

তাঁহার সম্পর্ক ছিল। মম্‌সেন তাঁহার যে চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন (৪) তাহাতে অমিত বল, বিশাল দেহ ও অদম্য কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ব্যতীত তাঁহার আভিজাত্যের অপর কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। আহারে, বিহারে, পানশক্তিতে তাঁহার সমকক্ষ নাকি কেহই ছিল না, কিন্তু নৈতিক চরিত্রে বর্ব্বর জাতি সুলভ সকল দোষই বিদ্যমান ছিল। কৃতঘ্ন, নিষ্ঠুর, মিথ্যাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এরূপ একজন নৃপতিকে আদর্শ চরিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে মানব জাতিরই অপমান করা হয়। আপন মাতা, ভ্রাতা, ও ভগ্নী—ইনি আবার ছিলেন তাঁহারই পরিণীতা পত্নী—এবং তিন পুত্র ও তিন কন্যাকে আজীবন কারারুদ্ধ রাখিয়া তিনি মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। নিতান্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকেও বিনাকারণে প্রাণদণ্ড দিতে, তাঁহার একটুও বাধিত না, শুধু এই ভয়ে, পাছে ভবিষ্যতে সে তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হয়। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়া, প্রাণ রক্ষার জন্য, তাঁহাকে নিয়ত এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পলাইয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। ইহাই মনে হয় তাঁহার চারিত্রিক বিকৃতির কারণ। গ্রীক সংস্কৃতি ছিল তাঁহার ও তৎকালীন পারদ সমাজের, বাহিরের একপ্রকার আবরণ মাত্র, তাহাও আবার সর্ব্বত্র ভালরূপ খাপ খায় নাই। তাঁহার রাজসভায় গ্রীক ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও কবিদের স্থান ছিল বটে, কিন্তু আসল আদর ছিল গায়ক ও বিদূষক (ভাঁড়) দিগের। গ্রীক শিল্পের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাইত, অঙ্গুরীয়ক ও অলঙ্কারাদির এবং মূল্যবান আসবাব প্রভৃতির সংগ্রহ-চিকীর্ষায়। যাহারা অত্যধিক খাইতে ও পান করিতে পারিত, তাহাদিগের জন্য ছিল পারিতোষিকের বিশেষ ব্যবস্থা। এরূপ একজন বিশিষ্ট নরাধিপের চরিত্র হইতে, জাতীয় কৃষ্টি ও সমাজের অবস্থা, কতকটা যে না

(৪) Mommsen's History of Rome, (Everyman's Library), Vol III, pp. 259-262.

অনুমান করা যাইতে পারে তাহা নয়। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু ষষ্ঠ মিথ্রিডেটিস্‌কে বিশেষ দোষারোপ করা চলে না। মরুভূমের সিংহের ন্যায় তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, অক্লান্ত ভাবে, বীর-বিক্রমে, রোমক-যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। সে যুদ্ধ ছিল প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের সুদীর্ঘ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। যে রোমক বীর মার্ক এণ্টনি, মিশরের রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার প্রণয়ী বলিয়া জগদ্‌ বিখ্যাত, তিনি খৃঃ পূঃ ৩৬ অব্দে এই পারদদিগেরই নিকট পরাজিত হন। ইহারই কিছুকাল পূর্ব্বে, রাজা প্রথম অরোডিসের (Orodes I-এর) রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ৫৭-৩৭), রোমক সৈন্যদল, ক্র্যাসাস্‌ (Crassus)-এর অধিনায়কতায় যুদ্ধ করিতে আসিয়া একবারে নির্ম্মূল প্রায় হইয়া যায়, এবং ক্র্যাসাস্‌ ও তাঁহার পুত্র উভয়েই নিহত হন (৫)। এ যুদ্ধে, পারদেরা, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তীর নিক্ষেপ, এবং পলায়নের ভান করিয়া, কিছুদূর হঠিয়া গিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন ও পুনরাক্রমণ, এই দুই চিরাগত প্রথা অবলম্বন করিয়া রোমকদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এ যুদ্ধ, পারস্যের বহির্দ্দেশে, হারান্‌ নামক স্থানে, সংঘটিত হয়।

পারদ জাতি ও গ্রীক কৃষ্টির ব্যর্থ অনুকরণ।

গ্রীক ও রোমক সভ্যতার স্বল্পাধিক পরিচয় লাভ করিলেও, পারদদিগের আদিম বর্ব্বরতা সহজে ঘুচে নাই। ক্র্যাসাসের দেহ-বিচ্যুত মস্তক অরোডিসের নিকট আর্ম্মেনিয়ায় প্রেরিত হয়। তিনি সেখানে কোনও বিবাহ উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। সন্দেশ বাহক দূতবৃন্দ যখন অরোডিস্‌ (Orodes) সমীপে মুণ্ডটি আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন তত্রস্থ রঙ্গমঞ্চে গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের একখানি নাটক (৬) অভিনীত

(৫) G. E. Ramsay, Annals of Tacitus, p. 141, notes.

(৬) এই নাটকখানির নাম Bacchae

হইতেছিল। ঘটনাক্রমে ইহার কোনও স্থানে ছিন্নমুণ্ড সম্বন্ধে কিছু লিখিত থাকায়, একজন সেই মুণ্ডটি লইয়া প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হয়, এবং ভূমিকায় রোমকদিগের পরাজয় সম্বন্ধে দুই পাঁচ কথা জুড়িয়া দেয় (৭)। একথা প্লুটার্কের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে (৮)। পারদেরা গ্রীক সংস্কৃতির প্রকৃত সত্তা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে এরূপ হীন ও অমানুষিক আচরণ, নাট্যমঞ্চে কদাপি অনুষ্ঠিত হইত না।

পারদদিগের বর্ব্বরতা।

পারদেরা যে, দুইটি বিভিন্ন কৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, ইহাই প্রকৃত কথা। পারদ সমাজে গ্রীক সংস্কৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, ধূলিমলিন দর্পনোদর নিহিত প্রতিবিম্বের ন্যায়, অনেকটা যেন অস্পষ্টভাবে। ইহারই ভিতরে কতকটা, অস্পষ্টতরভাবে, প্রতিফলিত হইয়াছিল, পারসীক সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য।

পারদ কৃষ্টির দুইটি ধারা।

শাসন প্রণালী সম্পর্কে পারদদিগের মৌলিকতার দাবী প্রমাণাভাবে সমর্থিত হইতে পারে না। মাত্র গ্রীক শাসন পদ্ধতির কাঠামো বজায় রাখিয়া, পারদেরা শাসনকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। পারদাধিকারে, শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে, অনেকদিন ধরিয়া গ্রীক ভাষারই ব্যবহার চলিয়াছিল। এমন কি তাহাদের মুদ্রাগুলির ওজনও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল গ্রীক মুদ্রারই অনুকরণে। এই সকল মুদ্রার লেখ হইতে গ্রীক অনুকৃতির স্রোতোধারা কতদূর গড়াইয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কোথাও বা রাজাকে বলা হইয়াছে Dikaeos অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ, কোথাও

---

(৭) S, Lloyd, Twin Rivers. p. 107.

(৮) Plutarch's Lives, translation by John and William Langhorne. (1834), p, 394.

কোথাও Epiphanes 'দেবতার প্রকাশ', আর কোথাও বা কিঞ্চিৎ মাত্র কুণ্ঠা বোধ না করিয়া Phil Hellene অর্থাৎ গ্রীক সংস্কৃতির রক্ষক বলিয়া নৃপতি আপনাকে পরিচিত করিয়াছেন (৯)।

শৈল-ভাস্কর্য্যে দুইটি প্রতিকৃতি।

স্থাপত্যেও পারদ দিগের গ্রীক অনুকৃতি ঠিক সফল হইতে পারে নাই। শৈল-ভাস্কর্য্যের দুইটি মাত্র নিদর্শন, দ্বিতীয় গোটার্জেসের (Gotarzes-এর) প্রতিকৃতি, বিশিতুন পর্ব্বতগাত্রে পাওয়া গিয়াছে।

পিতৃঘাতী চতুর্থ ফ্রাটেস্।

এই পারদ বংশের চতুর্থ ফ্রাটেস্ বা ফ্রাওটেস্ (Fraates IV) নিজ পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। শুনা যায় তিনি তাঁহার ভ্রাতাকেও হত্যা করিয়াছিলেন। ইঁহারই রাজত্বকালে, খৃঃ পূঃ ২০ অব্দে, রোমকগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধকালে লুণ্ঠিত ধ্বজদণ্ডগুলি (Standards) সন্ধিসূত্রে প্রত্যর্পিত হয়। এই অত্যাচারী নরপতি স্বয়ং এক আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে পর, আর্সাকেস্ অথবা আর্সাসেস্ (Arsaces) বংশীয় জনৈক কুলপুত্র রাজপদে মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পর রাজা হইলেন, রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী, চতুর্থ ফ্রাটেস্-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভনোনিস্ অথবা ভনোনেস্ (Vonones)। ভনোনিস্ এই নামটি

পারদরাজ ভনোনিস্।

পারদগিগের সম্রাটকুল জ্ঞাপক ('is a Parthian Imperial name) বলিয়া শুনা যায়। হয়তো এই ভনোনিস্, এবং যাঁহার নাম ইন্দো-পারদীয় শাসনকর্ত্তৃগণের মুদ্রায় উৎকীর্ণ দেখা যায়, সেই ভনোনিস্, অভিন্নই হইবেন। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে কেনোটিই শুধু

(৯) W. M. Mc Govern, op. cit. page 73.

ভনোনিসের নিজের নামে প্রচারিত হয় নাই, সকলগুলিতেই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে।

ভনোনিসের রাজ্যের শাসনকেন্দ্র, হয়তো পারদদিগের নিজ দেশ পার্‌দিয়াতেই (Parthia), অথবা সিস্তানের (শকস্থানের) পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেই অবস্থিত ছিল। ভনোনিস্ শুধু যে সিস্তান নয়, আরাকোসিয়া (Arachosia) অর্থাৎ গান্ধারও জয় করিয়াছিলেন, এবং নিম্ন-কাবুল উপত্যকায় ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে যে তাঁহারই নিয়োজিত শাসনকর্ত্তৃগণ দেশ শাসনে নিরত ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সিন্ধুনদের প্রত্যন্ত-প্রদেশে পারদ প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তক্ষশীলার শাসনকর্ত্তা মোয়ের রাজত্বকালে। তক্ষশীলার তাম্রপট্টে মোয় (Maues) মহারাজ মোগ নামে উক্ত হইয়াছেন। তিনি ছিলেন স্বাধীন নরাধিপ। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ যে সকল মত পোষণ করেন তাহা সব মানিয়া লইতে গেলে মোয়ের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৯৫ কিংবা ১২০ হইতে খৃঃ অব্দ ১৯৪এর মধ্যে পড়ে (১০)। মোয় নাকি ছিলেন বহিরাগত ভাগ্যান্বেষী (adventurer)। তিনি দ্বিতীয় আজেস্ (Azes)-এর অথবা অয়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন নিতান্ত অবৈধভাবে, ভনোনিসের বংশের সহিত তাঁহার নাকি কোন সম্পর্কই ছিল না (১১)। মোয়, ভনোনিসের ঠিক পরবর্ত্তী এবং প্রথম আজেস্-এর (Azes I-এর) ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী হউন, কিংবা ভনোনিস্ হইতে পঞ্চম রাজা দ্বিতীয় আজেস্ এরই পরবর্ত্তী

ভারতের সহিত সম্পর্কের প্রকৃতি।

(১০) স্বর্গত বন্ধু রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মোয়ের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দের শেষ পাদে ফেলিয়াছেন। (Pre-historic, Ancient and Hindu India, Page 123.)

(১১) Indian Culture, Vol VIII, No. 2. page 141.

হউন (১২), শিল্প ও সংস্কৃতির দিক হইতে সে তথ্য সেরূপ প্রয়োজনীয় নয়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন, প্রথম আজেস্ (Azes I) ছিলেন মোয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ৫৮ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি রাজপ্রতিনিধিরূপে তক্ষশীলায় শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রথম আজেস্ (অয়) নিজেও স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজেস্-এর পর, তাঁহার সহ-শাসক এবং সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র আজিলাইসেস্ এবং তৎপরে আজিলাইসেসের পুত্র দ্বিতীয় আজেস্ পাঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিদীয় (Scythian) বলিয়া পরিচিত এই পারদ রাজগণ ভারতে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই, এবং কৃষ্টির দিক দিয়া তাঁহাদিগের রাজত্ব বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। ভনোনিস্ যে য়ুয়ানী প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না তাহা তাঁহার আমলের মুদ্রা হইতেই বুঝা যায়। এগুলি গ্রীকরাজ এপোলোদাতের (Apollodotus-এর) ও দেমেত্রিয়ের (Demetrius-এর) মুদ্রার নকল মাত্র। তাঁহার রাজত্বকালে পারদশিল্প কোনও মৌলিক অথবা বিশিষ্ট অবদানে সমৃদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পারদ কৃষ্টি ভারতে মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোন চিহ্নই রাখিয়া যায় নাই।

কথিত আছে যে, পারদদিগের ভারত আক্রমণ প্রথম অনুষ্ঠিত হয় খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দে। এই অভিযানই যে ইন্দোপারদীয় শাখার উদ্ভব ও ক্রমবিস্তৃতির মূল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গুদুফর, গণ্ডোফেরস্, অথবা গণ্ডোফার্নিস্—ভারতীয় প্রথায় এ নামটি 'বিন্দুফর্ণ' অথবা 'বিন্দফার্ণ' রূপে রূপান্তরিত হইতেও দেখা যায়,—কাবুল

গণ্ডোফার্নিস (বিন্দুফর্ণ) ও ভারতীয় গ্রীক রাজবংশের উচ্ছেদ।

(১২) H. C. Raychoudhury political History of India, Page 279.

উপত্যকায় হার্ম্মাইয়স্ (Hermaios) নামক শেষ গ্রীক রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। ইনি সিংহাসন লাভ করেন ২০ খৃঃ অব্দে, দ্বিতীয় আজেসের রাজ্যান্তে; মতান্তরে তাঁহার রাজ্যারোহণকাল ৪৭ খৃঃ অব্দ বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকে। প্রবাদ মতে সেণ্ট টমাস্ (St. Thomas) নামক খৃষ্টিয় সন্ত ধর্ম্মপ্রচাররার্থ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ইহারই রাজত্বকালে। গণ্ডোফেরস্ সম্ভবতঃ সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। কুষাণ রাজ কুজলকদফিস, কতকাংশে গণ্ডোফার্ণিসের সমকালীন ছিলেন। নাসিক লিপিতে "পহ্লব" বলিয়া যে শব্দটি দেখা যায় তাহা সম্ভবতঃ পারদেরই প্রতিশব্দ এবং মনে হয় উহা পারদকুল সম্ভূত ভনোনিস্ ও গণ্ডোফেরসের বংশধরদিগের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল। বায়ুপুরাণে ও হরিবংশে পহ্লবদিগের উল্লেখ আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে পহ্লবেরা "শ্মশ্রুধারী নর" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (১৩)।

গণ্ডোফার্নিস্ ও রুস্তম্।

হের্টসফেল্ড্ (Herzfeld) প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে গণ্ডোফেরস্ ও পৌরাণিক রুস্তম্ অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। উভয়েই জন্মিয়াছিলেন শককুলে, সুরেন (Suren) বংশে। গণ্ডোফার্নিস্ খৃষ্টিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উহা প্রচারের সহায়তা করুন বা নাই করুন, প্রাচীন ইরাণের জরথুস্ত্রবাদ, পারদ সংস্কৃতিতে যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, ইহা ধ্রুব সত্য। অর্থাগ্নেস্ নামক যে রাজার অধীনতা গণ্ডোফার্নেস্‌কে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তিনি যে ইরাণের মাজ্দীয় ধর্ম্মাবলম্বী (জরথুষ্ট্র মতাবলম্বী) ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর্থাগ্নেস্, মাজ্দীয় ধর্ম্মের দেবতা "ভেরথ্রঘ্ন"-এর অর্থাৎ বৃত্রঘ্ন

(১৩) বায়ুপুরাণ ৮৮, ১৪১, Vide Political Hist. of Ancient India, H. Raychoudhury, p. 375.

নামেরই রূপান্তর মাত্র। গণ্ডোফার্নিসের পর কুজুল কদফিস্ পারদশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া, ৪৮ খৃঃ অব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। ইনিই প্রথমে পাঁচটি কৌম (Tribes) একত্রিত করিয়া কুষাণ সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করেন। কুজুল তক্ষশিলা অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতের প্রথম কুষাণ রাজা বলিয়া ধরিতে গেলে, তাঁহার পুত্র বিমকদফিসেরই নামোল্লেখ করিতে হয়।

এই যুগ-সন্ধিক্ষণে ভারত বিদেশী ধর্ম্ম-প্রভাব অতিক্রম করিয়া যে, নিজ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় বিমকদফিস্ কর্ত্তৃক মাহশ্বের (শৈব) ধর্ম্ম অবলম্বনে। তাঁহার মুদ্রাগুলির একদিকে ত্রিশূলহস্ত মহাদেব ও পার্শ্বদেশে বৃষভমূর্ত্তি স্পষ্টই উৎকীর্ণ রহিয়াছে (১৪)।

পুনরায় পারসীক ইতিহাসের মূলসূত্র অবলম্বন করা প্রয়োজন। ইরাণের পারদরাজ ভনোনিস্, ইন্দোপারদীয়

আর্টাবানুস্ (তৃতীয়) ও তৎপুত্র গোটার্জেস্।

মুদ্রার ভনোনিস্ হইতে অভিন্ন হউন বা না হউন, তিনি ইরাণের সিংহাসনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারেন নাই। ভনোনিস্ বিতাড়িত হইলে রাজপদে অভিষিক্ত হন তৃতীয় আর্টাবানুস্। ইনি দুই দুইবার রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পুনরায় রাজ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গোটার্জেস্ (Gotarzes) নিজ ভ্রাতাকে নিহত করিয়া খৃঃ ৪৬ অব্দে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া দেশের প্রতিপত্তিশালী যাজক-সম্প্রদায়, ভনোনিসের পুত্র মেহেরডেটিস্‌কে রোম হইতে আহ্বান করিয়া আনেন। যুদ্ধে গোটার্জেস্ই জয়লাভ করেন। এই ঘটনা

(১৪) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাচীন মুদ্রা (Hindi Edition), পৃঃ ১০৯।

বেহিস্তুন (বিশিতুন) পর্ব্বতে, শৈলগাত্রে ক্ষোদিত, দুইটি বিভিন্ন চিত্রফলকে দেখান হইয়াছে। ডাহিনদিকের ফলকে তিনটি অশ্বারোহী মূর্ত্তি—মধ্যের মূর্ত্তিটি গোটার্জেসের। তাঁহার নাম উপরে গ্রীক অক্ষরে লিখিত আছে। অপর ফলকে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিতেছেন, প্রতিদ্বন্দ্বী মেহেরডেটিস্ পরাভূত হইয়াছে। এত যে ইতিহাসের কথা আলোচিত হইল, শিল্পের সহিত তাহার এইটুকুই যা সম্বন্ধ। রাজ্যে শান্তি বিরাজিত না থাকিলে, শিল্পসৃষ্টি কিম্বা শিল্পের উৎকর্ষবিধান সহজ সাধ্য হইতে পারে না।

পারদ ভাস্কার্য্যে গোটার্জেস (Gotarzes)।

সাহনামায় ফির্দৌসি পারদযুগের নৃপতিদিগের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ইঁহাদিগের নাম মাত্র শুনিয়াছেন, রাজ-কাহিনী বিষয়ক ইতিবৃত্তে ইঁহাদের বিষয় নিজে কিছুই পাঠ করেন নাই।

সাহনামায় পারদ যুগের কথা।

"অজ্-এশান্ বজুজ নাম্ ন-শনীদঃ অম্।
ন দর্নমেয়ে খস্রূ আঁ দীদঃ অম্ ॥"

সাহনামা গ্রন্থে পারদবংশীয় রাজাদিগের বৃত্তান্ত ভিন্ন বংশের ও ভিন্ন যুগের ইতিহাসের সহিত এরূপ ভাবে সংমিশ্রিত রহিয়াছে যে, তাহা বাছিয়া লইয়া একটা ধারাবাহিক বিবরণ সঙ্কলন করা কষ্ট সাধ্য হইলেও একবারে অসম্ভব নয়। ইরাণীয় তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদিগের এক্ষণে ইহাই স্পষ্ট অভিমত (১৫)। হের্টস্ফেলড্ বলিয়াছেন যে, সাহনামায় বর্ণিত বীর (পহল-

---

(১৫) Sir J. C. Coyajee, House of Gotarzes, J. R. A. S. B. (N. S.) XXVIII, 1923, page 27 ff ; কয়াজী এই প্রসঙ্গে Herzfeld ব্যতীত Noldeke ও Marquardt নামক দুইজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

ওয়ান্) গণের অন্যতম গুদার্জ, পারদরাজ গোটার্জেস্ ব্যতীত আর কেহই নহেন (১৬)। রাজকুমার ফারুদের মৃত্যু হইতে হামাওয়ানের যুদ্ধ, এবং কামুস্ নামক কুশানীয়ের (Kamus the Kushanian) ও অপর কয়জনের সহিত বিরোধের বর্ণনা সাহনামার যে অংশে প্রদপ্ত হইয়াছে, তাহা পারদযুগের একটানা ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ এই এক অধ্যায়ে, পারদযুগের কয়েক দশকের ইতিহাস, সল্পমাত্র প্রচ্ছন্ন ভাবেই প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এ যুগের ইতিকথামূলক কোনও কোনও ঘটনা অবলম্বন করিয়া, পূর্ব্ব হইতেই যে, জনপ্রিয় গীতি-কবিতা নিচয় রচিত হইয়াছিল এবং সাহনামা মহাকাব্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই যে সেগুলি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা ফির্দৌসির নিজের উক্তি হইতেই বুঝা যায়। সাহনামা হইতে, এই গাথাগুলির মূলাংশ ও আকৃতি প্রকৃতিও, কতকটা নির্ণয় করা চলে। কালিদাসের ন্যায় ফির্দৌসিও পূর্ব্ব-সূরীকৃত বাগ্দ্বারে অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কবি নিজেই বলিয়াছেন যে, গুদার্জের পৌত্র বেজান ও মানিজ নামক নায়িকার প্রণয় বিষয়ক গাথা, তিনি নিজ পরিবারস্থ কোনও মহিলা কর্ত্তৃক গীত হইতে শুনিয়াছিলেন।

সাহনামার প্রাগুক্ত অংশের ঘটনাগুলি জাষ্টিন্ (Justin) ও ট্যাসিটাস্ (Tacitus) প্রভৃতি ঐতিহাসিকের বর্ণনার সহিত যথাযথভাবে মিলিয়া যায়, কোথাও ঘটনা পারম্পর্য্যের বিচ্যুতি দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য ইতিহাসে গোটার্জেস্, রাজা তৃতীয় আর্টাবান্নুসের প্রধান যোদ্ধা (Kalymenos) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ট্যাসিটাস্ (Tacitus) তাঁহার 'ভয়াবহ' সাহসের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার, বীরত্ব ও গৌরবের বর্ণনা

---

(১৬) Ibid, Page, 27.

করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার প্রকৃত মহানুভবতা প্রকাশ পাইয়াছিল যখন তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভার্দানেস্‌কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল তাহা প্রকাশ করিয়া। মেহেরডেটিসেরও বিষকুম্ভ পয়োমুখ বন্ধুর অভাব ছিলনা। আইজারটেস্ (Izartes) নামক মিত্ররাজ প্রকাশ্যভাবে মেহেরডেটিসের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোটার্জেসের প্রতিই গোপনে তাঁহার শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল সমধিক। গোটার্জেস, সান্‌বুলস নামক পর্ব্বতের নিকট, সেই স্থানের দেবতাদের কাছে, প্রার্থনা ও উপাসনা করেন। সেখানে হার্কিউলিসের পূজাই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছিল। এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় আসিরীয়ার প্রাচীনতম নগর নাইনস্ এবং আরবেলা নামক প্রাচীন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থিত দুর্গটি অধিকৃত হইলে পর (১৭)। ষড়যন্ত্রে যাহারা লিপ্ত ছিল তাহারা ভার্দানেসের প্রাণ হরণের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিল। পরাজিত প্রতিপক্ষ মেহেরডেটিসের প্রাণদণ্ড-বিধান করিতে স্বেচ্ছায় বিরত হইয়া তিনি যে মহত্ত্ব দেখাইয়া ছিলেন তাহাও সহজে বিস্মৃত হইবার নয়। প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার অচল নিষ্ঠা ছিল। ট্যাসিটাস্ তাঁহার হার্কিউলিস্ (Hercules) পূজার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু এ হার্কিউলিস্ (Hercules Artagnes) মাজদীয় ধর্ম্মের "ভেরেথ্রেঘ্ন" (বৈদিক বৃত্রঘ্ন) ব্যতীত আর কিছুই নয়। গ্রীকদিগের হার্কিউলিসের সহিত এ দেবতার কোনও সম্পর্ক নাই।

সাহনামায় ও ইতিহাসে গোটার্জিস্।

(১৭) "interea Gotarzes, apud montem cui nomen Sunbulos, vota dis loci susciapiebat, praecipua religione Hercule". (In the meantime Gotarzes, near the mountain called Sunbulos was honouring the gods of the place, among whom Hercules had the first place) Cornelii Taciti annalium, l. XII, C-13."

নায়কের যেরূপ আকস্মিক ভাগ্য-পরিবর্ত্তন কাব্যের উপজীব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, গোটার্জেসের জীবনে তাহার অভাব ঘটে নাই। তিনি কখনও বা সমগ্র ইরাণের রাজত্বলাভ করিয়া রোমকদিগের সমর্থিত সিংহাসনের দাবিদারের সহিত যুদ্ধে নিরত, আবার কখনও বা তিনি অত্যাচারী ও নিন্দার্হরূপে পরিগণিত হইয়া, বনানীসঙ্কুল হির্কানিয়া (Hyrcania) প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণে উন্মুখ। কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী হির্কানিয়ার সহিত গোটার্জেস্ ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ যেন বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

পণ্ডিত প্রবর কয়াজী অনুমান করিয়াছেন (১৮) যে, যে সকল ইতিকথামূলক গাথা ও লোক সঙ্গীতে গোটার্জেসের কীর্ত্তি-কলাপ বর্ণিত ছিল, তাহাই একত্রিত করিয়া সাহনামার এ অধ্যায়টী রচিত হইয়াছে। ইহার প্রথমেই ফারুদ বধের বৃত্তান্ত। সাহনামার বর্ণনা মতে, ফারুদ, নৃপতি কাইখস্রুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, আর ইতিহাসের ভার্দানেস্ ছিলেন তৃতীয় আর্টাবানুসের পুত্র। ফারুদ অথবা ফ্রাওটেস্ (Phraotes) ও ভার্দানেস্ (Vardanes) যে অভিন্ন, মনীষী লেখক তাহা সযত্নে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে গোটার্জেস্ ছিলেন আর্টাবানুসের পালিত-পুত্র স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার ও ভার্দানেসের মধ্যে কতকটা ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। গোটার্জেসের একটি মুদ্রায় "গোটার্জেস, এরাণের (ইরাণের) রাজাধিরাজ হার্টাবানুসের (আর্টাবানুসের) পোষ্যপুত্র" এইরূপ লিখিত আছে (১৯)। উভয়েই, ইরাণের, বিদ্রোহে উণ্মুখ, অভিজাত বংশীয়দিগের দ্বারা

ফারুদ ও ভার্দানেস্।

(১৮) J. R. A. S. B., loc. cit. page 208.

(১৯) Herzfeld, Kushano—Sasanian Coins, Memoir Arch. Survey of India, page 5.

নিহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছিল পারস্যের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রায় একই স্থানে। সপদ পর্ব্বতের উপরিস্থ কালাতের যে দুর্গটিতে ফারুদ প্রাণ হারাইয়া ছিলেন তাহা এই অংশেই অবস্থিত। উভয়েই তোখারীয় সেনার সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ফারুদের সাহায্যকারীর তোখার এই কল্পিত নাম, এই উক্তিই সমর্থন করে। ভার্দানেস্ দাম্ভিক ও স্বৈরাচারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ফারুদও যে কোপন স্বভাব ছিলেন এবং তিনিও যে বিষদিগ্ধ বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না, তাহা সাহনামাতেই উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে উভয়ের মধ্যে শুধু নামের নয় চরিত্রের সাদৃশ্যও যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। বীরত্বে ভার্দানেস্ গোটার্জেস্ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। মধ্য এশিয়ায় জয়লাভ করিয়া, ইরাণের প্রাধান্য তিনিই অনেকাংশে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জরাস্প অথবা জরাসেব্ ফারুদের হত্যাকারী বলিয়া উক্ত হইলেও গুদার্জের (Gotarzges) নিজবংশীয় দুই ব্যক্তি রেজান্ ও রহম্—এই হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ছিলেন (২০)। ফারুদ হত্যার পর হইতেই গুদার্জ্জের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়।

ফারুদ হত্যা ও গুদার্জ্জের সৌভাগ্য।

সাহনামার আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, তুরাণ অভিযানের অধিনায়ক, তুস্, পারস্যাধীপের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কালাত আক্রমণ করায় পদচ্যুত হন এবং গুদার্জ্জ সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারই স্থানে। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত মতে ভার্দানেস্ নিহত হইলে গোটার্জেসই যে,

(২০) মধ্যযুগের মুস্লিম চিত্রশিল্পে, ১৪৪৪ খৃঃ অব্দে মহম্মদ জুকির নির্দ্দেশক্রমে লিখিত একখানি সাহানামায়, ফারুদ বধের ক্ষুদ্রক (miniature) চিত্র, চিত্রন-রীতির সুষ্ঠু সম্পাদন হেতু বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এতৎসম্পর্কে এ কথাও স্মরণ-রাখা প্রয়োজন।

গোটার্জেসের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই, প্রথম ভলোজেসেস্ (Vologeses I) সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহারই রাজত্বকাল হইতে, জরথুষ্ট্রের ধর্ম্ম, পুনরায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পারদান্বয়ে পূর্ববর্ত্তী রাজগণ যে, জরথুষ্ট্রিয় ধর্ম্মে প্রকাশ্যভাবে অনুরক্ত ছিলেন, এরূপ ধারণা করিবার হেতু দেখা যায় না। অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ডের (Gordon Chi'de-এর) মতে জরথুষ্ট্রবাদ রাজকীয় ধর্ম্মরূপে নবগঠিত পুরোহিত সম্প্রদায়ের তত্বাবধানে, অভিনব অনুষ্ঠানাদির সহিত, সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইরাণের এই আর্সাকীয় রাজাদিগের দ্বারাই। অনুমান হয় ইহা খৃঃ পূঃ ৫০ অব্দের পরবর্ত্তীকালের ঘটনা।

ভল্‌কাশ বা ভলোজেসেস্ কর্ত্তৃক ইরাণীয় ধর্ম্ম-পুস্তক সমূহ সংরক্ষণ।

দিনকর্দ গ্রন্থের চতুর্থখণ্ডে লিখিত আছে যে, ভল্‌কাশ-এর (ভলোজেসেস্-এর) নির্দেশ, ক্রমে তৎকালে বিদ্যমান, জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সযত্নে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় (২১)। ভল্‌কাশ (খৃঃ অঃ ৫০-৭৮) এ ধর্ম্ম-পুস্তকগুলি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রধানতঃ রাজা বা রাজচক্রবর্ত্তী হিসাবে। তাঁহার ভ্রাতা টিরিডেটিস্ মাগীয় মতাবলম্বী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহারও এ কার্য্যে উৎসাহ থাকা অসম্ভব নয় (২২)। আবেস্তা গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন অংশ যোজনা করিয়া উহা পুনর্গঠনের ভার তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন (২৩)।

(২১) T. Rizwi, Parsis, A people of the Book, p. 38.

(২২) A. G. and Edmund Warner's Trans. of Shah-namah, vol. I, page 63.

(২৩) এই গ্রন্থের আর একখানি নূতন সংস্করণ সম্পাদিত হয় সাসানীয় যুগে, দ্বিতীয় শাপুরের রাজত্বকালে।

পহ্লবী ভাষায় লিখিত জরথুস্ত্রবাদ বিষয়ক ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে দিনকর্দই প্রধানতম। ইহাতে ঐতিহাসিক, ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক, ও জ্যোতিষ সম্পর্কীয় নানা তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

গোটার্জেসের উত্তরাধিকারীদিগের সহিত ভলোজেসেসের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাই বেজান ও পল্‌সনের যুদ্ধ কাহিনী রূপে সাহনামায় স্থান পাইয়াছে।

রোমকদিগের সহিত শক্তি পরীক্ষা।

পারদদিগের সহিত রোমক রাজশক্তির যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের কথা ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কখনও বা রোমক পক্ষের, কখনও বা পারদ নৃপতিদিগের জয়লাভ ঘটিয়াছিল। পারদাধিকারে যুদ্ধই ছিল যেন জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। সম্রাট ট্রাজান স্বয়ং পারদ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (২৪)। এ যুদ্ধে যে তিনটি প্রদেশ তিনি রোমক অধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রধান দুইটি,-মেসোপটেমিয়া ও আর্ম্মেণিয়া—রোমক সম্রাট হাড্রিয়ান (খৃঃ অঃ ১১৭-১৩৮) বাধ্য হইয়া পরে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর সম্রাট মার্কাস্ অরেলিয়াস্-এর (Marcus Aurelius) রাজত্বকালে (খৃঃ অঃ ১৬১-১৮০) পারদেরা রোমক সৈন্য কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পরাজিত হয়। সম্রাট কারাকালা (খৃঃ অঃ ১৮৮-২১৭) পারদীয় রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী লইয়া শান্তির প্রস্তাব করেন, কিন্তু মনে ছিল তাঁহার গূঢ় দুরভিসন্ধি। রোমকেরা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক পারদরাজ চতুর্থ আর্টাবানুস্‌কে আক্রমণ করিলে পর তিনি কোনও প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইতে সমর্থ হন। এই আর্টাবানুস্‌ই পারস্যের ইতিকথায় আর্দোয়ান্ নামে পরিচিত। চতুর্থ আর্টাবানুস, তাঁহার ভ্রাতা পঞ্চম

(২৪) ট্রাজানের রাজত্বকাল ১৯ বৎসর মাত্র (৯৮ হইতে ১১৭ খৃঃ অব্দ)। তিনি জন্মিয়াছিলেন আনুমানিক ৫২ খৃঃ অব্দে।

ভলোজেসেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সম্রাট কারাকালা (Caracalla), এই জ্ঞাতি-বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া, ২১৬ খৃঃ অব্দে পারদদিগকে আক্রমণ করেন। ইহার ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। টাইগ্রিস্ নদী উত্তীর্ণ হইয়া রোমক সম্রাট আরবেলা-র (Arbela-র) সমাধিগুলি নষ্ট করিয়া ফেলেন এবং চতুর্থ আর্টাবানুস্ যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলে পশ্চাদপসরণ করিয়া কার্হিতে (Carrhae) ফিরিয়া যান। সেখানে তাঁহার প্রিটোরিয়ান রক্ষী (Praetorian Guards) দলের নেতা ম্যাক্রিনাস্ (Macrinus) ২১৭ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহাকে হত্যা করিয়া নিজে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে।

রোমকদিগের পরাজয়, নিসিবিসের যুদ্ধ খ্রীঃ অঃ ২১৭।

নিচ্‌বিচ্ অথবা নিসবিস্-এর (Nisibis-এর) যুদ্ধে রোমকদিগের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং বাধ্য হইয়া ম্যাক্রিনাসকে পারদরাজ্যের রোমক অধিকৃত অংশগুলি তো ছাড়িয়া দিতেই হয়, তৎসহ যাহা কিছু লুণ্ঠিত দ্রব্য (booty) পারদ যুদ্ধে গৃহীত হইয়াছিল তাহা সমস্তই প্রত্যর্পন করিতে হয়। ইহার উপর খেসারত বলিয়া রোমকদিগকে যে ভীষণ অর্থদণ্ড দিতে হয় তাহা ইংরাজী স্বর্ণমুদ্রার হিসাবে ১৭,৫০,০০০ পাউণ্ডের সমতূল্য। ইহার পরেই পারস্যে পারদ রাজ্যাধিকার বিলুপ্ত হইয়া সাসানীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

যাযাবর বংশোদ্ভূত পারদ জাতি, গ্রীক ও প্রাচীন পারসীক সভ্যতার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। পরবর্ত্তীকালের পারদ মুদ্রায়, প্যালাস্ (Pallas), আর্টেমিস্ (Artemis), জিউস্ (Zeus), অ্যাপলো (Apollo) প্রভৃতি গ্রীক দেবদেবীদিগের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। এতদ্‌ব্যতীত রাজচিহ্ন স্বরূপ গ্রীক মুকুট, প্রসাধক অলঙ্কারে গ্রীকমাল্য, ও রাজাদিগের গ্রীক উপাধি, গ্রীক সভ্যতারই প্রবল প্রভাবের

সাক্ষ্য দেয়। গ্রীক গ্রন্থকার প্লুটার্ক (Plutarch) বলিয়াছেন যে, পারদেরা গ্রীক নাটকের অভিনয় দেখিয়া আনন্দ লাভ করিত, এমন কি রাজ দরবারের সরকারী ভাষারূপেও ইহারা গ্রীক ভাষা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

পারস্যে আগমনের সম্ভবতঃ কিছুকাল পরেই, তাহারা প্রচলিত মাজ্‌দীয় ধর্ম্ম (অহুরমজ্‌দার উপাসনা) তাহাদিগের নিজ ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অবিকৃত রাখিতে পারে নাই। তাহার সহিত কিছু পরিমাণে মিশাইয়া লইয়াছিল নিজেদের গোষ্ঠিগত অথবা কৌমগত ধর্ম্ম, আর কিছু পরিমাণ গ্রীকদিগের পৌরাণিক ধর্ম্মানুষ্ঠান। ঐতিহ্যের বন্ধন না থাকিলে ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মে না, তাই মনে হয় পারদগণ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেই কতকাংশে স্থানীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। নতুবা গুডুফর নামে অভিহিত গণ্ডফেরসের কোনও কোনও মুদ্রায় বৃষভসহ মহাদেবের মূর্ত্তি (২৫) উৎকীর্ণ হইবে কেন ? পরবর্ত্তী বিমকদফিসের মুদ্রার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। উন্নততর সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া বিজেতৃগণ নিজেরাই যে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, সভ্যতার ইতিহাসে সে দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

পারদযুগে স্থাপত্য ও কারুশিল্প।

পারদেরা স্থাপত্য বিষয়ে অনুকরণ করিয়াছিল পারসীক (একিমিনীয়) দিগের আর গ্রীক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল ভাস্কর্য্য অলঙ্কারে। পুরাতন আসীরিয় নগরগুলির পশ্চিমদিকে, টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে, মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত হাটরা নামক স্থানে, পারদরাজাদিগের যে ভগ্ন প্রাসাদ বিদ্যমান, তাহার ভাস্কর্য্য অলঙ্কারগুলি

(২৫) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাচীন মুদ্রা (Hindi Edition), পৃঃ—৯৬।

যে গ্রীক শিল্পেরই সুস্পষ্ট অনুকৃতি, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। বড় দালানগুলির প্রবেশদ্বারের খিলানের উপর, অলঙ্করণ স্বরূপ, কোথাও বা গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত নরমস্তক, কোথাও বা নারীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। পূর্ব্বমুখী দরদালানের সম্মুখ-ভাগ একসারি উদ্গত (কুড্য) স্তম্ভে শোভিত। স্থাপত্য বিষয়ে পারদেরা যে অনুন্নত ছিল না, হাটরার আবাস-দুর্গ (Chateau fort) অদ্যাপিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ফাইলোষ্ট্রেটাস্ (খৃঃ অঃ ১৭২-২৪৪) নিজ গ্রন্থে পারদ নরপতির ব্যাবিলনস্থ রাজপ্রাসাদের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে এই প্রাসাদের ছাদ পিত্তলে বিনির্ম্মিত ছিল, এবং তথা হইতে উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরিত হইত। বাহিরের রৌপ্যখচিত বারান্দাগুলি আলোক সম্পাতে অপূর্ব্ব দীপ্তি লাভ করিত। সেগুলি সজ্জিত ছিল স্বর্ণসূত্রগ্রথিত কিংখাপ বস্ত্রে, আর তাহাতে চিত্রিত ছিল গ্রীক পুরাণের কাহিনী নিচয়। ভিত্তিগাত্রে নিবদ্ধ চাকচিক্যময় স্বর্ণ ও রৌপ্য খণ্ডে প্রাসাদের এই সকল অংশ ভাস্বর হইয়া উঠিত। পুরুষদিগের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে, গম্বুজাকৃতি ছাদের ভিতরের দিকটা, নীল প্রস্তর খণ্ডে মণ্ডিত থাকায়, নীল আকাশেরই ন্যায় প্রতিভাত হইত।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যে তথাকথিত পারসীক প্রভাব কিয়ৎপরিমানে পরিলক্ষিত হয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল হইতে (আনু-মানিক খৃঃ পূঃ ৩০০ হইতে খৃঃ পূঃ ২৩২ অব্দের মধ্যে)। ঐতি-হাসিকেরা অনুমান করেন যে এ প্রভাব ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দে। ইরাণে তখন পারদাধিকার কাল। মতান্তরে ইরাণীয় প্রভাবে, পরবর্ত্তী সাসানীয় যুগেই গান্ধার-শিল্প ভারতীয় ভাস্কর্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। আসলে ভারতীয় সংস্কৃতি পারদদিগের নিকট ঋণী নহে। ইরাণের পথে যাহা কিছু আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহা পশ্চিম ও মধ্য

এসিয়া হইতে। ইহা এসিয়া খণ্ডের মানব জাতির সাধারণ উত্তরাধিকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং আমরা কোনও তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া পারদযুগের কৃষ্টি বিষয়েই মনঃসংযোগ করিব। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পারদদিগের বর্ব্বরসুলভ জাঁকজমকের (barbaric display-র) বর্ণনা মার্জ্জিত-রুচি সভ্য-সমাজে প্রীতিপ্রদ না হইতে পারে, কিন্তু এ কথা সত্য যে তাহারা য়ূনানী প্রভাবে বিশেষরূপেই আবিষ্ট হইয়াছিল। সাধারণভাবে গ্রীক প্রভাবের আওতা অতিক্রম করিতে না পারিলেও, কারুশিল্পে ও স্থাপত্যে, পারদযুগের ইরাণীয় শিল্পী একবারে পিছাইয়া পড়ে নাই। রাজা যে গৃহে বসিয়া বিচার করিতেন, সেই গৃহের ভিতরকার ছাদে ইহাদের উপাস্য দেবতাসমূহের সুবর্ণময় মূর্ত্তিগুলি এরূপ সুকৌশলে সন্নিবদ্ধ ছিল যে সেগুলি দেখিয়া আকাশের তারকারাজি বলিয়াই ভ্রম জন্মিত। পারদ যুগের কলাকৌশলসমৃদ্ধ শিল্পচর্য্যার ইহাও একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

মঁসিয়ে গ্যাস্তঁ মিজিয়ঁ (M. Gaston Migeon) লিখিয়াছেন যে আর্সিকীয় (অর্সাসেস্ বংশীয়) নৃপতিগণ তাঁহাদের মহার্ঘ প্রাসাদগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্রমালায় বিভূষিত করিতে বিরত হন নাই (২৬)। কিন্তু সে সকল চিত্রের নিদর্শন আজিকার দিনে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

রাজ প্রাসদে চিত্রশিল্প।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভাস্কর্য্যে পারদেরা গ্রীক অলঙ্করণের উপকরণগুলি অবাধে গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু ধাতব শিল্পের নমুনা দেখিলে মনে হয় যে উহা অনেকাংশে পূর্ব্বাগত দেশজ শিল্পেরই পূর্ণ পরিণতির ফল। পারদাধিকারে রোমের সহিত যতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপিত হউক না কেন, পারস্যের শিল্পী

(২৬) Manuel d'art Mussulman গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সংঘ একিমিনিয় ও মেসোপটেমিয় শিল্পধারা নিজেদের রক্ষণশীলতা গুণে, বাঁধা ছাদের মাধ্যমে, অনেকটা সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেগুলির প্রয়োগ পদ্ধতি তাহারা বিস্মৃত হন নাই। মানব প্রতিকৃতিতে না হউক, জান্তব মূর্ত্তি রচনার বেলায় ইহাদের বেশ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। জান্তব মূর্ত্তি পরিকল্পনার এ ধারাটি যে পরবর্ত্তী যুগেও বর্ত্তিয়াছিল তাহার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব নাই। এ কথা হয়তো একবারে মিথ্যা নহে যে, পারদেরা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হয়তো সে অনুপাতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ওয়ার্কা (Warka) নামক স্থানের সুপ্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে পারদযুগের যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা নাকি আফ্রিকার অসভ্যদিগের নির্ম্মিত মূর্ত্তির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় (২৭)। তবে, সমাধিক্ষেত্রের মূর্ত্তিনিচয় জাতির আদিম প্রথায় বিনির্ম্মিত হওয়াই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমাদের বাঙ্গালাদেশে পীরের আস্তানায়, সমাধিমূলে উৎসৃষ্ট, যে মাটির ঘোড়াগুলি পাওয়া যায় ভারতীয় অশ্ব পরিকল্পনার তাহাই কিছু শেষ কথা নহে।

পারদযুগের উল্লেখযোগ্য যে সকল নমুনা আমাদের কাল পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার মধ্যে পাওয়া যায় রূপার তৈয়ারী তৈজস, পাথরের উপর উঁচু করিয়া ক্ষোদাই করা চিত্র, এবং উদ্গতচিত্রবিশিষ্ট পোড়ামাটির প্লাক্ (Plaque) অথবা ফলক। অশ্বারোহী ধানুকী চিত্রসম্বলিত এইরূপ একখানি ফলক বের্লিনের কাইজার ফ্রেডেরিক চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহাতে পাশ্চাত্য প্রভাব সুপ্রকট হইলেও ভাবে, ভঙ্গিতে ও বেশভূষায় দেশীয় ছাপ মুছিয়া যায় নাই সুতরাং পারদযুগের শিল্পরীতি

(২৭) L'art Persan, Messages d'Orient, Cahier Persan, p. 109.

গ্রীক-রোমক (যোন-রোমক) শৈলীর অনুকারী হইলেও প্রাচ্য প্রভাব শূন্য নহে। এমুর্ত্তিটিও বায়ুপুরানে বর্ণিত পল্লবদিগের ন্যায় যে শ্মশ্রুল চিত্র দৃষ্টে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় (২৮)। ইহার আনুমানিক পাঁচ শত হইতে আট শত বৎসর পূর্ব্বের অর্থাৎ খৃঃ পূঃ অষ্টম হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কালের, মৃগয়ারত ধানুকীর ধনুর্ব্বাণ সাহায্যে আইবেক্স শীকারের যে প্রস্তরক্ষোদিত চিত্র লুরিস্তানে পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্ববর্ণিত পারদযুগের পোড়ামাটির ফলকটির শিল্পের দিক দিয়া যে বংশানুক্রমিক সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা অস্বীকার্য্য নহে।

পূর্ব্ববস্থায় পারদজাতির জীবিকা ছিল মেষপালন ও মেষচারণ। মেষযূথ রক্ষা করার জন্য তাহাদের অশ্বারোহণ ও ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইত। ইহাদের অস্ত্র ছিল বেতের তৈয়ারী ধনুক ও অনতিদীর্ঘ বর্ষা। সুতরাং এযুগের শিল্প নমুনায় ধনুর্ধারী অশ্বারোহী কেন যে স্থান পাইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। চিত্রটিতে দেখিতে পাই অশ্ববেগে ধাববান, আর আরোহী অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই তীর নিক্ষেপ করিতেছে। গতির ছন্দঃ, শিল্পীর পরিকল্পনা শক্তিতে অতি সুন্দররূপেই পরিস্ফুট হইয়াছে। পারদজাতি অশ্বারোহণ কৌশলে বিশেষ দক্ষ ছিল, এমন কি পলায়মান অবস্থাতেও ফিরিয়া শত্রুদিগের প্রতি তীরত্যাগ করিত। পোড়ামাটির ফলকের উপরকার এই চিত্রটি পারদশিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নমুনা বলিয়া গ্রহণ যোগ্য।

মোটের উপর মনে রাখা প্রয়োজন যে পারদ দিগের নিজস্ব জাতীয় শিল্প বলিয়া তেমন কিছু ছিল না এবং এযুগে পারস্যের শিল্প পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ কিছু উন্নত হয় নাই। এ জাতি

---

(২৮) K. Mishkin Collection, Illustrated souvenir of the Burlington House Exhibition of Persian Art, London, 1931, P. 6.

আগাগোড়া যুদ্ধ লইয়াই ব্যাপৃত ছিল। ধার করা য়ুনানী সংস্কৃতি তাহাদের জাতীয় জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে নাই। তাহাদের আমলের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ, তাহা যে বহুলাংশে য়ুনানী ও পারসীক শিল্পীর হাতের কাজ, এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। তাই আধুনিক পারস্যের একজন বিশিষ্ট লেখক, মহ্‌সেন মোগাদাম, তাঁহার ফরাসী ভাষায় রচিত একটি নিবন্ধে পারদদিগকে শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে অর্দ্ধ সভ্য বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন (২৯)।

বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে, জন প্রবাদ মাত্র সম্বল ইতিকথার বিশেষ স্থান নাই বটে কিন্তু শিল্পী এই প্রকার কাহিনী হইতেই তাঁহার কল্পনার খোরাক সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইরাণের শেষ পারদরাজ আর্দোয়ান (আর্টাবানুস্) যে সাসানীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা আর্দেশীর পাপাকান্ (বাবাগান্) কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। রোমক সৈন্য নির্ম্মমভাবে বিধ্বস্ত করার পর কেন যে তিনি একবারেই শক্তিশূন্য হইয়া পড়িলেন তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। হয়তো রাজ্যাধিপ যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত থাকার জন্য অত্যাচারিত প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছিল। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিতে থাকিলে দেশের যে কিরূপ অবস্থা হয়, আজি কালিকার দিনে তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বিশেষ করিয়া রাজা যেখানে স্বেচ্ছাচারী এবং স্বয়ং রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর পান না, সেখানে প্রকৃতিপুঞ্জের দীর্ঘ সঞ্চিত অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া অনুকূল

আর্দেশীর পাপাকান ও পারদ রাজ্যের অবসান।

(২৯) L'art persan Messages d' Orient, loc. cit.

বাতাসে সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠা অসম্ভব নহে। আর্দেশীর ছিলেন পারদ রাজ্যের অধীনস্থ একজন সামন্ত মাত্র। ইহারই নিকট আর্টবানুস পর পর তিনটি বড় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে হোরমুজের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

আর্দেশীরের রাজ্যলাভ সম্পর্কে যে কাহিনী সাহনামায় পাওয়া যায় তাহা নিম্নে বিবৃত হইলঃ—গুলনার (দাড়িম্ব-কুসুম) নামে এক পরম লাবণ্যবতী রমণী বন্দিনীরূপে আর্দেয়ানের রাজধানী রায়ী (Rayyi) নগরীতে আনিত হন। আধুনিক তেহরাণ যে স্থানে অবস্থিত, রায়ী নগরী সেইখানেই বা তৎসান্নিধ্যেই অবস্থিত ছিল। আর্দোয়ান বন্দিনীর রূপলাবণ্যে ও তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহার বাসের জন্য একটি প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাঁহার প্রতি রাজধনাগারের ভার অর্পণ করেন—এতই এই রমণীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। আর্দোয়ান আর্দেশীরের বীরত্বের কথা অবগত হইয়া, তাঁহাকে রাজসভায় আনাইয়া ছিলেন এবং তাহার জন্য রাজ-সিংহাসনের সান্নিধ্যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে? একদিন শিকারে নিহত একটি বন্যগর্দ্দভ লইয়া রাজপুত্রের সহিত আর্দ্দেশীরের বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। আর্দ্দেশীরই সে গর্দ্দভটিকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু রাজপুত্র শিকারটি নিজের বলিয়া দাবী করিয়া বসিলেন। আর্দ্দেশীর ইহাতে দমিলেন না কিন্তু তাঁহার এই নির্ব্বন্ধাতিশয়তার ফলে তিনি রাজরোষে পতিত হইলেন। রাজসভা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তাঁহার স্থান হইল অশ্বশালায় অশ্বশালার অধ্যক্ষরূপে। একদিন গুলনার বাতায়ন বলভী হইতে আর্‌দেশীরকে দেখিবামাত্র মনসিজের মৃদুশায়কে-আহত

গুলনার ও আর্দেশীরের রাজ্যলাভ।

হইয়া একবারেই আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং সেই রাত্রেই সকলে নিদ্রাগত হইলে তিনি অভিসারিকা-বেশে আর্দেশীরের শয়ন গৃহে উপস্থিত হইলেন। লোক-ললমভূতা এই অপূর্ব্ব রূপসীকে শর্য্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মানা দেখিয়া আর্দেশীর মনে করিলেন ইনি বুঝি বা কোন দেববালা হইবেন! বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে অভিভূত হইয়া মুগ্ধ তরুণ তাঁহাকে কিভাবে সম্ভাষণ করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। গুল্‌নার উপাধান হইতে প্রেমাস্পাদের মস্তক নিজ বক্ষে তুলিয়া লইয়া তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, রাজ-সংসারেই বা কি ভাবে আছেন, সেখানে তাঁহার মর্য্যাদা কিরূপ তাহা সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিলেন। রমণীর লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি যে তাঁহার মনঃপ্রাণ আর্দেশীরকে সমর্পণ করিয়াছেন, এমন কি তাঁহার অনুগামিনী হইয়া যদি কৃপাদাসীরূপেও অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে হয় তাহা হইলেও পশ্চাৎপদ হইবেন না, এ কথাও জানাইতে ভুলিলেন না। এই রূপেই উভয়ের বুঝাপড়া হইয়া গেল। একদিন কয়েকজন জ্যোতিষী আর্দোয়ানের কোষ্ঠী বিচার করিতেছিলেন। গুল্‌নার গোপনে অবগত হইলেন যে তাঁহাদের গণনানুসারে তদ্দেশীয় কোনও উচ্চবংশসম্ভূত নেতৃস্থলভ গুণান্বিত ব্যক্তি আর্দোয়ানকে বিনষ্ট করিয়া ইরাণের রাজা হইবেন। মনস্বিনী রমণী এ কথা অবিলম্বে আর্দেশীরকে জানাইয়া নিজপথ স্থির করিয়া লইলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে দৈবজ্ঞেরা যে নেতার উল্লেখ করিয়াছেন তিনি আর্দেশীর ব্যতীত আর কেহই নহেন। রাজার ধনাগার হইতে কিয়ৎ সংখ্যক মহামূল্যবান মণিরত্ন সংগ্রহ করিয়া দুইজনে গোপনে রাজধানী হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়নের সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িতেই আর্দোয়ান উভয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে বিজয় দেবতার প্রতীক সুন্দর

একটি মেষ, আপনা হইতেই উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, তখন ভবিষ্যদ্বক্তা 'মোবেদ'দিগের উপদেশ মতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। আর্দেশীর পাপাকান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যে ২২৬ খৃঃ অব্দে পারদ বংশ উচ্ছেদ করিয়াছিলেন ইহা ইতিহাসের কথা। সম্ভবতঃ আঁর্দোয়ানের কোনও পুরন্ধ্রীকে অথবা প্রিয়পাত্রীকে হস্তগত করিয়া, সকল অন্ধি সন্ধি জানিয়া লইয়া, তিনি আপনার জয়লাভের পথ সুগম করিয়া থাকিবেন। কোনও আধুনিক লেখিকার গ্রন্থে বিশ্বাসঘাতিনী গুল্‌নার প্রাচীন পারস্যের বীর রমণীগণের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন (৩০)। পঞ্চদশ শতাব্দের (খৃঃ ১৪২৯ অব্দের) একখানি সাহনামা পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট, বাতায়ন হইতে প্রথম দর্শনেই আর্দেশীরের প্রতি গুল্‌নারের প্রনয় সঞ্চারের সুন্দর একটি রঙীন চিত্র, ১৯৩১ খৃঃ অব্দে লণ্ডন নগরে, বার্লিংটন হাউস পারস্য শিল্প প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল (৩১)। এ চিত্রে আর্দেশীর অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়, আঁকিবার ভঙ্গীতে তাঁহার পদদ্বয় দেহের অনুপাতে একটু বেশী রকম খাটো হইয়া পড়িয়াছে। গুল্‌নার উপর হইতে ঘাড় হেলাইয়া অশ্বারোহীর প্রতি চাহিয়া আছেন। গৃহস্বামীর পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রবেশ দ্বারের দিক হইতে আর্দেশীরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগাইয়া আসিতেছেন। চিত্রটিতে না আছে মুখাবয়ব অঙ্কন-পারিপাট্য, না আছে কোনও ভাবাবিকাশ; আছে কেবল অপূর্ব্ব বর্ণ-সুষমা ও অপরূপ অলঙ্করণ। শুধু ইহাতেই শিল্পীর দক্ষতার প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়।

---

(৩০) Bapsy Pavry, The Heroines of Ancient Persia, Chap. XIV. P. 67.

(৩১) পুঁথিখানি তদানীন্তন পারসীক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদর্শনার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল।

এরূপ বর্ণসম্পাতকৌশল এক পারস্যের মধ্যযুগের চিত্র ব্যতীত অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

আর্দেশীর পাপাকানের বংশ-পরিচয় পারস্যের ইতি কথায় যে ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশের নামকরণ রহস্য এবং একিমিনিয় রাজ বংশের সহিত উহার প্রবাদমূলক যোগাযোগ স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

পারস্যের পৌরাণিক যুগের অবসান হয় বীর রুস্তমের মৃত্যুর সহিত। তাঁহার শেষ যুদ্ধে তিনি গুস্তাস্পের পুত্র ইস্‌ফান্দিয়ারকে নিহত করেন। ইস্‌ফান্দিয়ারের পুত্র বাহমান, আর্দেশীর দরাজদস্ত (Artaxerexes Longimanus) এই নামেই পাশ্চাত্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন। শুধু বিজয়ী বীর বলিয়া নহে, কূট রাজনীতিজ্ঞরূপেও তিনি পারস্যের ইতিহাসে সুবিখ্যাত। ইঁহারই রাজত্বকাল হইতে নাকি পারস্যে গুপ্তচর নিয়োগ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। বাহমান তাঁহার ভগ্নী (৩২) হুমাইয়ের সহিত পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন। পারস্য প্রথা তখন নাকি দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না।

বাহমানের যখন মৃত্যু ঘটে তাঁহার পুত্র দারা তখন মাতৃগর্ভে। রাজ্যভার গুর্ব্বিণী রাজ্ঞী হুমাইয়ের হস্তেই অর্পিত ছিল। হুমাইয়ের সপত্নী-পুত্র সাসান তাঁহার আর সিংহাসন লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কুর্দ্দিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশ গমন করেন এবং তথায় জীবিকা অর্জ্জনের জন্য মেষ পালনে ব্রতী হন। তৎকালে ফার্‌স্‌ রাজ্যে পাপাক্‌ নামে এক নরপতি ইস্তাখর্‌ নগরে বাস করিতেন। তিনি সাসানকে কন্যাদান করিয়া জামাতৃপদে বরণ করেন। আর্দেশীর পাপাকান্‌ এই দম্পতির সন্তান। ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয়ে রেণো (M. Reinaud) যে মত প্রকাশ করেন তদনুসারে আর্দেশীরের

(৩২) মতান্তরে হুমাই বাহমানের কন্যা, ভগ্নী নহেন।

পিতা সাসান (৩৩) বাহমনের পুত্র সাসানের পৌত্র ছিলেন, এবং এই দ্বিতীয় সাসান হইতেই সাসানীয় বংশের নামকরণ হইয়াছে। রঘুর নাম হইতে যেরূপ রঘুবংশ, সেইরূপ এই সাসানের নাম হইতেই সাসানীয় বংশ লোকসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সাসানীয় রাজবংশের অভ্যুত্থানের সহিত একিমিনিয় যুগের গৌরব প্রায় পূর্ণমাত্রায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

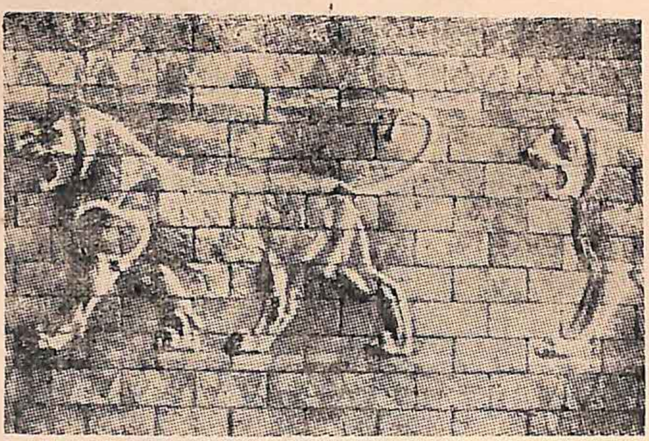
---

(৩৩) Journal Asiatique 1851, Vol 18, 242 ff, cited by E. Diez in Eastern Vrt, October 1928, P. 117.

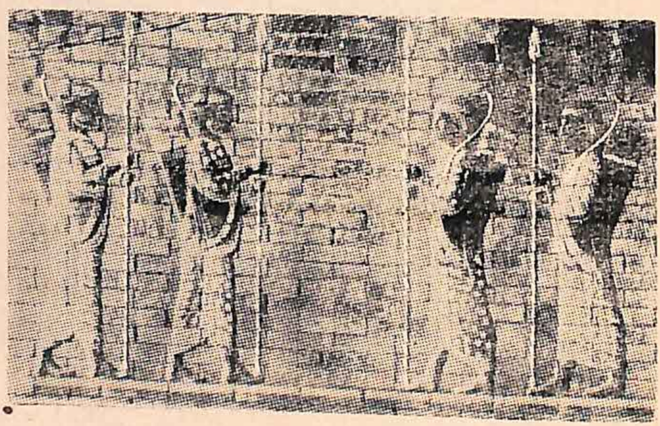


আদিম মানবের ঘটের বুকে আঁকাবাঁকা রেখা।

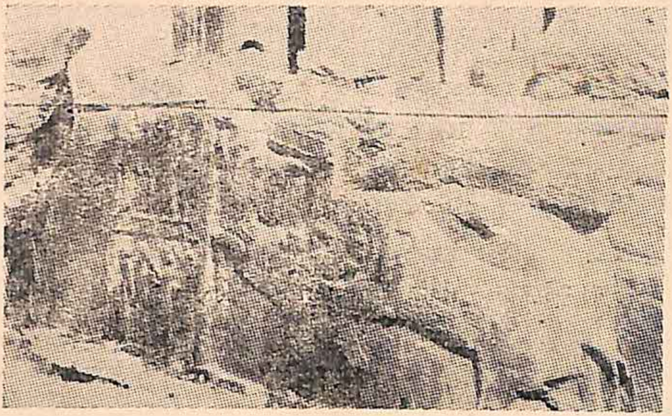
(পৃষ্ঠা—৫)



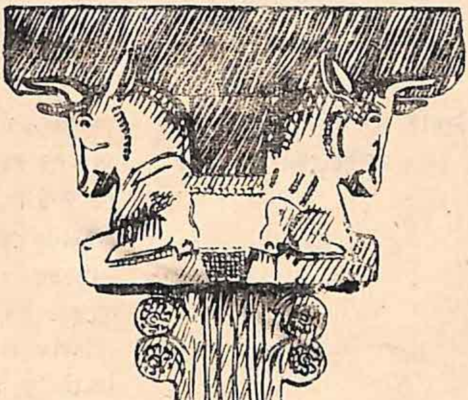
ইষ্টক রচিত ব্যাত্তমুখ শ্রেণীবদ্ধ সিংহ। —সুসা।
(পৃষ্ঠা—২৯)



সম্রাটের "অমরযোদ্ধা"—শ্রেণীবদ্ধ ধানুকী —সুসা।
(পৃষ্ঠা —২৯)



পার্সিপোলিস্, তখ্‌ত্‌-ই-জামসেদ। খর্ষায়র্ষের প্রাসাদ।
সিংহ কর্ত্তৃক বৃষভ আক্রমণ।
(পৃষ্ঠা—৪৪)



দ্বিতীয় আর্তকৃষত্রের রাজত্বকালের
স্তম্ভশীর্ষ। লুভ্‌র্‌ চিত্রশালা।
(পৃষ্ঠা—৫৬)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	ফুটনোট	R. E. N. Wheeler	R. E. M. Wheeler
৬	ফুটনোট	See 6	Ibid p, 3.
৯	১১	১৯৩০ খৃঃ অব্দ	১৯২০ খৃঃ অব্দ
৯	২১	উন্নত	উন্নতি
৮	(ন) ফুটনোট	what Happen in Hist.	what Happened in History
১৩	১	(খৃঃ পূঃ ৫৫০—৩৩০)	(খৃঃ পূঃ ৫৫০—৩০০) হইতে
১৯	ফুটনোট	Exra	Ezra
২৯	২১	Inmortals	Immortals
৩০	১৭	একিমিনিয়গণ	একিমিনিয় নৃপতিগণ
৩৯	৭	পরিকল্পনায়	পরিকল্পনার
৪১	২২	গ্রগুলি	গ্রন্থগুলি
৪৭	৪	বাববীর	বাবরীর
৪৮	১২	যতক্ষণ না সেগুলি	যতক্ষণ সে গুলি
৫০	১৩	নানক	নামক
৬১	১০	প্রবীররাজ	পবিররাজ
৬৮	৪	খৃঃ পূঃ ৩১৪ অব্দ	খৃঃ পূঃ ৩৩৪ অব্দ
৭০	(৫) ফুটনোট	২য় লাইনে 'অনুমান করিয়াছেন'।	'অনুমান করিয়াছেন' এর পর হইবে—ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ Sisikottus যে শশী গুপ্তেরই নামভেদ এ কথা নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন (Early History of India, p, 59).
৭৫	১৮	(১৪৯৪-১৫৯৫ খৃঃ অব্দে)	(১৪৯৪-১৪৯৫ খৃঃ অব্দে)
৮০	১	খৃঃ পূঃ ২২৭	খৃঃ পূঃ ২৩৭
৮৬	(২৩) ফুটনোট শেষ লাইন	Revlation	Revaluations
১০৪	(১৭) ফুটনোট দ্বিতীয় লাইন	Susciapiebat	Suscipiebat
১০৮	২০	পাণিপ্রার্থী লইয়া	পাণিপ্রার্থী হইয়া
চ	১৬	সম্বদ্ধ	সন্নদ্ধ
জ	শেষ লাইন	মুখে	মূলে